আঁধারপ্রিয়া

অনীশ দেব

BanglaBook.org

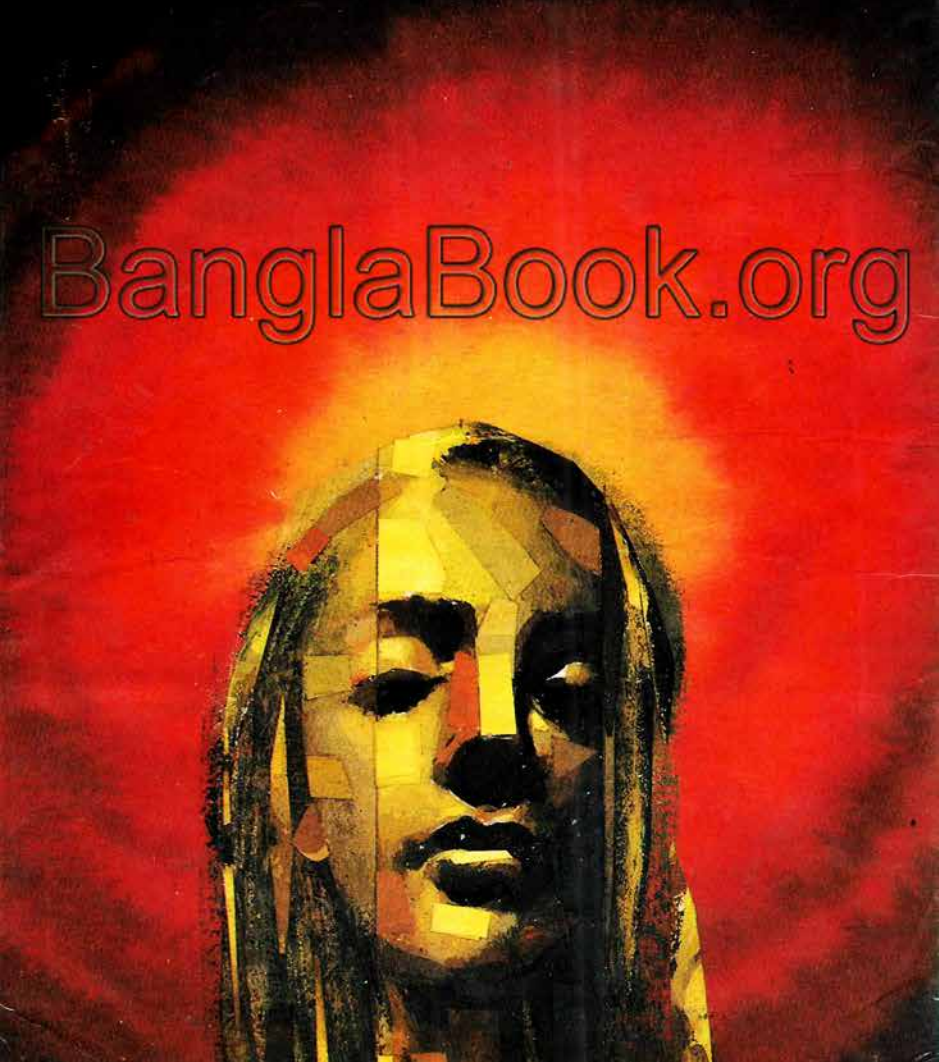

আঁধারপ্রিয়া

অনীশ দেব

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

করুণা প্রকাশনী ঃ কলকাতা-৯

Andharpriya
Two novelettes by Anish Deb

প্রথম প্রকাশ—বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৯

প্রকাশক ঃ
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮-এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রণ ঃ
প্রিন্টেক্স
৯-এ, রামধন মিত্র লেন
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
দেবাশিস রায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মূল্য ঃ ৪০'০০ টাকা মাত্র।

দীপালি পাল

শান্তিগোপাল পাল

প্রীতিভাজনেষু

লেখকের অন্যান্য বই

ছায়ার মতো মানুষ

বিশ্বাসঘাতকদের জন্য

অশরীরী অলৌকিক

জীবন যখন ফুরিয়ে যায়

ঘাসের শিষ নেই

সাপের চোখ

তীরবিদ্ধ

পিশাচপ্রহর

এক

'পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়।
ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়।'

☐ **একটি শীতের সন্ধ্যা, ১৯৭৪ সাল**

সতেরো-আঠেরো বছরের মেয়েটি রাস্তা পার হচ্ছিল। পরনে গোলাপী-কালো নকশা ছাপা শাড়ি। গায়ে একটা বাদামী রঙের শাল অগোছালো ভাবে জড়ানো। এখন কোনও কিছুই গুছিয়ে করার মতো মনের অবস্থা মেয়েটির নেই।

সেটা মেয়েটির হাঁটার ধরন লক্ষ করলেও বোঝা যায়।

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে শীত যতই জাঁকিয়ে বসুক না কেন যানবাহনের বেহিসেবী সংখ্যার তাতে কোনও হেরফের হয় না। সুতরাং এদিক-ওদিক দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল নানান গাড়িঃ প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি, বাস, ট্রাম, স্কুটার, মোটরবাইক। আর অসংখ্য মানুষ যে যার ব্যস্ততায় ফাঁকফোকর পেয়েই এক ছুটে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। ফুটপাথের বাঁ দিকে পায়রার খোপের মতো ছোট-ছোট লটারির টিকিটের দোকান। ডানদিকে পাঁচমিশেলি ফুলের দোকানে কেনাকাটার ভিড়। তার পাশেই জাগ্রত মা-কালীর মন্দিরে আরতি হচ্ছে, ঘণ্টাও বাজাচ্ছে কেউ-কেউ। ভক্তেরা রাস্তায় দাঁড়িয়েই প্রণাম সেরে নিচ্ছে। কেউ মাথা ঠুকছে মন্দিরের দেওয়ালে। কারও মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, তাই ভক্তি মেশানো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে দেবীকে। আর কেউ বা মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার আশায় কাতর প্রার্থনায় আকুল।

মেয়েটি আস্তিক। ওর বাড়িতে ঠাকুরের আসন আছে। সেখানে

BanglaBook.org

ওর মা সকাল-সন্ধে পুজো করেন। মেয়েটিও একই অভ্যাস পেয়েছে মায়ের কাছ থেকে। দেবদেবীর ওপরে ওর ভক্তি আছে, আস্থাও। এই পথ ধরে ও বহুদিন বহুবার যাতায়াত করেছে, কিন্তু এই কালী মন্দিরে কখনও থমকে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানায়নি। ওর কাছে ওর বাড়ির দেবদেবীই ছিল সব।

কিন্তু আজ সকাল থেকেই ওর সমস্ত হিসেব গুলিয়ে গেছে। মাথা ঠিকমতো কাজ করছে না। মনের অবস্থাও এলোমেলো। তাই ও-দিকের ফুটপাথে কালী মন্দিরটা চোখে পড়ামাত্রই ও কোনও-রকমে গাড়ি-ঘোড়া বাঁচিয়ে রাস্তা পার হল। ওর টানা-টানা চোখে নাম-না-জানা আশঙ্কা। রাস্তার ধার ঘেঁষে বসেছিল কয়েকজন শাকসব্জি বিক্রেতা। তাদের পাশ কাটিয়ে মেয়েটি চলে গেল ফুটপাথের ওপরে। মন্দিরের কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গাঢ় চোখে অনুভব করল জাগ্রত মা কালীকে। মেয়েটির চোখ জলে ভিজে গেল। মনে পড়ে গেল মায়ের কথা, বাবার কথা, ছোট-ছোট দুটো ভাইয়ের কথা।

আর শুভদীপের কথা।

প্রতিমাকে প্রণাম জানিয়ে মেয়েটি অন্যান্য ভক্তের পাশ কাটিয়ে সরে এল মন্দিরের দেওয়ালের কাছে। তারপর বিষাদে আকুল হয়ে মাথা ঠুকতে লাগল, আর বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'মা, আমাকে রক্ষা করো। মা···মাগো···।'

মেয়েটির মনের একটি অংশ বলতে চাইছিল, 'মাথা খুঁড়ে কোনও লাভ নেই। যা হওয়ার তা হবেই।' কিন্তু ওর মনের অন্য আর-একটা অংশ চিৎকার করে বলছিল, 'দেবতার লীলা দেবতাই জানে। তোর প্রার্থনায় যেন তিলমাত্রও অবিশ্বাস না থাকে।'

কিছুক্ষণ পর মেয়েটি যেন ঘোর থেকে জেগে উঠল। শাল সরিয়ে বাঁ হাত বের করে ঘড়ি দেখল। সাতটা পঁচিশ। শুভদীপ নিশ্চয়ই এতক্ষণে বাড়ি ফিরে এসেছে। বাঁ হাতের চেটো স্পষ্ট-ভাবে চোখের সামনে মেলে ধরল মেয়েটি। শুভদীপের ফোন নম্বর লেখা রয়েছে সেখানে ঃ ফোর সেভেন টু ফোর জিরো ওয়ান।

BanglaBook.org

চোখের জল মুছে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমে এল ও। হাঁটতে শুরু করল পাঁচমাথার মোড়ের দিকে। মোড়টা পেরিয়ে ও যাবে শ্যামবাজারের টেলিগ্রাফ অফিসে। সেখান থেকে ফোন করা যায়। যদি ওদের ফোন খারাপ থাকে তা হলে দুটো ওষুধের দোকান আছে কাছাকাছি—একটু বেশি পয়সা দিলে ওরা ফোন করতে দেয়।

মেয়েটির গায়ের রঙ মাজা। সরল, টানা-টানা, গভীর চোখ। গড়ন লম্বা ছিপছিপে। ভুরুর কাছটা যেন জোড়া, নাকে ছোট্ট সাদা চকচকে পাথর বসানো নাকছাবি। চিবুক তীব্র, সামান্য উদ্ধত। অথচ চোখের দৃষ্টি এখন অসহায়। খানিকটা যেন ভয় পেয়েছে।

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় পার হওয়ার সময় নেতাজীর মূর্তির প্রায় পাশ ঘেঁষে চলে গেল মেয়েটি। রাস্তায় পথচারী যানবাহন ও যেন দেখেও দেখছিল না।

শীতের বাতাসে হালকা কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছিল। একটু দূরের জিনিস ঠিকমতো ঠাহর করে দেখা যাচ্ছিল না। মেয়েটির নজর ঝাপসা হয়ে আসছিল বোধহয়। ও শালের খুঁট দিয়ে কয়েকবার চোখ মুছল।

টেলিগ্রাফ অফিসের দোতলায় উঠে একটা টেলিফোন বুথ খালি পেয়ে গেল মেয়েটি। চটপট বুথের ভেতরে ঢুকে গিয়ে অকুল পাথারে খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো রিসিভারটাকে আঁকড়ে ধরল। না, ডায়াল টোন নেই। লিভারটা টেনে বেশ কয়েকবার খটখট করল ও। রিসিভার কানে চেপে শুনল। না, একটা অস্বাভাবিক গুঞ্জন কানে আসছে শুধু।

বেরিয়ে এসে পাশের বুথের ভাঙা দরজার কাছে দাঁড়াল মেয়েটি। একজন অবাঙালি ভদ্রলোক বেশ চেঁচিয়ে কথা বলছেন টেলিফোনে। মেয়েটি উসখুস করতে লাগল। পিছনের কাউন্টারের ওপাশ থেকে টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা শুনতে পাচ্ছিল ও। মনে হচ্ছিল, মর্স কোডের সংকেত ওর মাথার ভেতরে বাজছে। এই ভদ্রলোকের টেলিফোন করা কখন শেষ হবে!

BanglaBook.org

একটু পরে বুথ খালি হতেই মেয়েটি ঢুকে পড়ল বুথে। নম্বর ডায়াল করার সময় টের পেল ওর হাত কাঁপছে।

ও-প্রান্তে রিং বাজছিল। চারবারের পর টেলিফোন তুলল কেউ।

'হ্যালো—' বয়স্ক পুরুষ কণ্ঠস্বর। বোধ হয় শুভদীপের বাবা।

'হ্যালো, শুভদীপ আছে?'

'আপনি কে বলছেন?' প্রশ্নের মধ্যে অপছন্দের সুর।

শুভদীপের বাবার সঙ্গে মেয়েটির এখনও আলাপ হয়নি। শুভর কাছে শুনেছে, ভদ্রলোক বেশ কড়া আর রাশভারি। ওঁর ব্যবসার পয়সাতেই শুভদীপদের যত বাবুয়ানি।

মেয়েটি ভয় পেয়ে গেল। এক মুহূর্ত কী ভেবে কাঁপা গলায় মিথ্যে বলল, 'আমি ওর বন্ধু জয়ন্তর দিদি। জয়ন্ত ওকে একটা খবর দিতে বলেছে। ওর লাস্ট উইকের ক্লাস নোটটা যেন কাল য়ুনিভার্সিটিতে নিয়ে আসে। আর…' আর কী বলা যায় এই মুহূর্তে!

ও-প্রান্তের রাশভারি গলা শোনা গেল, 'দাঁড়াও, বুড়োকে দিচ্ছি, ওকে যা বলার বলো—' বুড়ো শুভদীপের ডাকনাম।

কয়েক সেকেন্ড সব চুপচাপ। শুধু পিছন থেকে টরে-টক্কা ভেসে আসছে। কী রকম দম বন্ধ করা ভ্যাপসা গরম লাগছে যেন।

'হ্যালো—'

শুভদীপের গলা।

আঃ! মা কালী সত্যিই জাগ্রত।

'শুভ…শুভ…খুব বিপদে পড়েছি…'

গলা চিনতে পারল শুভ। সঙ্গে-সঙ্গে ওর কণ্ঠস্বর কেমন যেন নির্বিকার কাঠ-কাঠ হয়ে গেল। বাবার সামনে কী করে সহজভাবে কথা বলবে ও! ও তো বলেই দিয়েছিল, 'ফোন নাম্বার নিচ্ছ নাও, কিন্তু জেনুইন ইমারজেন্সি না হলে ফোন করো না—' অথচ…।

'কেন, কী হয়েছে?' শান্তভাবে প্রশ্নটা করল শুভ।

'শুভ… শুভ…আজ সকাল থেকে খুব…বমি হচ্ছে। বারবার ওয়াক উঠছে।' শেষ দিকে কেঁদে ফেলল মেয়েটি।

BanglaBook.org

হাসল শুভ, বলল, 'কাঁদছ কেন, বোকা মেয়ে! রেগল্যান ট্যাবলেট খেয়ে নাও, বমি-বমি ভাব এক্ষুনি কেটে যাবে। কোনও কারণে বোধহয় খাওয়াদাওয়ার গণ্ডগোল হয়েছে।'

মেয়েটি বুঝতে পারল, ও-প্রান্তে টেলিফোনের সামনে শুভদীপ এখন একা এবং নিরাপদ। কিন্তু শুভর কথায় ভরসা না পেয়ে ও তখনও কাঁদছিল। জড়ানো গলায় বলল, 'না, না, সে-সব নয়। অন্য ব্যাপার—ট্যাবলেট খেলেও কমবে না। তুমি বুঝতে পারছ না। সেই যে পুজোর সময়ে আমরা ডায়মন্ডহারবার গিয়েছিলাম। তোমাকে তখন অত করে বারণ করলাম, তুমি শুনলে না। বললে, ভয়ের কিছু নেই···এখন কী সর্বনাশ হল বলো তো।' কান্না আরও বেড়ে গেল।

'আস্তে, আস্তে—' চাপা গলায় বলে উঠল শুভ।

তাহলে কি ওর বাবা আবার ঢুকে পড়েছেন ঘরে? কিন্তু মেয়েটি তখন মরিয়া। একমাত্র শুভদীপই ওকে বাঁচাতে পারে এই পাগল-করা ঝড় থেকে। তাই ও জেদী গলায় বলল, 'কাল আমি ছ'টার সময় তোমার জন্যে কফি হাউসে ওয়েট করব। তুমি আসবে কিন্তু। তারপর—'

'তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ।' ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠল শুভদীপ, 'মাত্র একবারে এত কিছু হতে পারে না। নিশ্চয়ই তুমি হিসেবে কোনও গণ্ডগোল করছ। আর তাতেই এত প্যানিকি হয়ে উঠেছ। যাকগে, কোত্থেকে ফোন করছ তুমি?' শুভ জানে ওদের বাড়িতে ফোন নেই।

মেয়েটি বলল।

'ও ববাবা! এই সামান্য একটা ব্যাপারের জন্যে এই ঠাণ্ডার মধ্যে এতদূর চলে এসেছ! এরকম হিসেবের গোলমাল তোমার আগেও হয়েছে। ওসব বাজে চিন্তা ঝেড়ে ফেলে বাড়ি যাও। ভালো করে খেয়ে-দেয়ে কষে ঘুম দাও—'

'কাল তুমি ছ'টার সময় আসছ তা হলে?' মেয়েটি ভয় পাওয়া গলায় জিগ্যেস করল।

'কাল ছ'টার সময় বোধহয় হবে না। কাল আমাদের বিজনেসের

BanglaBook.org

ব্যাপার নিয়ে বাবার সঙ্গে একটু বসতে হবে…'

শুভদীপ যে পড়াশোনার ফাঁকে-ফাঁকে বাবার ব্যবসায় সময় দেয় সেটা মেয়েটি জানে। কিন্তু এখন এই জরুরি অবস্থায় ওর কি বিজনেস নিয়ে মাথা না ঘামালে চলছিল না!

'শুভ, প্লিজ, এই অবস্থায় তোমার সঙ্গে কথা বলতে না পারলে আমি মরে যাব। যা হওয়ার তা হয়েছে। কিন্তু তুমি পাশে না থাকলে আমি—'

'শোনো, এত আপসেট হওয়ার কিছু নেই। পরশু সন্ধেবেলা …অ্যাই, শোন, কাল আমি বিডিজি-র ক্লাসটা করতে পারব না। ইন্ডিয়ান পলিটিক্স নিয়ে অনেকটা লাইব্রেরি ওয়ার্ক বাকি আছে। নোট করলে তোকে দেব, কপি করে নিস। এখন রাখছি। কাল এগারোটায় ক্লাসে দেখা হবে।' বলে টেলিফোন রেখে দিল শুভ।

মেয়েটি বুঝতে পারল, শেষ দিকটায় শুভ কাল্পনিক কোনও ক্লাসমেটের সঙ্গে কথা বলছিল। ওর এই অভিনয়ের একমাত্র কারণ হয়তো টেলিফোনের কাছাকাছি ওর বাবা এসে পড়েছেন। কিন্তু এই অবস্থায় অন্য সমস্যার কথা শুভ ভাবছে কেমন করে! মেয়েটি তো অন্য কোনও সমস্যার কথা আর ভাবতে পারছে না!

গা গুলিয়ে উঠল মেয়েটির। গলা দিয়ে উঠে আসতে চাইল সবকিছু। দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত করে ঢোক গিলল ও। রিসিভার রেখে দিয়ে আবার ডায়াল ঘোরাল।

বুথের বাইরে একজন তরুণ টেলিফোন করার জন্য অপেক্ষা করছিল। মেয়েটিকে দ্বিতীয়বার ডায়াল ঘোরাতে দেখেই হ্যাঁচকা টানে দরজাটা খুলে দিল সে। রুক্ষ গলায় বলল, 'কী হল, দিদি। এখানে পর পর দুটো টেলিফোন করা যায় না। বাইরে আসুন, আমার হয়ে যাক, তারপর আপনি আবার করবেন—'

মেয়েটি ঘুরে তাকাল ছেলেটির দিকে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি পাথর হয়ে গেল। ভাসানের সময় দুর্গাপ্রতিমার মুখটা ঠিক এরকম দেখায়।

মেয়েটি কান্না-চাপা গলায় বলল, 'প্লিজ, আমার ভীষণ জরুরি দরকার…'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি করে নিন। বলেছি বলে কিছু মাইন্ড করবেন না।'

আবার ফোন করল মেয়েটি।

ও-প্রান্তে সেই রাশভারি গলা।

মেয়েটি রিসিভার রেখে দিল।

আবার ডায়াল ঘোরাল। আবার সেই কণ্ঠস্বর।

তারপরও সেই একই ব্যাপার।

তার পরের চেষ্টায় ও-প্রান্তে কোনও রিং শোনা গেল না। বোধহয় শুভদীপের বাবা বিরক্ত হয়ে রিসিভার নামিয়ে রেখেছেন একপাশে।

একটা ঘোরের মধ্যে টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে এল মেয়েটি। এখন আর ফোন করার চেষ্টা করেও কোনও লাভ নেই। কিন্তু এখন কী করবে ও?

পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে মেয়েটি নানান কথা ভাবছিল

সন্দেহটা ওর মনে মাথাচাড়া দিয়েছিল দিন সাতেক আগে থেকেই। মেয়েলি নিয়মটার গরমিল হতেই ওর ডায়মন্ডহারবারের ব্যাপারটা মনে পড়ে গিয়েছিল। তারপর যত দিন গেছে, ভয়টা ততই জমাট বেঁধেছে। অবশেষে কাল রাত থেকে ওয়াক উঠতে শুরু করেছে। রাতেও দু-একবার বাথরুমে গিয়েছিল। তার মধ্যে একবার বমির দমক চাপতে পারেনি। কিন্তু শুধু খানিকটা জল বেরিয়ে আসা ছাড়া আর কিছুই বেরোয়নি মুখ দিয়ে।

তারপর আজকের জঘন্য সকালটার শুরু। গা গুলোনো, মাথা ঝিমঝিম, সেই সঙ্গে ছোটখাটো আরও কত নানান উপসর্গ

মা কয়েকবার স্নেহ মাখানো অবাক চোখে তাকিয়েছে, ডাক্তার দেখানোর কথা বলেছে, ওষুধ খাওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু মেয়েটি বিশেষ আমল দেয়নি। বরং আজ অনেক বেশি সময় ধরে ও প্রার্থনা করেছে ঠাকুরের আসনের সামনে। সেখানে অধিষ্ঠিত মা কালী, দেবী লক্ষ্মী, আর দেবাদিদেব মহাদেব। তাঁরা নিশ্চয়ই ওর প্রার্থনায় বিশেষ কান দেননি, কারণ শরীরের অস্বস্তি সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে আরও বেড়েছে।

BanglaBook.org

ওর বাবা অতসব লক্ষ করেননি। সদাগরি অফিসের ম্যানেজার-সাহেবের অতসব লক্ষ করার সময় কোথায়! সব সময় ধোপদুরস্ত পোশাকে ফিটফাট হয়ে রয়েছেন। ঠোঁটে ঝুলছে সিগারেট। বাড়িতে তিনি সাধারণ সিগারেট খান। কিন্তু রাস্তায় বেরোলেই আঙুলের ফাঁকে থাকে দামি সিগারেট—অফিসেও তাই। অফিসের গাড়ি সকাল ন'টার সময় তাঁকে মোহনলাল স্ট্রিটের মুখ থেকে তুলে নিয়ে যায়। সেই গাড়িতে অফিসের আরও দুজন হোমরাচোমরা যাতায়াত করেন।

বাড়িতে বাবা যখনই কোনও কথা বলেন তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে অফিস আর উন্নতি। মানুষটা শুধু প্রতিপত্তি আর সামাজিক প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেই গেল। মায়ের কাছে শুনেছে, একেবারে গরীব অবস্থা থেকে বাবা এই মাঝারি অবস্থায় পেঁছেছেন। মাঝারি থেকে এখন পেঁছতে চান অনেক উঁচুতে।

ছেলেমেয়েদের সুখদুঃখের খবর তিনি খুব কম নেন। আর যখনই নেন, সেটা একেবারে অফিসারের ঢঙে। কাজে-কর্মে ভুল হলে মাকে অধঃস্তন কর্মচারী ভেবে দিব্যি ধমক লাগান। আর আঙুলের ফাঁকে সিগারেট রেখে একমনে টিভির খবর শোনেন।

দেশের খবর নিয়ে কমবেশি মাথাব্যথা থাকলেও বাড়ির খবরে খুব একটা বোধহয় আগ্রহ ভদ্রলোকের ছিল না। তা না হলে সদ্য যুবতী মেয়ের তাল-কেটে-যাওয়া রোজকার জীবন কেন তাঁর নজরে পড়বে না!

আজ সারাদিনে মায়ের সঙ্গে বেশ কয়েকবার কথা কাটাকাটি হয়েছে মেয়েটির। অথচ মাকে ও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। ছোটবেলা থেকে ওর মনে শুধুই মায়ের স্মৃতি। কারণ ওর বাবা তখন গরীব থেকে মধ্যবিত্ত হওয়ার চেষ্টায় দিনরাত ব্যস্ত ছিলেন।

ছোট-ছোট ভাই দুটোকেও মেয়েটি খুব ভালোবাসে। বুবুর বয়েস আট, আর টুটুর বয়েস পাঁচ। 'দিদি' বলতে ওরা দুজনেই একেবারে আত্মহারা। অথচ আজ ভাই দুটোর সঙ্গেও হাসিখুশি

BanglaBook.org

ব্যবহার করতে পারেনি মেয়েটি।

একটিমাত্র দুশ্চিন্তা ওকে চোখের পলকে অন্য গ্রহের বাসিন্দা করে দিয়েছে। ওর সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা যেন ছোট্ট একটা ঘরে লুকিয়ে পড়েছে। আর সেই ঘরের জানলাগুলোও যেন বন্ধ করে দিয়েছে কেউ।

একটু আগে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় মা ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করেছে, 'কোথায় বেরোচ্ছিস এখন, এই ঠান্ডার মধ্যে?'

'একটা···একটা ফোন করব···'

'কাল সকালে করিস।'

'না। খুব জরুরি ফোন—এখনই করা দরকার।' দরজার কাছে ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে ছিল ও।

'যা তা হলে। যা ভালো বুঝিস কর। এখন তুই বড় হয়ে গেছিস, নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছিস—' মা অন্যদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কথা বলছিল।

মাকে জড়িয়ে ধরে ওর কাঁদতে ইচ্ছে করছিল তখন।

'আজ সকাল থেকে তোর কী যে হয়েছে!' মা আলনার জামা-কাপড় গুছোতে-গুছোতে আবার কথা বলছিল, 'তোকে নিয়ে আমার চিন্তা হয়—'

শুভদীপের কথা কাউকে বলেনি ও। বাবা তো জানেই না, মা-ও না। ইস, যদি মাকে সব খুলে বলতে পারত!

মেয়েটি নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিয়েছে, 'কেন, শুধু-শুধু চিন্তার কী আছে!'

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: 'দশ মাস দশ দিন তো পেটে ধরেছি, তাই···'

দশ মাস দশ দিন!

কথাটা ধাক্কা মারল মেয়েটির বুকে। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই দশ-দিন কেটে গেছে। তাহলে আর দশ মাস বাকি। মা যদি ব্যাপারটা এখন শোনে তা হলে কি হার্টফেল করবে! মায়ের তো আবার হাই ব্লাড প্রেসারের ধাত রয়েছে।

আর কথা বাড়ায়নি ও। থমথমে মুখে সদর দরজা খুলে

BanglaBook.org

নেমে এসেছে রাস্তায়।

এখন, বাড়ি ফেরার পথে, বারবার ওর মনে হচ্ছিল, প্রতিটি মুহূর্তে ওর শরীরের ভেতরে আর একটা শরীর বেড়ে উঠছে।

মেয়েটির চিন্তা এলোমেলো দিশেহারাভাবে ছুটোছুটি করে শেষ পর্যন্ত পাথরের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে মরছিল।

'মা জননী, অন্ধকে কিছু সাহায্য করবেন—'

চমকে উঠে মেয়েটি দেখল, ফুটপাথে একজন অন্ধ ভিখারি একটা তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের বাটি নিয়ে ভিক্ষে করছে।

মেয়েটি পার্স থেকে একটা টাকা বের করে লোকটিকে দিল

'ভগবান আপনার ভালো করবেন···'

মেয়েটি প্রায় চোখ বুজে সেই আশিস গ্রহণ করল। এখন ওর সবরকমের শুভেচ্ছা প্রয়োজন।

বাড়িতে ফেরার পর মেয়েটি ঠিক করল, কাল ও য়ুনিভার্সিটিতে গিয়ে শুভদীপের সঙ্গে দেখা করবে। এই সমস্যাটা এমন কিছু বড় সমস্যা নয়। শুভদীপ নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা করবে। আর শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সমাধান তো একটা আছেই ঃ বিয়ে।

এই চিন্তাটাকে পাখির ছানার মতো বুকে আঁকড়ে ধরে বাকি রাতটা কাটিয়ে দিল মেয়েটি। বারবার ওর গা গুলিয়ে উঠছিল, মাথা দপদপ করছিল, কিন্তু শুভদীপের সঙ্গে কাটানো ভালো-বাসার মুহূর্তগুলোর কথা সিনেমার ছবির মতো পরপর ভেবে ও নিজেকে সামলে রাখছিল। কখনও-কখনও দু-এক কলি গান গেয়ে মনটা হালকা করতে চাইছিল।

কাল শুভদীপের সঙ্গে দেখা হলেই আর কোনও চিন্তা নেই তারপর মাকে সব কথা খুলে বলবে ও। মাকে কষ্ট দিয়েছে ভেবে ও মনে-মনে কষ্ট পেল। কাল ও মাকে গলা জড়িয়ে ধরে সব বলবে। বলবে, 'মা, মাগো, আমিও তোমার মতো দশ মাস দশ দিন কষ্ট করতে শিখেছি।'

মনটা বোধহয় ওর শান্ত হয়ে আসছিল। কারণ, একসময় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল মেয়েটি। তবে ঘুমিয়ে পড়ার আগে ও আকুল হয়ে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীকে ডেকেছিল।

BanglaBook.org

দেবতারা যে ওর আকুল প্রার্থনায় কান দেননি সেটা মেয়েটি বুঝতে পেরেছিল এক সপ্তাহের মধ্যেই।

শুভাদীপ ওর সঙ্গে সবরকম যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছিল।

☐ একটি শীতের সন্ধ্যা, ১৯৯৪ সাল

ভদ্রমহিলা আমার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসেছিলেন বেশ মোটাসোটা কালোকোলো চেহারা। সিঁথির সিঁদুর বেশ চওড়া। যতটা চওড়া, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক বোধহয় ঠিক ততটাই সরু। তাই আমার কাছে এসেছেন। সম্পর্ক জোড়া লাগানোর ঝাড়-ফুঁক তুকতাক করতে।

বড়-বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে একটু খোনা গলায় তিনি অনুনয় করে বললেন, 'কিছু একটা আপনাকে করতেই হবে। অনেক আশা নিয়ে আমি এসেছি—'

আমি মহিলাকে ভালো করে দেখলাম। তিনটি সন্তানের জননী। জননী হওয়ার জন্যে আলাদা কোনও যোগ্যতার দরকার হয় না। এ-ব্যাপারে পশু বা মানুষের কোনও তফাত নেই। শুধু জন্মসূত্রে শারীরিক কোনও গোলমাল না থাকলেই হল

ভদ্রমহিলার স্বামী অন্য মেয়েছেলের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করে বেড়ায়। কবে নাকি স্বামীর ব্যাগের মধ্যে একটা পারফিউম মাখানো রুমাল পেয়েছিলেন তিনি। তারপর দু-মাসের ব্যবধানে দুটো চিঠি। না, নির্দোষ চিঠি নয়, প্রেমপত্র।

এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তুমুল হয়ে গেছে, অথচ লাভ কিছুই হয়নি। ভদ্রমহিলার যা চেহারা দেখছি তাতে ওঁর পক্ষে স্বামীকে বশ করা বেশ মুশকিল। তার ওপর উনি ফ্রিজিড কি না কে জানে!

কিন্তু চেষ্টা আমাকে করতেই হবে। এই চেষ্টা করার জন্যেই সবাই আমাকে টাকা দেয়। আর সেই টাকাতেই আমার আর মায়ের দিন চলে যায়।

BanglaBook.org

আপনার স্বামীর নাম কি ?' ওঁকে জিগ্যেস করলাম।

'অতীশ। অতীশ নন্দী—' উৎসাহ নিয়ে মহিলা বললেন।

আমি পাশের টেবিল থেকে বেশ মোটাসোটা একটা বই টেনে নিলাম। অতি ব্যবহারে বইয়ের পৃষ্ঠাগুলোর সেলাই ঢিলে হয়ে গেছে। পাতা ওলটাতে-ওলটাতে নির্দিষ্ট একটা জায়গা খুঁজে পেলাম ঃ পতি বশীকরণ মন্ত্র। পাতার মার্জিনে আমারই লেখা নানান নোট।

সামনে রাখা একটা সাদা খাতা টেনে নিলাম। একটা ফরসা পৃষ্ঠা বের করে লিখতে শুরু করলাম ঃ

মন্ত্র ঃ 'ওঁ নমো মহাযক্ষিনী পতিং মে বশ্যং কুরু কুরু স্বাহা।'

মঙ্গলবার একটি গোটা সুপারী উক্ত মন্ত্রে ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে মুখে রাখবে। স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর, সুপারীটি মুখ থেকে বার করে দুধ, গঙ্গাজল দ্বারা ধুয়ে আবার সেই সুপারীটি উক্ত মন্ত্রে ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে সেটা কুচিয়ে পান সেজে স্বামীকে খাওয়ালে পতি বশ হবে। তীব্র বশীকরণ প্রভাব পেতে হলে সুপারীর সঙ্গে বাদুড়ের কানের সামান্য টুকরো এবং গোরোচনা মিশিয়ে পতিকে খাওয়াতে হবে। এ ছাড়া অভিমন্ত্রিত করার সময় নীচের যন্ত্রটি অষ্টগন্ধের সাহায্যে ভুর্জপত্রে অঙ্কন করে চোখ বুজে বাঁ হাতের কনিষ্ঠা দ্বারা স্পর্শ করে রাখতে হবে। এই আচার পালন করলে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য।

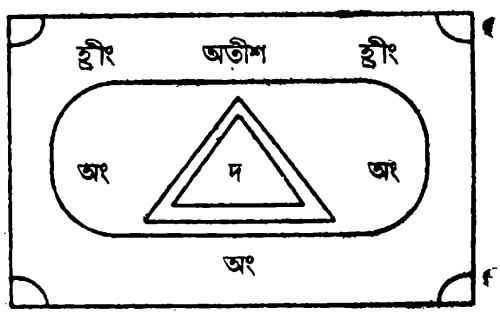

পতিবশীকরণ যন্ত্র

লেখা এবং যন্ত্রের ছবি আঁকা শেষ হলে কাগজটা ভদ্রমহিলার হাতে দিয়ে বললাম, 'আপনার চেনাজানার মধ্যে অতীশ নামে আর কেউ নেই তো ?'

ভদ্রমহিলা দ্রুত মাথা নেড়ে জানালেন, না, কেউ নেই।

আমি বললাম, 'থাকলে মুশকিল হত। দুজন অতীশই আপনার টানে পাগল হত।'

ভদ্রমহিলা বিনয়ের হাসি হেসে বোধহয় ব্লাশ করলেন। গায়ের রঙ কালো বলে রক্তের টুকটুকে লাল উচ্ছ্বাস বোঝা গেল না।

কাগজের লেখা ইত্যাদি পড়া শেষ হলে তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'গোরোচনা জিনিসটা কী ?'

'গরুর পিত্ত থেকে একরকম চকচকে হলদে জিনিস বেরোয়—সেটাই।'

'কিন্তু এই গোরোচনা আর বাদুড়ের কানের টুকরো পাব কোত্থেকে ? ওগুলো বাদ দিয়ে যদি···'

ওঁকে বাধা দিয়ে বললাম, 'সব কিছুরই একটা নিয়ম আছে। ওগুলো বাদ দিলে কাজ হবে না। আপনাকে নিউ মার্কেটের একটা ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। ওখানে গিয়ে আমার নাম বললে সব পেয়ে যাবেন। তবে দোকানের নামটা আর কাউকে জানাবেন না—'

ভদ্রমহিলা কৃতজ্ঞভাবে বারবার ঘাড় নাড়লেন। তারপর তাঁর হাতব্যাগ থেকে কয়েকটা একশো টাকার নোট বের করে জিগ্যেস করলেন, 'কত দেব ?'

আমি বই আর খাতা গুছিয়ে রাখতে-রাখতে বললাম, 'দুশো—'

এমন সময় মা দু-কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। চেহারা এতই রোগা যে, গায়ের চাদরের একপাশ খসে পড়েছে। মুখে অসংখ্য ভাঁজ, চোখে চশমা, গাল ভাঙা, মাথার সব চুল সাদা ধবধবে।

আমাদের দুজনের সামনে দুটো কাপ সাজিয়ে দিতেই ভদ্রমহিলা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'এতখরের কী দরকার ছিল···'

আমি বললাম, 'আমার মা—'

মহিলা দুশো টাকা আমার হাতে দিয়ে ব্যাগটা সরিয়ে রেখে

BanglaBook.org

আচমকা উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে। মায়ের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে ঝপ করে একটা প্রণাম সেরে ফেললেন। মা লজ্জা পেয়ে পিছিয়ে গেল।

আমি মজা পেলাম। ভদ্রমহিলা বোধহয় মাকে বড়-ডাইনি ভেবেছেন, তাই এত ভক্তি।

মা কোনও কথা না বলে চলে গেল। বহু বছর ধরেই মা খুব কম কথা বলে।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে ভদ্রমহিলা বিড়বিড় করে আমার দেওয়া কাগজটা পড়ছিলেন। বোধহয় এখন থেকেই মন্ত্র প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছেন।

কিছুক্ষণ ধরে সব চুপচাপ। শুধু মাঝে-মাঝে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার শব্দ।

ভদ্রমহিলা এখন বোধহয় এই মধ্যবিত্ত মলিন ঘরে বসে থাকতে অস্বস্তি পাচ্ছেন। কাজ মিটে গেলে কে-ইবা ডাইনির আস্তানায় বসে থাকতে চায়!

চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। একটু ইতস্তত করে বললেন, 'একটা কথা জিগ্যেস করছি···কিছু মনে করবেন না···'

আমি বললাম, 'বলুন। আমার কাছে মন খুলে কথা না বললে কাজে নানান প্রবলেম হয়···'

হাতের কাগজটা আমাকে দেখিয়ে তিনি অসহায় বালিকার গলায় জিগ্যেস করলেন, 'এসবে ঠিকঠাক কাজ হবে তো!'

'আপনার কী মনে হয়?'

তিনি বেশ লজ্জা পেয়ে বলে উঠলেন, 'না, মানে, আমি ঠিক তা বলতে চাইনি। আপনি তো আমার মনের অবস্থা বুঝতেই পারছেন···ওইসব জিনিস ঘাঁটতে হবে। আমার গা গুলিয়ে উঠছে ···বমি পাচ্ছে···'

'আপনার কোনও চিন্তা নেই। একবার একটু কষ্ট করেই দেখুন না। আর একটা কথা: যেদিন পানটা সেজে স্বামীকে খাওয়াবেন, সেদিন উপোস করে থাকবেন। খেয়াল রাখবেন, আপনার হাজব্যান্ড যেন কিছু টের না পায়—'

BanglaBook.org

ভদ্রমহিলা ঘন-ঘন ঘাড় নেড়ে কৃতজ্ঞতায় আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন। আমি ওঁকে দরজার কাছে এগিয়ে দেওয়ার সময় বললাম, 'হাজব্যান্ডের সামনে একটু সেজেগুজে থাকবেন একটু পারফিউম-টারফিউম মাখবেন।'

আচমকা এই হিতোপদেশে ভদ্রমহিলা একটু যেন অবাক হলেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

'নিয়মগুলো ঠিক-ঠিক মানবেন। কাজটার এফেক্ট কী হল ও-সপ্তাহে আমাকে ফোন করে জানাবেন।'

এই বশীকরণ মন্ত্রে যদি কাজ না হয় তা হলে ওঁর অতীশকে আর ধরে রাখা যাবে না। তখন বাদুড়ের কান কেন, ইয়েতির 'ইয়ে' পানে সেজে খাওয়ালেও কোনও কাজ হবে না।

ভদ্রমহিলা চলে যাওয়ার পর আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপ-চাপ বসে রইলাম। এখন আর কোনও ক্লায়েন্টের আসার কথা নেই। পাশের রান্নাঘর থেকে পাঁচফোড়নের গন্ধ নাকে আসছে। মা রান্না শুরু করে দিয়েছে।

চুপচাপ বসে আমি নিজের ফেলে আসা জীবনের কথা ভাব-ছিলাম। আর চার দেওয়ালে ঘেরা ছোট্ট ঘরটাকে দেখছিলাম। কুড়ি বছরে এই ঘরটা এতটুকু বদলায়নি। অথচ জীবন কত বদলে গেছে!

ঘরের দেওয়ালগুলো বিশ বছরে আরও জীর্ণ মলিন হয়েছে। একদিকের দেওয়াল নানান রকম তন্ত্র-মন্ত্র অলৌকিক আচারের বই আর কাগজপত্রে ঠাসা। আর একদিকের দেওয়ালে অনেক-গুলো তাক। তাকে নানান জড়িবুটি, পশুপাখির লোম-পালক, হাড় আর নখ, রুদ্রাক্ষ, হরিতকী, শুকনো নিমপাতা, সাপের খোলস ইত্যাদি রয়েছে। ক্লায়েন্টদের দরকারে এগুলো ব্যবহার করতে হয় আমাকে।

তাকগুলোর ওপরে দেওয়ালে রক্ষাকালীর এক বিশাল মাপের ফটো টাঙানো। লোল জিহ্বা, করাল বদন, ছিন্ন মুণ্ডে সজ্জিতা দেবী। এই ফটোর প্রভাব আমার ওপরে যত না, তার চেয়ে ঢের বেশি আমার ক্লায়েন্টদের ওপরে। কারণ, দেবদেবীর ওপর ভক্তি

BanglaBook.org

আমার অনেকদিন আগেই ক্ষয়ে গেছে।

এখন আমার মা নিত্য দেবতার পুজো করে। আর আমি করি অপদেবতার পুজো।

মা কালীর উলটো দিকের দেওয়ালে আর এক দেবতার ফটো : আমার পিতৃদেব। বছরে একদিন ধূপধুনো ফুলমালায় পুজো পেয়ে থাকেন। যদিও সবসময় উনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন, কিন্তু ফটোর মানুষ বলেই আমাকে দেখতে পান না। পেলে তাঁর ম্যানেজার-সুলভ গলায় নির্ঘাৎ ধমকের সুরে বলে উঠতেন, 'এসব কী হচ্ছে, লিলু! তোমাকে না কতদিন শিখিয়েছি, ভূতপ্রেত অপদেবতা বলে কিছু নেই!'

'দেবতা বলেও তো কিছু নেই, বাবা!' আমি হেসে আপন-মনেই বলে উঠলাম।

এই বাড়িতে দেবতা একদিন ছিল। কিন্তু বিশ বছর আগে তাঁরা একটা আঠেরো বছরের অসহায় মেয়েকে একা ফেলে রেখে আকাশে চম্পট দিয়েছে।

বাবার ফটোর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। আমার গা গুলিয়ে উঠছিল, বমি পাচ্ছিল অকারণে। পুরনো সেই রাতটাকে আমি ফিরে পাচ্ছিলাম মনে-মনে।

অবস্থা যখন চরমে পেঁছেছিল তখন ব্যাপারটা আর চেপে রাখতে পারিনি আমি। গা গুলিয়ে, মাথা ঘুরে, বমি হয়ে সে এক সাংঘাতিক অবস্থা!

মা আমাকে ধরে-ধরে বাথরুমে নিয়ে যাওয়ার সময় বারবার জিগ্যেস করছিল : 'লিলু, কী হয়েছে বল! কী হয়েছে বল!'

আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। শুভদীপের নির্লিপ্ত নির্বিকার গলা কানে বাজছিল : 'ভয়ের কিছু নেই।' আর ততই আমার ভয় বাড়ছিল।

মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিলাম আমি। মা আমার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে কী বুঝেছিল কে জানে! মায়ের চোখে জল এসে গিয়েছিল। চাপা ভর্ৎসনার গলায় বলেছিল, 'লীলা, এ তুই কী করলি!'

BanglaBook.org

আমার গা পাক দিয়ে উঠেছিল। ছুটে বাথরুমে গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বমি করতে শুরু করলাম। মা তাড়াতাড়ি এসে বাথরুমের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছিল, যাতে নাক-গলানে পড়শিরা আমার বমির শব্দ শুনতে না পায়।

সেদিন রাতে ঠাকুরের আসনের কাছে গলায় আঁচল দিয়ে বসে মা পাথরের মূর্তি হয়ে স্থির ভেজা চোখে তাকিয়ে ছিল দেবতাদের দিকে। এই বিশটা বছরে দেবতারা মাকে কী দিতে পেরেছেন জানি না, তবে মা এখনও ঠাকুরের আসন ছাড়েনি, দেবতাদের ছাড়েনি, আর···আর আমাকেও ছাড়েনি।

চেয়ারে চোখ বুজে হেলান দিয়ে আমি বাবার গলা পেলাম। বাবা কাঁদছে।

রাত তখন অনেক। পাশের ঘর থেকে মা আর বাবার চাপা কথাবার্তা কানে আসছিল। হঠাৎই বাবা কেঁদে উঠল। ইনিয়ে-বিনিয়ে কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগল।

আমি অস্বস্তি আর যন্ত্রণার মধ্যেও হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ফিটফাট পোশাক পরা চব্বিশ ঘণ্টার ম্যানেজারসাহেব কাঁদছে! বাবাকে সেই প্রথম কাঁদতে শুনেছিলাম। মানুষটা ভেঙেচুরে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। অফিসে বাড়িতে যে সবসময় শৃঙ্খলা বজায় রাখে সে নিজেই বেসামাল বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল।

সে-রাতে আমার ভালো লেগেছিল। বাবা তা হলে আমাদের কথা ভাবে, আমার সুখ-দুঃখের কথা ভাবে!

কিন্তু তিনদিন পর বুঝেছিলাম, বাবা আমার সর্বনাশ নিয়ে ভেঙে পড়েনি। বাবা ভেঙে পড়েছে নিজের সর্বনাশের চিন্তায়। কারণ, আমার ব্যাপারটা পাঁচ কান হলে দামি সিগারেট খাওয়া ম্যানেজারসাহেবের সামাজিক প্রতিষ্ঠার কী হাল হবে সেটা ভেবেই বাবা ভেঙে পড়েছিল। এই মানসিক চাপ মানুষটা নিতে পারেনি। তাই এক ছুটির দুপুরে সিলিং ফ্যানে মায়ের শাড়ি বেঁধে ঝুলে পড়েছিল।

বাবার গল্প সেখানেই শেষ হয়েছিল, কিন্তু আমার গল্প নয়।

স্বপ্নে দেখা স্লো-মোশন সিনেমার মতো আমি সবকিছু দেখতে

BanglaBook.org

পাচ্ছিলাম। তবে ছবির ফ্রেমের কোণা দিয়ে একটা সরু কালচে রক্তের ধারা ধীরে-ধীরে গড়িয়ে নামছিল।

পুরনো স্মৃতি সত্যিই বড় নির্লজ্জ। যখন তখন ল্যাংটা হয়ে চোখের সামনে এসে নাচানাচি করে। যেমন এখন, এই অসময়ে, বিশ বছরের পুরনো কথা মনে পড়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না স্মৃতিকণা নামের বিশ বছরের এই উদোম তরুণী শরীরে মোচড় দিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে নাচতে থাকে। নাচতে-নাচতে ও কমলালেবুর খোসার রস ছুড়ে দেয় আমার চোখে। আমার চোখ জ্বালা করে, বুক জ্বালা করে।

হঠাৎ মায়ের গলা পেলাম, 'কী রে, লিলু, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি!'

আমি চোখ মেলে তাকালাম। এই শীর্ণ জীর্ণ বৃদ্ধা মহিলাকে দেখলে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়। এঁর সহ্যের কোনও সীমা নেই।

একের পর এক মর্মান্তিক ঝড় বয়ে গেছে আমার মায়ের ওপর দিয়ে।

প্রথমে আমার ঘটনা।

তারপর বাবার স্বার্থপরের মতো আত্মহত্যা।

আর, অবশেষে, বুবু আর টুটুর আলাদা হয়ে যাওয়া।

বিয়ের পরই ওরা আলাদা হয়ে গেছে। দিদির সঙ্গে ওদের দূরত্ব আগেই অনেক বেড়ে গিয়েছিল। বিয়ের পর সেই দূরত্বের মাঝে কেউ যেন কংক্রীটের পাঁচিল তুলে দিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত আমি আর মা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে রইলাম। একটা সময়ে প্রচুর টিউশানি করে টাকা রোজগার করতাম তারপর কী করে কী হয়ে গেল, ঝাড়ফুঁক তুকতাকের দু-একটা বই হাতে এসে গেল। আর একইসঙ্গে তন্ত্রমন্ত্রের দিকে ঝোঁক গেল বেড়ে। গোয়াবাগানের এক 'বাবা'র আশ্রমে আমি প্রায়ই যেতাম। ভদ্রলোকের নাম নৃপেন সাধুখাঁ। সংসারী তান্ত্রিক বলে নিজের পরিচয় দিতেন। সেখানে প্রায় বছর পাঁচেক তাঁর সাধন সঙ্গিনী হয়ে ছিলাম। শরীর বা মন নিয়ে শুচিবায়ুর ব্যাপারটা আর ছিল না। তাই বোধহয় 'গুরু'-কে আমি ভালো-

BanglaBook.org

বেসে ফেলেছিলাম।

'তাড়াতাড়ি খেতে দিয়ে দেব?' মা ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করল, 'তোর কি খুব ক্লান্ত লাগছে?'

আমি একটা হাই তুললাম। তাকে রাখা টেবিলঘড়ির দিকে তাকালাম: প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। মাকে বললাম, 'ন'টা বাজলে খেতে দিয়ো। তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ব—।'

এমন সময় ফোন বেজে উঠল। মা ফোন ধরে কথা বলে আমার দিকে রিসিভার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তোর ফোন।'

আমি রিসিভার কানে চেপে ধরে 'হ্যালো' বললাম।

ও-প্রান্তে মিসেস খান্ডেল্‌ওয়াল কথা বললেন। আমার অনেক-দিনের ক্লায়েন্ট। ওঁর বিশ্বাস, আমার মন্ত্রতন্ত্রের জন্যেই উনি মা হতে পেরেছেন

প্রায় বছর ছয়েক হল আমার পসার বেড়েছে। ক্লায়েন্টরাই আমাকে সবকিছু দিয়েছে। এই টেলিফোনও ওদেরই দেওয়া। এসব আমি কখনও ভুলি না।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর যখন শুতে গেলাম, তখন হঠাৎই মনে হল, আর দিন কয়েক পর ১৮ ডিসেম্বর। বিশ বছর আগে ওই দিনটাতেই আমি শুভদীপকে টেলিফোন করতে বেরিয়ে শ্যাম-বাজার কালীবাড়ির দেওয়ালে মাথা খুঁড়েছিলাম—কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে কয়েকটা বইয়ের খোঁজে গিয়েছিলাম। মাঝে-মাঝে নিজের পড়াশোনার কাজে ওখানে যেতে হয় আমাকে। আজ দুটো বই কিনলাম ওদের সেল্‌স কাউন্টার থেকে: 'এ ক্রিটিক্যাল এডিশন অফ শ্রীকালচক্রতন্ত্ররাজ' আর 'তন্ত্রলোক'। তারপর ওদের পুঁথিঘরে পড়াশোনা সেরে বেরিয়ে এসেছি বিকেলের পার্ক স্ট্রিটে।

সূর্য ডুবে গিয়ে এর মধ্যেই ছায়া নেমেছে। শীতের হাওয়া বেরিয়ে পড়েছে সান্ধ্য ভ্রমণে। সামনের খোলা আকাশের দিকে

BanglaBook.org

তাকিয়ে আমার ভীষণ একা-একা লাগছিল। মাঝে-মাঝে এই নিঃসঙ্গতার অসুখ আঁকড়ে ধরে আমাকে। আমার জানা এমন কোনও জড়িবুটি নেই যা এই অসুখ সারাতে পারে।

আমি জানি, আমি স্বাভাবিক নই। আমার বয়েসী যৌবন-যাই-যাই কোনও মহিলা সারাদিন নানারকম স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে। আর আমি! আমার যত ব্যস্ততা আমার পেশাকে ঘিরে। আমার কোনও বন্ধু নেই—ছেলে বন্ধুও না, মেয়ে বন্ধুও না। শুভদীপের ঘটনার পর আমার বিশ্বাসের জায়গাটায় বোধ-হয় কোনও গোলমাল হয়ে গিয়ে থাকবে। তাই অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলেও কাউকে আমি বিশ্বাসের আওতার মধ্যে নিয়ে এসে বন্ধু করতে পারিনি। শুধু আমি আর মা লতানে গাছের মতো পরস্পরকে জড়িয়ে কেমন অদ্ভুতভাবে বেঁচে আছি।

শরীরের তাড়না আমি কখনও-কখনও টের পাই। তখন কামোত্তেজনা দমন যন্ত্র সামনে রেখে নিয়মমতো অভিমন্ত্রিত করে সে-তাড়নার উপশম করি। তবে সবসময় যন্ত্র বা মন্ত্রে কাজ হয় না।

যে-তন্ত্রমন্ত্রের ব্যবসা করে আমি বেঁচে আছি, তাতে কি আমি বিশ্বাস করি?

বহুদিন ধরে ভেবে উত্তর পেয়েছি 'হ্যাঁ'। আমার বিশ্বাসে ইন্ধন জুগিয়েছে আমার অসংখ্য মক্কেল। আর, যে কখনও তোমার ক্ষতি করবে না, তাকে বিশ্বাস করতে ভয় কিসের! তন্ত্রচর্চা কখনও আমাকে নিরাশ করেনি।

ফুটপাথের কোণে দাঁড়িয়ে এসব নানান কথা ভাবছিলাম। অফিস ফেরত লোকজন অনবরত যাতায়াত করছে পাশ দিয়ে। হঠাৎই বিশ বছরের পুরনো একটা ভূত দেখে আমি চমকে উঠলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে কোথা থেকে লাফিয়ে পড়ল স্মৃতিকণা নামের মেয়েটা। আমাকে ঘিরে ফুটপাথের ওপরেই ড্যাং-ড্যাং করে নাচতে শুরু করল। ওর বুক টুরু অশ্লীলভাবে নড়ছে। আর বিলোল কটাক্ষে আমাকে প্রতি মুহূর্তে শেষ করে দিচ্ছে।

ভূতটা আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। খানিকটা অবাক হয়ে

BanglaBook.org

দেখছিল আমাকে।

আমি প্রথমটায় ভেবেছি সন্ধ্যের আলোছায়ায় ভুল দেখছি। কিন্তু না, ভূতটা এখনও মিলিয়ে যায়নি!

আমি অবাক হয়ে গেলাম। সবকিছু সেই একইরকম—চলার ছিরি, মুখের ছাঁদ, চুলের কায়দা, আর সর্বনাশা সেই দুটো চোখ।

স্মৃতিকণা পাগলের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বাতাসে হাত-পা ছুড়ে নাচছিল। আমার মাথার ভেতরে মা অবাক চিৎকারে বলছিল, 'লীলা, এ তুই কী করলি!' আর বাবা কপাল চাপড়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছিল।

ভূতটা আরও কাছে এগিয়ে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল।

এবার আরও ভালো করে দেখলাম।

বয়েস হয়েছে, কপালের দুপাশের চুল ফিকে হয়ে এসেছে, কোমর একটু ভারি। প্যান্ট-শার্ট-সোয়েটারে স্মার্ট সাজার চেষ্টা করেছে বটে, তবে উঁচিয়ে ওঠা ভুঁড়ির জন্যে একটু বোকাসোকা লাগছে।

কিন্তু চোখ দুটো পালটায়নি। সেই গভীর টলটলে চোখ। রোমান্টিক। এখনও—বিশ বছর পরেও। কেন যে এই চোখের গভীরে সেদিন বোকা মেয়ের মতো ঝাঁপ দিয়েছিলাম! কেন যে ওকে অতটা বিশ্বাস করেছিলাম! কিন্তু তখন যে আমাদের বয়েসটাই ছিল না ভেবে কাজ করার বয়েস।

না, ভূতটাকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয়নি।

'আপনাকে যেন চেনা-চেনা লাগছে—' ভূতটার গলার স্বরে এখনও সেই পুরনো ম্যাজিক।

আমি বললাম, 'শুভদীপ? শুভ?'

'লীলা···শ্যামবাজার···লিলু···মানে···' ও হাসল।

আমি উত্তরে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে তুললাম ঠোঁটে।

'ওঃ, সেই টিপিক্যাল হাফ স্মাইল! বাব্বাঃ, কতদিন পর দেখা! পনেরো-ষোলো বছর হবে, কী বলো?'

আমি বললাম, 'পনেরো নয়, কুড়ি···বিশ বছর···।'

বিশ বছর? নাকি বিষ বছর?

BanglaBook.org

শুভদীপের স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করতে হয়। আমার 'টিপিক্যাল হাফ স্মাইল'-এর ব্যাপারটাও ও মনে রেখেছে! কিন্তু বিশ বছরটা ভুলে গেছে অনায়াসে।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলার পর শুভ বলল, 'লিলু, চলো কোথাও গিয়ে একটু বসি—যদি অবশ্য তোমার আপত্তি না থাকে। কত গল্প জমে আছে, জানো?'

আমি অবাক হয়ে শুনলাম আমি বলছি, 'চলো, কোনও আপত্তি নেই।'

রাস্তা দিয়ে কত গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল। শুভকে আমি কেন এক ধাক্কায় কোনও গাড়ির তলায় ফেলে দিচ্ছি না! কেন খতম করে দিচ্ছি না ওর পৌরুষের আস্ফালন?

আমার একা-হয়ে-যাওয়া মন বোধহয় এই মুহূর্তে কারও সঙ্গ চাইছিল। তাই ওর পাশাপাশি হেঁটে চললাম অনায়াসে। বাবার কান্না আর আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না।

ফুটপাথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে শুভ বলল, 'লিলু, সত্যি, ভাবা যায় না! বিশ বছর পর হঠাৎ করে এরকম রাস্তায় দেখা···!'

আমি অল্প হেসে বললাম, 'আমি আর সহজে অবাক হই না, শুভ। ভাবা যায় না এরকম অনেক কিছু আমি এই বিশ বছরে ভাবতে শিখেছি।'

শুভ একটু অবাক চোখে দেখল আমার দিকে। মজা করে বলল, 'আমার লিলু অনেক পালটে গেছে।'

'পালটাবেই তো। আঠেরো বছর আর আটতিরিশ বছরে অনেক তফাত।'

আমরা 'টমি ক্যাট' রেস্তরাঁয় গিয়ে বসলাম।

রেস্তরাঁর ভেতরটা আবছা অন্ধকার। মাঝে-মাঝে লাল-নীল স্পট জ্বলছে। চাপা ঝঙ্কার তুলে হালকা মিউজিক বাজছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোট-ছোট বুকওয়ালা একটা রোগা মেয়ে মিহি গলায় হিন্দি গান গাইছে।

রেস্তরাঁর সাজগোজ মন্দ নয়। পালিশ করা কাঠের দেওয়াল। তার ওপরে পেতলের কারুকাজ। আর দেওয়ালের নানা জায়গায়

BanglaBook.org

রহস্যময় ছমছমে অয়েল পেইন্টিং ঝোলানো। দরজার কাছে রঙিন কাচের চুড়ির শিকল ঝুলিয়ে তৈরি চিক। তার জায়গায়-জায়গায় লাল-নীল হলদে টুনি বাতি।

শুভদীপ মেনু কার্ড আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'পছন্দসই অর্ডার দাও।'

আমি বললাম, 'শুধু একটু স্ন্যাক্স নেব। যেমন, চিকেন, স্যান্ড-উইচ চলতে পারে। তার সঙ্গে কফি।'

শুভ পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাতে-ধরাতে বলল, 'ব্যস, এই! ড্রিংকস নেবে না?'

'না। অভ্যেস নেই—' একটু থেমে তারপর: 'তবে তুমি নিতে পারো। আই ওন্ট মাইন্ড।'

শুভ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আমি একটু হুইস্কি নেব। ফর ওল্ড টাইমস সেক—।'

বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

বিশ বছর আগের মতো সুন্দর করে হেসে শুভ জিগ্যেস করল, 'বলো, কেমন আছ। কী-কী করলে এই কুড়ি বছরে—।'

ওর কথার সহজ সুরে মনে হল, বিশ বছর নয়, ওর সঙ্গে বিশ ঘণ্টা পরে যেন আমার দেখা হল।

টেবিলের একপাশে কাচের গ্লাসে সাজানো পেপার ন্যাপকিনের নকশা দেখতে-দেখতে বললাম, 'তেমন কিছুই করিনি। শুধু বুড়ি হয়েছি। কোনওরকমে দিন চলে যাচ্ছে···।'

'কে বলেছে তুমি বুড়ি হয়েছ!' কথাটা বলে শুভদীপ আমার সাজপোশাক দেখছিল। বারবার তাকাচ্ছিল আমার বুকের দিকে। বয়েস সেখানে ছাপ ফেলতে পারেনি। তা ছাড়া আমি তো জানি, ওর বরাবরই বুকের নেশা—তা সে ছোটই হোক, আর বড়ই হোক।

'বিয়ে তো করোনি দেখছি—।'

ওর সিগারেটের গন্ধ আমার নাকে এসে লাগছিল, আর বাবার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, মানুষটা সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছে আর কপাল চাপড়ে কাঁদছে।

BanglaBook.org

আমি হেসে বললাম, 'শুধু বিয়ে কেন, অনেক কিছুই করা হয়ে ওঠেনি।'

আবার সিগারেটে গভীর টান। তারপর : 'বিয়ে না করার জন্যে নিশ্চয়ই আমার ঘাড়ে দোষ চাপাওনি!'

আমার বমি পাচ্ছিল, গা গুলিয়ে উঠছিল। বললাম, 'ওটা ছাড়া আর কোনও টপিক নেই?'

শুভ হাসল—স্বস্তির হাসি। ও বোধহয় ভেবেছিল, আমি পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে ওর দায়দায়িত্ব নিয়ে চাপান-উতোর শুরু করব। সেই আশঙ্কা কেটে যেতেই ও অনেক সহজ হয়ে গেল।

'এখন কোথায় থাকো? সেই শ্যামবাজারে?'

'হ্যাঁ। একই বাড়িতে। থাকা বলতে আমি আর মা।'

'মেসোমশাই?'

শুভদীপ আমাদের বাড়িতে কখনও যায়নি। শুধু আমার মুখে সকলের গল্প শুনেছিল। ওকে সংক্ষেপে সবার কথা বললাম। তবে বাবা যে আত্মহত্যা করেছে সেটা জানালাম না।

চিকেন স্যান্ডউইচ আর পটাটো চিপ্‌স চলে এল টেবিলে। সঙ্গে টমাটো সস।

শুভ সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে স্যান্ডউইচে সস মাখাতে শুরু করল দু-এক টুকরো চিপ্‌স দাঁতে কেটে স্যান্ড-উইচে কামড় বসাল।

আমারও খিদে পেয়েছিল। তাই লোক-দেখানো লজ্জা না করে খেতে শুরু করলাম।

'তুমি আর মাসিমা বাড়িতে একা থাকো!' শুভ বেশ অবাক হয়ে বলল। কিন্তু ওর চোখে একটা লোভের ছায়া দেখতে পেলাম আমি। মনে হল, কয়েক মিনিট পরেই ও হয়তো আমার বাড়িতে আসার বায়না ধরবে।

আমি ওর কথায় হাসলাম, বললাম, 'দুজন থাকলে আর একা কোথায়!'

'তোমাদের চলে কি করে?'

আমি স্যান্ডউইচ চিবোতে-চিবোতে বললাম, 'স্যান্ডউইচটা

BanglaBook.org

বেশ ভালো করেছে।'

'তোমাদের চলে কী করে?' শুভদীপ নাছোড়বান্দার মতো দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা করল।

আমি হেসে ওর দিকে তাকালাম, বললাম, 'আমি স্যান্ডউইচ মাইনাস স্যান্ড। ওই করেই বেশ চলে যায়!'

শুভ চোখ কপালে তুলে জিগ্যেস করল, 'তার মানে?'

'আমি উইচ। সাদা কথায় যাকে ডাইনি বলে। তুকতাক ঝাড়ফুঁক নিয়ে আছি—।'

আমার কথায় ও এত জোরে হেসে উঠল যে, পাশের টেবিলের লোকজন প্রায় চমকে উঠল। কিন্তু ওর হাসি কিছুতেই আর থামতে চায় না।

হাসতে-হাসতে ওর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। কোনও-রকমে বলল, 'লিলু, দারুণ জোক করেছ। তোমাকে সেলাম।'

আমি কোনও কথা বললাম না। সত্যি কথা বলেছি, বিশ্বাস করা-না-করা ওর ব্যাপার। ওকে বিশ্বাস করিয়েই বা আমার কী লাভ!

'এবার তোমার কথা বলো—।' আমি ঠান্ডা গলায় বললাম।

শুভদীপের সাজপোশাক, হাতের হিরের আংটি ইত্যাদি জানিয়ে দিচ্ছিল ও বেশ আরামেই জীবন কাটাচ্ছে।

আমার তলপেটটা ব্যথা করছিল। চিনচিনে ব্যথা। এ-ব্যথা থেকে নিস্তার নেই। একটা সিনেমার রিল উলটোদিকে ঘোরাচ্ছিল কেউ বিশ বছরের পথ পেরিয়ে গেল বিশ সেকেন্ডে। লীলা, এ তুই কী করলি! এ তুই কী করলি!

স্মৃতিকণা কোথা থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে টেবিলে। তার-পর হাত-পা-বুক দুলিয়ে-দুলিয়ে ওর সে কী নৃত্য! ছাতা-পড়া পুরনো ঘা-টাকে ও যেন খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে দগদগে করে তুলছিল।

আমি পলকের জন্যে চোখ বুজলাম। ওঃ! তোর এই হাহা-কারী নাচ আর কত দেখব!

শুভদীপ ওর ব্যবসার কথা বলছিল। বাবার ব্যবসাকে কী-ভাবে কৃতিত্বের সঙ্গে ও ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলেছে গর্ব করে সে-কথাই

BanglaBook.org

শোনাচ্ছিল ও। ওরা এখন প্রায় সাতাশ রকম কনজিউমার প্রোডাক্ট তৈরি করে। বরানগরে ওদের বিশাল ফ্যাক্টরি। বাবা মারা গেছেন চার বছর। এখন ও আর ওর ছোট ভাই সবকিছুর মালিক। মায়ের অংশটা ওরা দুজনেই দেখাশোনা করে। ওরা এখনও সেই যোধপুর পার্কের বাড়িতেই আছে নতুন একটা বাড়ি তৈরি করেছে সল্ট লেকে। সেটা লিজ দেওয়া আছে।

বোঝা গেল। আমার সামনে বসে স্যান্ডউইচ খাচ্ছে একজন সফল লম্পট।

আমি নির্লিপ্ত মুখে শুভর কথা শুনছিলাম। ও আমার কাছে ঝুঁকে এসে চাপা গলায় বলল, 'লিলু, আমাদের প্রোডাক্টের লিস্টে অ্যাডাল্ট আইটেমও আছে।'

আমার কোনও প্রতিক্রিয়া হল না দেখে ও উদাস গলায় বলল, 'আমাদের প্ল্যান্টে একটা অটোমেটিক পোরশন গণ্ডগোল করছে তাই কন্‌সালট্যান্ট ফার্মকে খবর দিতে এদিকে এসেছিলাম ভালোই হল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

কথা শেষ করে শুভ একটা ভিজিটিং কার্ড বের করল পকেট থেকে। সেটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'রেখে দাও—।'

চোখ বুলিয়ে দেখলাম, তাতে অফিস আর বাড়ি—দুটো ঠিকানাই আছে।

একবার মনে হল কার্ডটা ওর মুখে ছুড়ে মারি। কিন্তু ল্যাংটো মেয়েটা টেবিলের ওপরে নাচতে-নাচতেই যেন চোখ টিপল আমাকে। ইশারা করল। কার্ডটা আমি হাতব্যাগে ঢুকিয়ে নিলাম।

হঠাৎই শুভদীপ জিগ্যেস করল, 'এরপর তুমি কোথায় যাবে?'

বেয়ারা কফি দিয়ে গিয়েছিল। তাতে চুমুক দিয়ে বললাম, 'কোথায় আবার, বাড়ি! মা একা আছে।'

শুভ ওর হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিল। চুমুক দেওয়ার ভঙ্গিতেই বোঝা গেল দু-এক পেগ ওর কাছে নেহাতই ট্রায়াল বল।

'লিলু, একটা কথা বলব?' শুভ সতর্ক চোখে আমাকে জরিপ করতে-করতে বলল, 'আমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে যাবে? আমি

BanglaBook.org

ভীষণ লোনলি··· ।'

আমি কফিতে আরামের চুমুক দিয়ে বললাম, 'তাড়া কিসের! বিশ বছর পর আমাদের দেখা হল কি আবার বিশ বছরের ছাড়াছাড়ির জন্যে!'

'লিলু, য়ু আর গ্রেট!' শুভদীপ আবেগে যেন পা পিছলে পড়ল। ও বোধহয় আমার শরীরের তাপ-উত্তাপ টের পাচ্ছিল। হয়তো সেই তরঙ্গের কম্পাঙ্ক থেকে বিশ বছর আগে ডায়মন্ড হারবারের ব্যাপারটা জীবন্ত করে তুলতে চাইছিল মনে-মনে।

'তোমাকে দেখে মনেই হয় না তোমার বয়েস তিরিশ পেরিয়েছে।' শুভদীপ বোধহয় প্রশংসার মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

'তোমাকে দেখেও ঠিক একইরকম মনে হয় মনে হয় সেই বিশ বছর আগের শুভ।' ছেনালি করে ওর ছেনালি শোধ দিলাম। কিন্তু শুভ বোধহয় ব্যাপারটা ঠিক বুঝল না। কারণ মাথা ঝুঁকিয়ে ও ব্লাশ করল।

'লিলু, কবে আবার দেখা হবে?'

আমি ওকে আমার ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিলাম। বললাম, 'কাল সন্ধে সাতটায় আমার বাড়ি এসো। আমি তোমার জন্যে ওয়েট করব—।'

শুভদীপ আমার হাত চেপে ধরল। গাঢ় গলায় বলল, 'তোমার কাছে আমি অপরাধী হয়ে আছি। তুমি কখনও আমাকে ক্ষমা করবে ভাবিনি।'

হঠাৎ দেখি নাচুনী মেয়েটা আমাদের টেবিলের ওপর থেকে কোথায় মিলিয়ে গেছে। আর তখনই খেয়াল করলাম, রোগা ছোট-ছোট বুক মেয়েটা তখনও গান গাইছে: 'মায় দিয়া যায়, কে কে ছোড় দিয়া যায়। বোল তেরে সাথ কেয়া সলুক কিয়া যায়···।'

সত্যি, নিয়তির জবাব নেই! নইলে শুভদীপের সঙ্গে এতদিন পর এই অলৌকিক সাক্ষাৎ! এখন বুঝতে পারছি, রক্তের ঋণ সহজে শোধ হয় না। রক্তের ফোঁটা সহজে ধুয়ে যায় না।

কফি শেষ করে আমি উঠে দাঁড়ালাম: 'কাল সাতটায় এসো

BanglaBook.org

কিন্তু।'

শুভও উঠে দাঁড়াল ঃ 'ছ'টা বেজে ষাট মিনিটে আমি পেঁাছে যাব।'

বাড়ি ফেরার পথে অবাক হয়ে ভাবছিলাম, শুভদীপ কী চমৎকারভাবেই না দুটো প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে। এক ঃ ওর বিয়ের প্রসঙ্গ। দুই ঃ বিশ বছর আগে ওর-আমার সন্তানের শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল তা ও জানতে চায়নি।

অনেক ভেবে দেখলাম, শুভদীপকে নিঃশর্ত ক্ষমা করে দেওয়াটা আমার অপদেবতাদের অভিপ্রায় নয়।

তা হলে কি আঠেরো বছরের একটা মেয়ের সঙ্গে অন্যায়ের জন্যে আটতিরিশ বছরের এক মহিলা প্রতিশোধ নেবে?

কাঁটায়-কাঁটায় সাতটার সময় শুভদীপ এল আমার বাড়িতে। পাজামা-পাঞ্জাবি-শাল পরে ও একেবারে ফুলবাবুটি সেজে এসেছে।

ও যখন আমাকে পাশ কাটিয়ে বাড়িতে ঢুকল তখন ওর গা থেকে পারফিউমের গন্ধ পেলাম।

আমার হাসি পেয়ে গেল। লড়াইয়ের জন্যে ও দেখছি পুরো-পুরি তৈরি হয়ে এসেছে!

মাকে বলে রেখেছিলাম, সাতটার সময় আমার কাছে একজন দামী মক্কেল আসবে। আর কাজের বাচ্চা মেয়েটাকে দোকানে পাঠিয়ে মিষ্টি আনিয়ে রেখেছি। মা শুভদীপের সামনে সেগুলোই সাজিয়ে দিয়ে গেল। ও 'এ কী, এতসবের কী দরকার ছিল' বলে একটু সৌজন্য দেখাল।

খেতে-খেতেই শুভ ঘরটা খুঁটিয়ে দেখছিল। আর আমি তল-পেটের সেই চিনচিনে ব্যথাটা টের পাচ্ছিলাম।

ও মা-কালীর ফটো দেখল, বাবার ফটো দেখল, কিন্তু কোনও কথা বলল না।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমিই প্রসঙ্গ তুললাম।

BanglaBook.org

'তোমার জীবনটা ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে।' টেবিলে নখের আঁচড় টানতে-টানতে বললাম। তারপর মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে ঃ 'বিয়ে করেছ?'

ও অস্বস্তি পেয়ে নড়েচড়ে বসল। ওর খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। কোনও কথা বলার আগে ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে নিল।

'আমার জীবনটা কোনও জীবন নয়, লিলু। শুধু অফিস-ফ্যাক্টরি-বাড়ি, অফিস-ফ্যাক্টরি-বাড়ি, এই করে দিন কাটছে।' একটু থেমে ও বলল, 'তবে কাল থেকে জীবনটা অন্যরকম লাগছে। আবার বাঁচতে ইচ্ছে করছে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঃ 'সত্যি, মানুষ ভাবে এক, আর ভগবান করে এক।'

বুঝতে পারলাম, বিশ বছরে শুভদীপ আরও চালাক হয়েছে আরও সুন্দর করে মন-রাখা কথা বলতে শিখেছে। ওর ডায়ালগ শুনে আমার হাততালি দিতে ইচ্ছে করছিল। কী সুন্দরভাবেই না ও আমার প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে গেল!

মা এসে চা দিয়ে গেল। খালি প্লেট-গ্লাসগুলো তুলে নিয়ে গেল যাওয়ার সময়।

আমি নির্লিপ্ত গলায় একই প্রশ্ন করলাম আবার, 'বিয়ে করেছ?' আজকের লিলু বিশ বছর আগেকার খুকি লীলারানি নয়

তা সত্ত্বেও ও চুপ করে আছে দেখে ভর্ৎসনা করে বললাম, 'ওঃ, কাম অন, শুভ! ছেলেমানুষী কোরো না। আমি না করলে কী হবে, সবাই বিয়ে করে।'

একটা সিগারেট ধরাল শুভদীপ। চায়ের কাপে কয়েকবার চুমুক দিল। তারপর উদাস চোখে মা-কাকীমার ফটোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুস্মিতার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে বারো বছর। এই জানুয়ারিতে টুয়েল্‌ফ্‌থ অ্যানিভার্সারি। আমার কাছে ব্যাপারটা মৃত্যুবার্ষিকীর মতো।'

আমার হাসি পেয়ে গেল। বেচারা শুভদীপ আজ কত আশা নিয়েই না আমার বাড়িতে এসেছিল! বিশ বছর আগে পড়া আমার শরীরের ভূগোল বই ওর আজও মুখস্থ আছে কি না সেটা

BanglaBook.org

যাচাই করতে এসেছিল। অথচ কথাবার্তা কী অদ্ভুতভাবে ওর অপছন্দের পথে এগোচ্ছে।

আমি শুভর অভিনয়ে সায় দিয়ে সহানুভূতির অভিনয় করে বললাম, 'কেন, সুস্মিতা কি তোমার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে চলে না?'

'ও আমাকে একটুও বোঝার চেষ্টা করে না। জানি, তুমি হয়ত ভাবছ এসব বলে তোমার সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু…' হঠাৎই সিগারেট ফেলে দিয়ে আমার হাত চেপে ধরল শুভদীপ: 'বিশ্বাস করো, লিলু, আমি ভীষণ একা—।'

শুভ আমার হাত কচলাতে লাগল।

আমার বিরক্ত লাগছিল, কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নিলাম না। ওকে আমি একটু-আধটু আশকারা দিতে চাই। আমার পরিকল্পনার পক্ষে সেটা খুব জরুরি।

আমার হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু অনেক কষ্টে হাসি চাপলাম। শুভর অভিনয়ে বুদ্ধির ছাপ আছে। তবে ওকে আমার খারাপ লাগছিল না। বোকা ভগবানের চেয়ে বুদ্ধিমান শয়তান অনেক ভালো।

ওর হাত ক্রমশ গরম হয়ে উঠছিল। ও আতুর চোখে আমাকে দেখছিল।

দেখার যথেষ্ট কারণ আছে। আজ আমি আমার আলমারির সবচেয়ে ফিনফিনে এবং দামি শাড়িটা পরেছি। আর আকাশী শাড়ির নীচে লো-কাট গাঢ় নীল রঙের ব্লাউজ। বাইরে শীত থাকলেও ঘরের ভেতরে সেরকম ঠাণ্ডা নেই। সুতরাং আমার শরীরের যতটুকু যেভাবে দেখা যায় সেভাবেই দেখছিল শুভদীপ

আমি আচমকা জিগ্যেস করলাম, 'তোমার ছেলেমেয়ে ক'টা?'

শুভ আমার হাতটা চট করে ছেড়ে দিল। আমাকে একপলক অদ্ভুত চোখে দেখে মাথা নাড়ল: 'নেই।'

'তোমার বিয়ে তা হলে সুখের হয়নি?'

'এর পরেও ঠাট্টা করছ, লিলু!'

'সুস্মিতাকে ডিভোর্সের কথা ভেবেছ?'

BanglaBook.org

'ভেবেছি, কিন্তু কোনও উপায় নেই। বাঁধা পড়ে গেছি। ওর বাবা আমাদের বিজনেসে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা ঢেলেছে—।'

তাই বলি! আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা না পড়লে শুভকে কে আটকাতে পারে!

'লিলু, তুমি সাহস দিলে আমি একবার চেষ্টা করতে পারি। তা হলে পুরনো ভুলটা শোধরানো যায়। বিশ্বাস করো, টাকা-পয়সার দিকে আমার আর কোনও টান নেই।'

কিন্তু মেয়েছেলের দিকে আছে। বুঝতে পারছিলাম, শুভর কথাগুলো আগাগোড়া মিথ্যে, পুরোটাই অভিনয়—কিন্তু তা সত্ত্বেও শুনতে খারাপ লাগছিল না।

তুমি সাহস দিলে আমি একবার চেষ্টা করতে পারি। চমৎকার!

আমার গুরু নৃপেন সাধুখাঁ যখন আমাকে কামনা করেছেন তখন স্পষ্ট বলেছেন, 'লীলা, আমাদের মিলন প্রয়োজন।'

আমরা দুজনে মাঝরাতে মিলিত হওয়ার পর উত্তরে মুখ করে বসে কর্ণপিশাচিনী গুহ্যমন্ত্র সাধনা করেছি। ফলে মিলনটাকেও আমার খুব স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত বলে মনে হয়েছে। সেই গুরুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমি বট-যক্ষিণী চেটক, রতিরাজ চেটক, ষটকোণ বিশাংক যন্ত্র প্রয়োগ, বাতালী মন্ত্র ইত্যাদি চর্চা করেছি। একসময় মানুষটাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। তিনিই ছিলেন আমার দেখা একমাত্র পুরুষ, যার মধ্যে পুরুষকার রয়েছে।

কিন্তু প্রায় পাঁচ বছর সম্পর্কের পর তিনি একবস্ত্রে হিমালয়ের দিকে রওনা হয়ে যান। মনে পড়ে, সেদিন আমি হারানো ভালো-বাসার জন্যে কেঁদেছিলাম।

খেয়াল করিনি শুভ কখন যেন আমার উরুতে হাত রেখেছে শুনতে পেলাম ও বলছে, 'লিলু, আমি বিয়ে করেছি শুনে তোমার খারাপ লাগছে?'

আমি বাবার ফটোর দিকে চোখ রেখে বললাম, 'না, তা নয়।'

তারপর উঠে গিয়ে বাড়ির ভেতরে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিলাম। মা জানে, তন্ত্র চর্চার জন্যে নির্জনতা দরকার। এখন ঘরে আমি আর শুভদীপ—ঘরের দুটো দরজাই

BanglaBook.org

নিশ্চিন্তে বন্ধ।

শুভ চট করে উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের শালটা খুলে রেখে দিল চেয়ারে। তারপর দু-পা ফেলে আমার কাছে এগিয়ে এসে আমাকে একেবারে জাপটে ধরল।

আমি শান্ত গলায় বললাম, 'এখন না—পরে। কয়েকটা দরকারি কথা তোমার শোনা দরকার।'

শুভ আমার চোখে কী দেখল কে জানে। আমাকে ছেড়ে দিয়ে ও শালটা গায়ে জড়িয়ে নিল আবার। ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল, 'শুধু-শুধু তা হলে দরজা দিতে গেলে কেন?'

আমি চেয়ারে বসে পড়লাম। বললাম, 'শরীরের লজ্জা আড়াল করতে দরজা দিইনি। দিয়েছি মনের লজ্জা আড়াল করতে বোসো—।'

ও বসে পড়ল।

দাঁতে-দাঁত চেপে আমি ঠিক করলাম, এইবার ওকে বলা দরকার সত্যি কথার প্রয়োজন কখনও ফুরিয়ে যায় না।

'শুভ, কুড়ি বছর মানে কত দিন জানো? সাত হাজার তিনশো দিন।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'আজ আমার সর্বনাশের প্রায় বিংশতিতম বার্ষিকী···

'লিলু, প্লিজ, আমাকে আর অপমান কোরো না। জানি, আমার অন্যায়ের কোনও ক্ষমা নেই···আমি···।'

'কথা না বলে চুপ করে শোনো।'

শুভদীপের মুখে একটা ভয়ের ছায়া পড়ল। ওর পারফিউমের গন্ধ মিশে যাচ্ছিল মলিন ঘরের প্রাচীন গন্ধের সঙ্গে। কেমন এক অদ্ভুত বাতাবরণ কখন যেন তৈরি হয়ে গেছে এই শীতের সন্ধ্যায়।

শুভ ঠিক বুঝতে পারছিল না কী করবে, কোনদিকে তাকাবে, হাত দুটো কোথায় রাখবে।

আমি স্বগতোক্তির মতো বলতে শুরু করলাম, 'সর্বনাশ বলতে তোমার হাতে আমার মেয়েলি ব্যাপার খোওয়া যাওয়া নয়। এমন

BanglaBook.org

কি তুমি আমাকে বিয়ে না করে সরে পড়েছ, তাও নয়। ব্যাপারটা অন্য। বিশ বছর আগে আমার বয়েস ছিল সতেরো কি আঠেরো —কিশোরী আর যুবতীর মাঝামাঝি বয়েস একটা। বাড়িতে ঝগড়া করে আজকের মতোই শীতের এক সন্ধ্যায় শ্যামবাজারের টেলিগ্রাফ অফিস থেকে তোমার বাড়িতে আমি ফোন করেছিলাম। তুমি নানান পাশ কাটানো কথা বলেছিলে আমায়। বলেছিলে, আপসেট হওয়ার কিছু নেই। তারপর তোমার কোনও ক্লাসমেটের সঙ্গে কথা বলার ভান করেছিলে। তুমি যদি··· ।'

শুভদীপের চোয়াল কিছুটা ঝুলে পড়েছিল ও বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল। আমি হাত তুলে ওকে বাধা দিলাম ঃ 'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। নানান দুশ্চিন্তা মাথায় করে সেদিন আমি বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। তুমি জানো না, কীভাবে আমার এক-একটা দিন, এক-একটা রাত কেটেছিল বেশ কয়েকদিন সন্ধে-বেলা আমি কফি হাউসে গিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছি। তুমি আসোনি। শুভ, আমি কিন্তু তোমার বাড়িতে যেতে পারতাম। পারতাম য়ুনিভার্সিটিতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে। হয়তো হইচই হত, অনেক ঝামেলা হত—শেষ পর্যন্ত সমাধানও হয়তো একটা হত। কিন্তু আমার আত্মসম্মানে বেধেছিল। ফাঁপা আত্মমর্যাদা নিয়ে আমি শুধু অপেক্ষাই করে গেলাম মূর্খের মতো।'

শুভ তখনও মুখ সামান্য হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আর আমি একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে কথা বলে যাচ্ছিলাম।

'তুমি তো জানো, অ্যাবরশান তখন বেআইনি ছিল। ফলে অনভিজ্ঞ অপদার্থ একটা মেয়ে অসহায়ভাবে শূন্যে হাতড়াতে লাগল। লুকিয়ে-চুরিয়ে যে কিছু করব, তাও পেরে উঠলাম না। ভাবতে পারো, তখন আমি কী পাগলামিটাই না করেছি! যা দিয়ে পেরেছি চেষ্টা করেছি, নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেছি। পেন, পেনসিল, স্কেল, অ্যালুমিনিয়ামের হ্যাণ্ডার—ওঃ!'

স্মৃতিকণা নামের নির্লজ্জ মেয়েটা কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে টেবিলের ওপরে। ওর বিশ বছরের যৌবন উথালপাথাল হয়ে

BanglaBook.org

মাতালের মতো ধেইধেই করে নাচছে।

'লিলু, প্লিজ, আমি আর শুনতে পারছি না—' শুভদীপ ভাঙা গলায় অনুনয় করে বলল। গলা দিয়ে উঠে আসা কাশির দমক কোনওরকমে সামলে নিল।

আমি কিন্তু থামলাম না। একে-একে সব ওকে বললাম। মায়ের কথা, বাবার কথা। বাবা যে পাশের ঘরের সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলেন সে-কথাও বললাম।

'...বাবা মারা যাওয়ার পর আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম ঠিক করলাম, বাচ্চাটাকে নষ্ট করব না। মায়ের সঙ্গে তুলকালাম ঝগড়াঝাঁটি করে চলে গেলাম বর্ধমানের এক দূর সম্পর্কের পিসির বাড়িতে। দোকান থেকে সিঁদুর কিনে মাথায় লাগিয়ে মিথ্যে একটা বিয়ের গল্প ফেঁদে সেখানে থেকে গেলাম। সত্যি কথা বলতে কি, পিসির বাড়িতে আমি রাতদিনের ঝিয়ের কাজ করতাম। পিসির বড় ছেলে আমাকে নষ্ট চোখে দেখত। কী অপমানে, কী হেনস্থার মধ্যে যে ক'টা মাস সেখানে কাটিয়েছি তা শুধু আমিই জানি। বিশ বছরে সেই দিনগুলোর কথা আমি একটুও ভুলিনি। একটুও না। অথচ শেষ পর্যন্ত কী হলো জানো?'

শুভ কেউটে সাপের মুখে বশ হওয়া কোলা ব্যাঙের মতো নিষ্পলকে আমার দিকে তাকিয়ে। ওর ঠোঁট সামান্য কাঁপছে। আমার গল্প শুনতে-শুনতে আমার ভেতরের গল্পটাও পড়ে ফেলতে চাইছে যেন।

আমার চোখ জ্বালা করছিল। গলায় কী একটা যেন আটকে গেছে। অনেক চেষ্টা করে আবার কথা বললাম আমি, 'বাচ্চাটা মরে জন্মাল। জন্মের পর মৃত্যু নয়—মৃত্যুর পর জন্ম। আমার ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। মরতে-মরতে বেঁচে গিয়েছিলাম আমি। আর সেই সঙ্গে মা হওয়ার সাধে চিরদিনের মতো ইতি পড়ল, নটে গাছটি মুড়োল।'

শুভদীপ দু-হাতে মুখ ঢাকল। একটা যন্ত্রণার শব্দ বেরিয়ে এল ওর ঠোঁট চিরে। তারপর কোনওরকমে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করো, লিলু। এতসব আমি জানতাম না...আমি...।'

BanglaBook.org

'সত্যিই তো, জানবে কী করে! তুমি তো "আপসেট হওয়ার কিছু নেই" বলেই পালিয়েছিলে—।'

শুভ এবার কাঁদতে লাগল। ওর পাঞ্জাবি পরা পিঠটা ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল। তারই মধ্যে ও জড়িয়ে-জড়িয়ে বলল, 'আমাকে শাস্তি দাও। আমার বাবা কী ভয়ংকর মানুষ ছিলেন তুমি জানো না। তা ছাড়া আমি তখনও পড়াশোনা নিয়ে···।'

ওর কান্নায় আমার মন নরম হতে দিলাম না। বিশ বছরে আমি অনেক কেঁদেছি। কেউ সে-কান্না শুনতে পায়নি।

'শুভ, সেই টেলিফোন-করা রাতের ব্যাপারটা নিয়ে পরে আমি অনেক ভেবেছি। সেদিন তোমার কাছ থেকে আমি বোধহয় শুধু ভরসা চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও। পরে কী হত সেটা পরে ভাবা যেত।'

আমার তলপেটে কেউ যেন বরফের ছুরি চালাল। গোপন যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে গেল আমার।

'লিলু, আমি সেদিন ভুল করেছিলাম। সেদিন আমার খুব অন্যায় হয়েছিল। তুমি আমাকে শোধরানোর সুযোগ দাও··· একটিবার···।'

আমি হাসলাম। আমার অভিযোগের উত্তরে শুভদীপ প্রতিবাদ করার কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। আর শোধরানো! তার মানে বিয়ে? শুভদীপকে? কক্ষনো না। সুস্মিতার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। না, একটি বিশেষ অঙ্গ যে-জাতের একমাত্র মূল-ধন, সে-জাতের কোনও প্রাণীকে বিয়ে করার সাধ আমার নেই। তবে শরীরের চাহিদার ব্যাপারটা আলাদা।

অনেকক্ষণ আমরা চুপচাপ বসে রইলাম। শুভদীপ রুমাল বের করে চোখ, গাল, কপাল মুছছিল বারবার। আর আমার চোখ জ্বালা করছিল, তলপেট জ্বালা করছিল। স্মৃতিকণাকে আর টেবিলের ওপরে দেখতে পেলাম না।

আমি মনে-মনে ভাবছিলাম, আমার মতো বিপন্ন অবস্থায় শুভ যদি কোনওদিন আমাকে ফোন করত! আমি ওর মতোই এড়িয়ে যাওয়া কথাবার্তা বলতাম, তারপর ওকে 'বর্ধমানের পিসির'

BanglaBook.org

ভরসায় ছেড়ে দিতাম।

হঠাৎই খেয়াল করে দেখি শুভ কখন যেন আমার কাছে সরে এসে গায়ে-টায়ে হাত দিচ্ছে। বুঝতে পারছিলাম, অপরাধবোধের খোলস ছেড়ে ধূর্ত নারীখাদকটা আবার বেরিয়ে এসেছে বাইরে। শীতের রাত, ঘরের দুটো দরজাই বন্ধ—এ-সুযোগ ছাড়ার কোনও মানে হয় না।

আমি মনে-মনে হাসলাম। 'বর্ধমানের পিসির' চেয়েও বড় শাস্তি ওকে আমি দিতে চাই। কিন্তু ওর তো সংসার আছে! একটা বউ আছে। নিশ্চয়ই আমার চেয়ে কমবয়েসী কোনও ফুট-ফুটে মেয়ে।

শুভ তখন আমার গা ঘেঁষে বসে পড়েছে। ওর অভিসারী হাতের গন্তব্যের কোনও বাছবিচার আর নেই। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ও বিড়বিড় করে বলছিল, 'সুস্মিতাকে আমি ছেড়ে দেব। নকল বিয়েতে আমার আর কোনও সাধ নেই। আমার লিলুকে আমি খুঁজে পেয়ে গেছি। তুমি আমার প্রথম ভালোবাসা, তুমিই আমার শেষ ভালোবাসা। লিলু··· লিলু···'

লিলু, এ তুই কী করলি! লিলু, এ তুই কী করলি!

শুভদীপকে আমি আরও স্পষ্ট করে চিনতে পারছিলাম। বিশ বছরে ও বিশেষ শোধরায়নি।

ও আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল জোর করে। আমাকে জাপটে ধরে ওর একমাত্র মূলধন ঘষতে লাগল আমার শরীরে। আমার মুখে, গালে, ঠোঁটে, যেখানে সেখানে চুমু খেতে লাগল পাগলের মতো। আমার ডায়মন্ড হারবারের দিনটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে অসহায় মেয়েটার টেলিফোনের কথাও।

যখন ও প্রায় চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গেছে, তখন ওকে থামালাম। ও স্টিম ইঞ্জিনের মতো ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস নিতে লাগল।

আমি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'আজ নয়—পরে। ফোনে বলে দেব।'

শুভদীপ আকাঙ্খা থেকে বঞ্চিত মানুষের চোখে আমাকে

BanglaBook.org

দেখল। জিগ্যেস করল, 'কেন ?'

আমি বললাম, 'এটা আমার ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কথা বলার ঘর। এটা তুকতাক-মারণ-উচাটন-বশীকরণের ঘর। এ-ঘরে আর সব-কিছু আছে—শুধু ভালোবাসা নেই। আজ তুমি যাও—।'

শুভ যথেষ্ট আহত হল। কিন্তু নিহত হলেও আমার কিছু করার ছিল না। নিজেকে তৈরি না করে ওর সঙ্গে কিছু করতে চাই না আমি

'লিলু, কাল আসব ?' ও আকুল গলায় জানতে চাইল।

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'না, কাল নয়, পরশু। সময়টা পরে আমি বলে দেব।'

'কাল নয় কেন ?' বাচ্চাদের মতো বায়না করল শুভ। ওর শ্বাস-প্রশ্বাস আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

ওর প্রশ্নের উত্তরে হাসলাম আমি। বললাম, 'অপেক্ষার আনন্দ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করতে চাই না বলে—।'

বিশ বছর ধরে আমিও হয়তো অপেক্ষা করেছি অপেক্ষার আনন্দ থেকে আমিও বঞ্চিত হতে চাই না।

অপ্রসন্ন মন নিয়ে শুভদীপ চলে গেল। আমি ওকে 'টা-টা' করে বিদায় জানালাম।

শুভদীপ চলে যাওয়ার পর অনেক রাত পর্যন্ত নানান বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। দেওয়ালের একেবারে নীচের তাক থেকে একটা প্রাচীন পুঁথির কপি বের করলাম। নেপালের দরবার পাঠাগারের একটি দুষ্প্রাপ্য অমূল্য পুঁথি 'গুহ্যসূত্র'—এটা তারই কপি। সেটার পাতা উলটে অনেকক্ষণ পড়াশোনা করলাম, কাগজে নোট নিলাম। তারপর বের করে নিলাম আরও দুটি বই ঃ 'গর্ভপ্রবেশ' ও 'সৃষ্টিশাস্ত্র'। সেগুলোর কয়েকটা বিশেষ পৃষ্ঠা খুঁটিয়ে পড়ার পর পেয়ে গেলাম আমার আকাঙ্খিত সমাধান ঃ বন্ধ্যা নারীর নিশ্চিত গর্ভসঞ্চারের হদিস। একবার এক মক্কেলের জন্যে এই টোটকা কাজে লাগিয়েছিলাম। তাতে ফলও পাওয়া গিয়েছিল।

BanglaBook.org

এবারে আমার নিজের পালা।

একটা সাদা কাগজে যাবতীয় তথ্য-আচার লিখে নিতে লাগলাম :

মন্ত্র : 'ওঁ হং গং নং ষং ফং সং খং মহাকাল ভৈরবায় নমঃ'

দু-চামচ মধু, এক চামচ পোস্ত, পোয়াটাক দুধ, তিল পরিমাণ আফিম ও ধুতুরার দুটি বিচি গুঁড়ো করে ভালো করে মিশিয়ে একটি শুচি কাচপাত্রে রাখবে। দ্রব্যটিকে শুষ্ক করে একটি কাকের পালক ও একটি প্যাঁচার পালক দিয়ে তিনবার করে স্পর্শ করবে। তারপর দ্রব্যটিকে উপরোক্ত মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করবে। অভিমন্ত্রিত করার সময় নীচের যন্ত্রটি অষ্টগন্ধের সাহায্যে ভুর্জপত্রে অঙ্কন করে চোখ বুজে বাঁ হাতের অনামিকা দ্বারা স্পর্শ করে রাখতে হবে। এই আচারের পর গর্ভকামী যুবতী দ্রব্যটি সেবন করবে এবং বীর্যবান পুরুষের সঙ্গে পূর্ণমিলনে লিপ্ত হবে। মিলনকালে মন্ত্রটি নিবিষ্টমনে জপ করবে। এই প্রকারে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

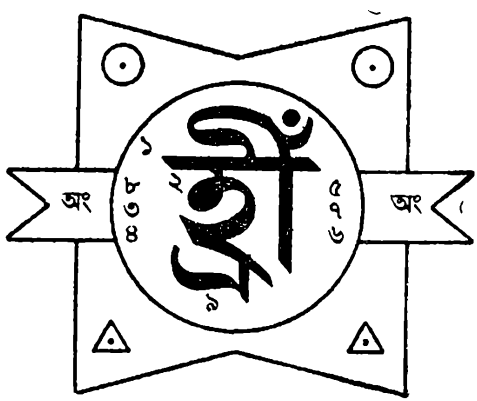

গর্ভসঞ্চার যন্ত্র

BanglaBook.org

বইগুলোতে এর পরেও লেখা ছিল পুত্র সন্তান লাভের জন্য কী কী নিয়ম মানতে হবে, আর কন্যা সন্তানের জন্যেই বা কী নিয়ম। সেসব আমার কোনও দরকার নেই। কারণ, আমি চাই কিছু একটা হোক— তা সে ছেলে, মেয়ে বা হিজড়ে যা-ই হোক, আমার কাজ চলে যাবে।

শুভদীপ এরপর যেদিন আসবে, সেদিন আমাকে তৈরি থাকতে হবে আগে থেকেই। মাকে আর কাজের মেয়েটাকে দেশবন্ধু পার্কে ভাগবত পাঠ শুনতে পাঠিয়ে দেব, যাতে বাড়ি খালি থাকে। তারপর আমি, শুভ, আর অশুভ—শুধু এই তিন শক্তির খেলা।

পরদিন সকালে শুভদীপ ফোন করল।

'লিলু, কেমন আছ?'

'ভালো। তুমি?'

'তোমার ডাকের জন্যে অপেক্ষা করছি—।'

'আমিও বিশ বছর ধরে অপেক্ষা করেছি।' হেসে ওকে বললাম।

'আমিও। ডায়মন্ড হারবারের সেই দিনটার অ্যাকশন রিপ্লের জন্যে হন্যে হয়ে ওয়েট করছি।' অন্যরকম ইঙ্গিত দিয়ে হাসল শুভ।

আমি হেসে বললাম, 'অপেক্ষার আনন্দ টের পাচ্ছ?'

'আনন্দ নয়, লিলু, যন্ত্রণা। আজ রাতে তোমার বাড়ি যাচ্ছি।' জেদী গলায় বলল ও।

'না, আজ নয়।' ওর আশায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলাম আমি: 'পরে বলব।'

এই কথা বলে টেলিফোন রেখে দিলাম।

সারা দিনে আমাকে মোট তিনবার ফোন করল ও। কথা-বার্তায় বুঝতে পারছিলাম, ওর মাথা আর কাজ করছে না, শুধু শরীর কাজ করতে চাইছে।

আমি হাসলাম মনে-মনে। আপনমনেই বললাম, 'ধৈর্য ধরো, বৎস, ধৈর্য ধরো।

BanglaBook.org

তার পরদিনও শুভদীপের ফোন এল। ফোন করেই ওর প্রথম প্রশ্ন, 'কবে, লিলু ?'

আমি হেসে বললাম, 'আজ রাতে।'

ও আনন্দে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল। গদগদ গলায় বলল, 'সোনামণি, আজ রাতে আর ছলনা কোরো না।'

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'তুমি ঠিক রাত আটটায় এসো।' হেসে আরও বললাম, 'বাড়ি ফিরতে তোমার রাত হতে পারে—।'

ও উৎসাহী গলায় বলল, 'নো প্রবলেম। আমার সঙ্গে গাড়ি থাকবে।'

সেদিন সন্ধে থেকেই তৈরি হওয়ার কাজ শুরু করলাম। বেশ টের পাচ্ছিলাম, ভেতরে-ভেতরে একটা উত্তেজনা ধীরে-ধীরে জানান দিচ্ছে।

ঠিক আটটার সময় কলিং বেল বেজে উঠল।

সদর দরজা খুলতেই শুভদীপকে দেখতে পেলাম। আজও যথারীতি পাজামা, পাঞ্জাবি আর শাল। নাকে এল পারফিউম আর হুইস্কির গন্ধ।

'লিলু, তোমার টানের কাছে তড়িৎ-চুম্বকও হার মেনে যাবে।' মজা করে বলল শুভদীপ।

বুঝতে পারছি, ওর দণ্ড চুম্বকের অবস্থা খুব খারাপ। তাই বললাম, 'এসো, ভেতরে এসো—।'

'ভেতরে ঢোকার জন্যে আমি ছটফট করছি—' চোখ মটকে বলল ও। তারপর ঃ 'আমার কথাটার কিন্তু ডাবল মিনিং…।'

আমি হাসলাম ওর জন্যে যে কী অপেক্ষা করে আছে তা যদি ও জানত! জানলে নির্ঘাৎ ও দৌড়ে পালাত এ-বাড়ির দরজা থেকে।

বাইরে ফুটপাথের লাইটপোস্টের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা একটা কালো কুকুর আকাশের দিকে মুখ তুলে মিহি সুরে কেঁদে উঠল। বোধহয় বেচারার শীত করছে।

আমি আবার ওকে ডাকলাম, 'এসো—।'

আমাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় শুভর বাঁ হাত

BanglaBook.org

যেন অসাবধানে ঘষে গেল আমার বুকে। আমার ঘাড়ের কাছে মুখ নামিয়ে ও জড়ানো গলায় বলল, 'সুইটউইচ, আই লাভ য়ু।' আই লাভ য়ু, লিলু।'

মনে পড়ে গেল, বিশ বছর আগে এক নির্বোধ অষ্টাদশী এই চারটে শব্দ শোনার জন্যে সমরখন্দ্ বোখারা দিয়ে দিতে পারত। দিতে পারত কেন, দিয়ে দিয়েছিল। আজ এই চারটে শব্দ চারটে লম্বা কালো শুঁয়োপোকার মতো আমার কানে কিলবিল করতে লাগল।

আমি সদর দরজা বন্ধ করে দিলাম।

শুভ আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল। বেপরোয়া আদর করতে লাগল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

আমি কোনওরকমে ওকে ভেতরে শোওয়ার ঘরে নিয়ে এলাম। নীচু গলায় বললাম, 'বাড়িতে আর কেউ নেই।'

শুভ এক ঝটকায় ওর শালটা ছুড়ে দিল একটা চেয়ারের ওপরে। পাঞ্জাবিটাও খুলে ফেলল মসৃণভাবে। ওর পরনে শুধু স্যান্ডো গেঞ্জি আর পাজামা। শীতে গায়ে কাঁটা দিয়েছে।

ওর পাজামার দিকে লক্ষ করে বুঝলাম, জ্বর বাড়ছে, থার্মোমিটারের পারা উঠছে।

বললাম, 'তুমি একটুও পালটাওনি, শুভ···।'

'আমি তোমার ক্রীতদাস, লিলু। তোমার দেখা পেয়ে অনেকগুলো পুরনো ফুল ফুটে গেছে আমার পোড়ো বাগানে। তুমি আমার প্রথম ভালোবাসা, তুমিই আমার শেষ ভালোবাসা। সুস্মিতাকে কাটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা আমি খুব সিরিয়াসলি ভাবছি।'

আমি তখন তৈরি করা 'দ্রব্যটির' কথা ভাবছিলাম। জিনিসটা বিছানার মাথার কাছে একটা টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম। আমি সেটার দিকে হাত বাড়াতেই শুভ আমাকে জড়িয়ে ধরল আবার। বলল, 'আর্লি টু বেড···।'

আমি ওর বাঁধন ছাড়াতে-ছাড়াতে বললাম, 'এক মিনিট, প্লিজ, একটা ছোট কাজ বাকি আছে।'

BanglaBook.org

একটা কাচের বাটিতে জিনিসটা রেখেছিলাম আমি। ঢাকা তুলে কাচের বাটিটা হাতে নিলাম। তারপর চোখ বুজে মন্ত্রপূত ডেলাটা মুখে পুরে দিলাম। কোনওরকমে চিবিয়ে সেটা গোগ্রাসে গিলতে চেষ্টা করলাম।

শুভ অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'ওটা কী খাচ্ছ?'

আমি বললাম, 'এটা আয়ুর্বেদিক ওষুধ। এটা খেলে বাচ্চা হওয়ার ভয় থাকে না।'

'লিলু, তুমি সত্যিই লাজবাব!' উৎফুল্ল হয়ে বলল শুভ।

আমি বাটিটা রেখে দিয়ে টেবিল থেকে জলের জাগ তুলে নিলাম। ঢকঢক করে জল খেয়ে কোনওরকমে গিলে ফেললাম জিনিসটা। মুখের বিস্বাদ ভাবটা কিছুতেই পুরোপুরি গেল না।

শুভ আর দেরি করতে পারল না। আমাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো আদর করতে শুরু করল। আমার বুকে মুখ ঘষতে-ঘষতে সেই চারটে শুঁয়োপোকা ছেড়ে দিল বারবার।

আমার তলপেটে চিনচিনে ব্যথাটা হঠাৎই শুরু হয়ে গেল। গা গুলিয়ে উঠতে লাগল। চোখের সামনে হাইস্পিড চলচ্চিত্র ঝিলিক মেরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। আর একটা সতেরো-আঠেরোর মেয়ে উবু হয়ে বসে ওর শরীরের ভেতরকার শরীর নষ্ট করার চেষ্টা করছিল।

আমার শাড়ি-ব্লাউজ ইত্যাদি পেশাদারি হাতে খুলে ফেলেছে শুভ! আমার নগ্নশরীর দেখে ওর লালসাও যেন হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়াল। ও বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'আটাতিরিশে এই ফিগার! লিলু, তুমি সত্যি, না স্বপ্ন?'

ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ থাকলেও আমার কেমন লজ্জা করছিল। তাই অনেক কসরত করে বেডসুইচ টিপে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলাম। শুভদীপের তীব্র শক্তি আমাকে কাত করে ফেলে দিল বিছানায়। ও নিজের বাকি পোশাক খুলে এলোমেলোভাবে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিল।

এবং আমরা শুরু করলাম।

শুভ উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল। আমি ওকে চুমু

BanglaBook.org

খেলাম। ও পালগের মতো আমাকে চটকাতে লাগল। আর বারবার বলতে লাগল, 'লিলু···লিলু···আমার লিলু···।'

বয়েস শুভদীপের আগ্রহ আর ক্ষমতাকে বিন্দুমাত্রও ভোঁতা করতে পারেনি। ওর তাড়াহুড়োয় আমার ব্যথা লাগছিল, কিন্তু সব সহ্য করলাম। ও ছন্দে নড়তে লাগল! আর আমি নিবিষ্ট মনে গুপ্ত মন্ত্র জপ করে চললাম।

বিড়বিড় করে আমার মন্ত্র আওড়ানো শুনে শুভদীপ একটু ভুল বুঝল। ও ভাবল, আমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। তাই দ্বিগুণ উৎসাহে নিজের কেরামতির অহঙ্কারে আরও উদ্দাম হয়ে উঠল। খাটে ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ হতে লাগল।

একটু পরেই আমাকে আঁচড়ে-কামড়ে শীৎকার তুলে শুভদীপ খেলা শেষ করল। আমি কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে ওর চরম তৃপ্তির ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম ক্লান্ত শরীরে। শুভ কয়েকটা ভালোবাসার চুমু এঁকে দিল এখানে-সেখানে। তারপর উঠে বাথ-রুমে গেলাম। একটু পরে ফিরে এসে শাড়ি-জামাকাপড় পরতে শুরু করলাম।

শুভ বিছানায় বসে সিগারেট টানছিল। আমাকে দেখে আবেগ মাখানো গলায় বলল, 'লিলু, নতুন করে আবার শুরু করা যায় না।'

আমি বিশ বছরের পুরনো বমির গন্ধ পেলাম। একমনে শাড়ির কুচি ঠিক করতে লাগলাম। ওর প্রশ্নের কোনও জবাব দিলাম না।

'তোমাকে তো কতবার করে বলছি কুড়ি বছর আগে আমি··· আমি ভুল করেছিলাম···অন্যায় করেছিলাম। কিছুতেই কি আমাকে ক্ষমা করা যায় না, লিলু?'

আমি শুধু হাসলাম। সেই মুহূর্তে বিশ বছরের পুরনো রক্তের গন্ধ পেলাম। মাংস চিরে যাওয়ার যন্ত্রণা টের পেলাম।

তৈরি হয়ে নিয়ে ঘরের টিউব লাইটটা জেলে দিলাম।

শুভদীপের মুখ কেমন বিবর্ণ লাগছিল। ও বিছানা ছেড়ে

BanglaBook.org

উঠে চেয়ারের কাছে গেল। সিগারেটে শেষবারের মতো লম্বা টান দিয়ে ওটা ফেলার জায়গা খুঁজল। তারপর সেরকম কিছু খুঁজে না পেয়ে উবু হয়ে বসে পড়ল। মেঝেতে ঘষে ওটা নেভাল। তারপর চেয়ার থেকে ওর শালটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'কাল কখন দেখা হচ্ছে ?'

আমি কোনও জবাব না দিয়ে ওকে তাড়া দিলাম, 'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। মা এখুনি চলে আসবে।'

'তোমার মায়ের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে না ?'

'না। কারণ মাকে বলার মতো কোনও যোগ্য পরিচয় তোমার নেই। নাও, জলদি তৈরি হয়ে নাও।'

ও পোশাক পরে নিতে শুরু করল। তারপর আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল ঃ 'লিলু, তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আমি মরে যাব।'

আমি হেসে বললাম, 'তাই ? তা হলে ধরে নাও আর দেখা হবে না।'

শুভদীপ কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর রুক্ষভাবে বলল, 'তা হলে আমাকে এভাবে ডাকলে কেন ? শুলে কেন ? নাকি তোমাকে টাকা দিতে হবে ?'

আমার হাসি পেল। পুরনো জানোয়ারটা বিশ বছরের পথ ডিঙিয়ে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে আসছে।

ওর থুতনিতে হাত দিয়ে বাচ্চা ছেলেকে আদর করার মতো করে নেড়ে দিলাম। বললাম, 'শুভ, লাখ টাকার প্রশ্ন করেছ তুমি। সত্যি, কেন যে তোমাকে আদর করে ডাকলাম, কেন যে শুলাম, তা যদি তুমি জানতে !'

আর কথা না বাড়িয়ে ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। যাওয়ার আগে ও নাছোড়বান্দার মতো বলল, 'কাল তোমাকে ফোন করব—।'

আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। দরজার কাছের আঁধারি জায়গায় দাঁড়িয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবলাম। আমি যা করছি সেটা ঠিক, না ভুল ? ন্যায়, না অন্যায় ?

BanglaBook.org

বিশ বছর আগে ন্যায়-অন্যায়ের হিসেব কে কষেছিল ?

আমার গা ঘিনঘিন করছিল। তাই গ্যাস-স্টোভে গরম জল চাপিয়ে দিলাম। এক্ষুনি স্নান করতে হবে।

সারাটা রাত আমি ঘুমোতে পারলাম না।

পাগলের মতো কাঁদলাম। খোলা জানলা দিয়ে শীতের রাত দেখলাম, আকাশের তারা দেখলাম। এলোমেলো গান গাইলাম। শুভকে যা-তা গালিগালাজ করলাম। বুকের মধ্যে অদ্ভুত এক কষ্ট হতে লাগল। বারবার ভাবতে লাগলাম, যা করতে চলেছি তা উচিত হবে কি না। ঠিক তখনই আমার চোখের সামনে বাবার ঝুলন্ত মৃতদেহটা দুলতে লাগল। মায়ের বুকফাটা হাহাকার শুনতে পেলাম। আর শূন্য বয়েসে চলে যাওয়া খুদে দস্যিটা চিৎকার করে আমাকে চৌচির করে দিতে লাগল।

আমার চোখের জল জমাট বেঁধে বরফের কুচি হয়ে গেল। না, শুভদীপকে ক্ষমা করা যায় না।

এইভাবে দোলাচলের মধ্যে কয়েকটা দিন কেটে গেল। তারপর আমি অনেকটা শান্ত-স্বাভাবিক হয়ে গেলাম। শুভদীপ পরপর চারদিন আমাকে ফোন করেছিল, কিন্তু আমি ঠাণ্ডা গলায় ওকে একই কথা বলেছি। আর মনে করিয়ে দিয়েছি সুস্মিতার কথা। ও তাতে ক্ষেপে উঠেছে পাগলের মতো। তারপর থেকে আমাকে ফোন করা বন্ধ করে দিয়েছে।

কিছুদিন পরেই বুঝলাম, 'গুহ্যসূত্র', 'গর্ভপ্রবেশ' ও 'সৃষ্টি-শাস্ত্র'-এর নির্দেশ ব্যর্থ হয়নি।

আরও দু-মাস যেতে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হলাম।

আমার হিসেব অনুযায়ী চার মাস সতেরো দিন পর উপযুক্ত সময় এল। শরীরে সব ক'টা প্রয়োজনীয় লক্ষণই নজরে পড়ল আমার। তখনই কাজ শুরু করলাম। অসহ্য যন্ত্রণায় একটা গোটা রাত কাটা ছাগলের মতো ছটফট করলাম। ভীষণ জ্বর এল। রক্তপাতও হল। সকালবেলা রক্তমাখা কাপড় থেকে রক্তাক্ত সাতটা

BanglaBook.org

সুতো ছিঁড়ে নিলাম। সেগুলোকে পরিষ্কার একটা শিশিতে ছিপি এঁটে রেখে দিলাম। তারপর ব্যথা কমানোর দুটো ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে রইলাম বিছানায়।

আমার মধ্যে কিছু-কিছু পরিবর্তন মায়ের চোখে ধরা পড়েছিল। মায়ের চোখে নীরব প্রশ্ন থাকলেও মুখে কোনও নতুন কথা ছিল না। বিড়বিড় করে শুধু বলতে লাগল, 'তুই সাবধানে থাকিস। নিজের যত্ন নিস।'

ন'-দশ দিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। শরীরে, মনে, জোর ফিরে পেলাম। তখন কাশী মিত্তির ঘাটের শ্মশানে গিয়ে দু-চিমটে ছাই আর খানিকটা মাটি নিয়ে এলাম।

একদিন রাতে আমি পুতুলটা তৈরি করতে বসলাম।

মাটি আর ছাইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম শিরীষের আঠা আর খানিকটা সিঁদুর। তারপর বেশ মনোযোগ দিয়ে পুতুলটা তৈরি করলাম। হাত-পা-মাথা···সব। চোখের জায়গায় দুটো লাল পুঁতি বসিয়ে দিলাম।

পুতুলটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর রাতে স্নান সেরে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে উত্তরদিকে মুখ করে পদ্মাসনে বসলাম। পুতুলটা দু-হাতে ধরে একদৃষ্টে ওটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হে অন্ধকারের রাজা, প্রেতসিদ্ধ সম্রাট, শক্তি দাও এই জড় পদার্থে তোমার তীব্র ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করো, প্রাণ সঞ্চার করো। শত্রুকে নাশ করো, অনুগতকে রক্ষা করো।

সাদা সরষে, কালো মরিচ আর ঘি দিয়ে একটা মণ্ড তৈরি করে রেখেছিলাম। সেটাতে আগুন দিয়ে হোম শুরু করলাম। তারপর পাশে রাখা একটা রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে শত্রুনাশের মন্ত্র জপ করতে লাগলাম। পুতুলটা তখন আমার অন্য হাতে স্থির।

'সর্ববাধা প্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরী।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যসম্পদ বৈরী বিনাশনম্॥'

জপ শেষ হলে বাঁ হাতের অনামিকার নখ দিয়ে পুতুলটার তলপেট লম্বালম্বিভাবে চিরে দিলাম। উঠে গিয়ে নিয়ে এলাম ছিপি আঁটা শিশিটা। একটা কাঁটা দিয়ে খুঁচিয়ে রক্তমাখা সুতোগুলো

BanglaBook.org

বের করে নিলাম। ওগুলো গুঁজে দিলাম পুতুলটার তল-পেটে। তারপর ভালো করে টিপে চেরা জায়গাটা বন্ধ করে মসৃণ করে দিলাম। পুতুলটার তলপেটে আর কোনও ক্ষতচিহ্ন রইল না

পর পর দু-দিন আমি উপোস করলাম। তৃতীয় দিনে আমার সরঞ্জামের তাক থেকে শালিঞ্চ গাছের শুকনো শেকড় বের করে নিলাম। সেটা গুঁড়ো করে আমার নগ্ন দেহে ছড়িয়ে দিলাম। সপ্তমুখী রুদ্রাক্ষের একটা ছোট্ট টুকরো জল দিয়ে গিলে ফেললাম। তারপর অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম। কারণ আজই সেই পবিত্র দিন। আজই শেষ হবে আমার কাজ।

সারাটা দিনে কতবার যে ঘড়ি দেখেছি মনে নেই। শেষে যখন রাত পৌনে বারোটা হল তখন ঘরের সব ক'টা জানলা খুলে দিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

আজ শনিবার। পূর্ণিমার রাত। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ল অন্ধকার ঘরে, আমার নগ্ন দেহে, আর পুতুলটার ওপরে।

একটু পরে উঠে বসে একটা ছোট পিঁড়ি নিলাম। পুতুলটাকে তার ওপরে বসিয়ে তার তিন দিকে তিনটে মোমবাতি জেবলে দিলাম। তারপর একটা ছোট শিশি খুলে কয়েক ফোঁটা সুগন্ধী তেল ছিটিয়ে দিলাম পুতুলটার গায়ে। আর একটা ধূপকাঠি জেবলে দিলাম।

কপালে খানিকটা সিঁদুর আর কাজল মেখে আমি পুতুলটার সামনে ধ্যানস্থ হয়ে বসলাম। তারপর প্রার্থনা শুরু করলাম।

একটু পরেই আমার শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হল। ভাঙা কাচের টুকরো দিয়ে কেউ যেন কাটাছেঁড়া করছে আমার ভেতরটা। নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করছে বারবার।

হে নিরাকার কৃষ্ণশক্তি! এসো। আমার মনস্কামনা পূর্ণ করো। রক্তের ঋণ শোধ হোক রক্ত দিয়ে। হে দেবী! তোমার ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকে আমাকে পরিত্রাণ করো। তোমার অনুগতকে আশীর্বাদ করো। শত্রুকে নাশ করো। হে নিরাকার অন্ধকারের

BanglaBook.org

রাজা! হে অন্ধকার তন্ত্রলোকের রাণী! আমার মনোবাসনা পূর্ণ করো।

যন্ত্রণায় আমার তলপেট ছিঁড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করলাম। ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। কিন্তু আমার আকুল প্রার্থনা চলতেই লাগল। সেই সঙ্গে বিধি অনুযায়ী মন্ত্র উচ্চারণ।

সেই যন্ত্রণার মধ্যেই যেন দেখলাম, পুতুলটার হাত-পা নড়ে উঠল, কিলবিল করে উঠল।

হঠাৎই আমার শরীর এক বিচিত্র ক্লান্তি ও অবসাদে ছেয়ে গেল ভীষণ ঘুম পেল আমার। আমি বিছানায় আবার শুয়ে পড়লাম চাঁদের আলোয় আমার নগ্ন শরীর মাখামাখি হয়ে গেল। তারপর ঘুমে আমার চোখ ঢুলে এল। সেই অবস্থাতেই দেখলাম, পুতুলটা যেন জীবন্ত হয়ে তীব্র লাল চোখে আমাকে দেখছে।

দিনের পর দিন যেতে লাগল। তলপেট ফুলে পুতুলটার রোগা-ভোগা চেহারা ক্রমে বেঢপ হয়ে উঠতে লাগল। একইসঙ্গে আমিও উলটোপালটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম।

স্বপ্নগুলো ধীরে-ধীরে দুঃস্বপ্নের চেহারা নিল। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে মন হাতড়ে শত চেষ্টাতেও সেগুলোকে আর খুঁজে পেলাম না। কোথা থেকে তিলতিল করে মনে একটা সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করল। অবাক হলেও সন্দেহটা মন থেকে ঠেলে সরাতে পারলাম না। ওটা ক্রমে গাঢ় হতে লাগল।

আমি কাজটা ঠিক করছি তো? সত্যিই কি রক্ত দিয়েই শোধ করতে হয় রক্তের ঋণ?

মনে পড়ছে, শুভদীপ কেঁদেছিল। আমার দু-হাত চেপে ধরে ক্ষমা চেয়েছিল বারবার। ভুল শোধরাতে চেয়েছিল অনুনয়ের সুরে। সত্যিই কি বিশ বছর আগের ব্যাপারটা ওর আকস্মিক ভুল? কে জানে, বিশ বছরে ও হয়তো সত্যিই বদলে গেছে। মানুষ তো বদলায়। মানুষই তো বদলায়! আমিই হয়তো জেদের বশে

BanglaBook.org

একটা ভুল করতে চলেছি। নিষ্ঠুর ভুল। যে-ভুল একবার হয়ে গেলে আর শোধরানো যায় না।

সুতরাং চরম ভুল করে বসার আগে আমাকে একবার খোঁজ করে দেখতেই হবে।

কার্ডে লেখা শুভদীপের ঠিকানা নিয়ে একদিন দুপুরে সোজা চলে গেলাম ওর যোধপুর পার্কের বাড়িতে।

বাড়িটা খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধে হল না।

ওর বাড়ি দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। বড়লোকের বাড়ি কাকে বলে!

তিনতলা বাড়ি, সঙ্গে ছোট এক টুকরো বাগান। বাড়ির দেওয়ালের নানা জায়গায় মার্বেল পাথরের ডিজাইন। ছাদে টিভি অ্যানটেনা আর হাওয়া-মোরগ।

আমার চোখে সানগ্লাস। মাথায় রঙিন ছাতা। পিচের রাস্তা দুপুরের রোদে জ্বলছে।

শুভ নিশ্চয়ই এখন বাড়িতে নেই। অফিসে বা ফ্যাক্টরিতে গেছে। এই সুযোগে সুস্মিতার সঙ্গে একটু আলাপ করে নেওয়া যেতে পারে। তা হলেই বুঝতে পারব, শুভদীপ সত্যিই বদলে গেছে কি না।

বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে লাল-সবুজ শাড়ি পরা একটি মেয়েকে দেখতে পেলাম। বছর পঁচিশ বয়েস। স্বাস্থ্য মন্দ নয়। রঙ কালোর দিকেই, তবে মুখ-চোখ ভালো।

মেয়েটির কানে রুপোর দুল, আর নাকে রুপোর নাকছাবি। শাড়ির আঁচল ডান কাঁধের ওপর দিয়ে পিঠে নেমেছে। দেখে কাজের লোক বলেই মনে হল।

ইশারা করে ডাকতেই মেয়েটি কাছে এল।

ওকে শুভদীপের কথা জিগ্যেস করলাম।

মেয়েটি হিন্দি মেশানো বাংলায় বলল যে, সাহেব বাড়ি নেই। ফ্যাক্টরিতে গেছে।

তখন আমি মেমসাহেবের কথা জিগ্যেস করলাম। বললাম, 'আমি সুস্মিতাজীর দোস্ত। একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম। শ্যামবাজারে

BanglaBook.org

থাকি—।'

মেয়েটির চোখে আচমকা জল এসে গেল। আঁচল দিয়ে চোখের কোণ মুছে নিয়ে বলল, 'আপনি জানেন না, বড় মেমসাব খুদকুশি করেছে। এই তো কারিব এক মাহিনা হল।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। খুদকুশি! আত্মহত্যা!

ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে মেয়েটির হাতে দিলাম।

তারপর জিগ্যেস করলাম, 'কেন, সুইসাইড করল কেন? এরকম ভালো স্বামী, যার এত পয়সা, শান-শওকত, সে কেন হঠাৎ সুইসাইড করতে যাবে!'

তখন কাঁদতে-কাঁদতে মেয়েটি যা বলল তার সারাংশ এই ঃ

সুস্মিতাজীর পতি মোটেই ভালো লোক নয়। বাড়িতে বসে সবসময় মদ খায়। উলটোপালটা আওরত ইয়ার-দোস্ত নিয়ে আসে। রোজ বিবির সঙ্গে হুজ্জুতি করত। অথচ বড় মেমসাবের পয়সাতেই তার এত বোলবোলা, দুটো বাড়ি, দুটো গাড়ি, ফ্যাক্টরি, অফিস—কী নেই! সুস্মিতাজীর মতো মালকিন হয় না—এত ভালো ছিল লেকিন সবই তকদীর! অনেক সহ্য করেছিল, শেষ পর্যন্ত আর পারল না।

আমি ভেতরে-ভেতরে পাথর হয়ে যাচ্ছিলাম। আর সেই সঙ্গে স্বস্তিও পাচ্ছিলাম। তা হলে ভুল আমার হয়নি!

ওকে জিগ্যেস করলাম, সুস্নিতাজী কীভাবে খুদকুশি করেছে।

মেয়েটি ভাঙা গলায় জানাল যে, বাথরুমে দরজা বন্ধ করে বড় মেমসাব তার হাত-পায়ের শিরা ব্লেড দিয়ে কেটে দিয়েছে। অনেক খুন বেরিয়েছিল। সাহেব তখন বাড়ি ছিল না। কোম্পানির কী একটা কাজে দিল্লি গিয়েছিল। চিৎকার চেঁচামেচি করে দরজা ভেঙে সবাই সুস্মিতাজীকে দেখতে পায়। থইথই রক্তের মধ্যে মেমসাব পড়ে ছিল।

ওঃ! সেই রক্ত! কিছুই তা হলে পালটায়নি! শুধু আমিই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম।

কিন্তু সুস্মিতার সুইসাইডের ব্যাপারটা শুভদীপ আমাকে

BanglaBook.org

ফোন করে জানাল না কেন! এটা তো ওর রাহুমুক্তির সুখবর! নাকি ওর কোনও মতলব ছিল? কয়েকমাস পর সব থিতিয়ে গেলে তারপর কি ও খবরটা আমাকে জানাবে? তারপর হ্যাংলার মতো আবার বলবে, 'লিলু, নতুন করে সবকিছু আবার শুরু করা যায় না?'

না, সবকিছু আর শুরু করা যায় না। এখন শেষ করার সময়।

ওঃ! শুভ তা হলে সেই শুভই আছে! আগাপাস্তলা নিখুঁত জানোয়ার!

সুস্মিতার জন্যে আমার কান্না পেল। তলপেটে চিনচিনে ব্যথা শুরু হল। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

মেয়েটিকে বললাম, 'সাহেব বাড়ি ফিরলে এত সব কথা বলার দরকার নেই। শুধু বলবে, আমি খোঁজ করতে এসেছিলাম।'

'আপনার নাম?'

'বলবে শ্যামবাজারওয়ালী মেমসাব। তা হলেই তোমার সাহেব বুঝতে পারবেন।'

'এখানে নওক্‌রি করতে আমার আর মন লাগে না, দিদি···।' মেয়েটি কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল।

আমি ঠাণ্ডা সুরে জবাব দিলাম, 'কে করতে বলেছে! ছেড়ে দাও চাকরি।'

শুভদীপের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পথে গনগনে রোদ্দুর আমার মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিল। নাকে রক্তের আঁশটে গন্ধ পেলাম।

গন্ধটা বাড়ি ফেরা পর্যন্ত আমার নাকে লেগে রইল।

পরদিন সন্ধে নাগাদ শুভদীপকে ফোন করলাম আমি।

টেলিফোনে আমার গলা পেয়ে ও একেবারে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

'লিলু, কাল তুমি আমার বাড়িতে এসেছিলে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ—।'

'আমি ঠিকই আন্দাজ করেছি, তবে ভয়ে তোমাকে ফোন করিনি।'

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও আবার বলল, 'লিলু, থ্যাংক গড যে তোমার রাগ পড়েছে। আমি হয়তো তোমাকে দু-এক সপ্তাহ পর ফোন করতাম।'

'কেন, সুস্মিতা সুইসাইড করেছে এই খবরটা আরও থিতিয়ে গেলে তারপর আমাকে জানাতে?' আমি নির্লিপ্তভাবে বললাম।

'ওঃ, লিলু! সবসময় তুমি এত মারমুখী হয়ে থাকো কেন বলো তো?' গলার সুর অন্তরঙ্গ করে ও বলল, 'কবে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে বলো—খুব জরুরি কথাবার্তা আছে।' কথা শেষ করার আগেই হেঁচকি তোলার মতো একটা শব্দ করল শুভ।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'কী হল!'

'ও কিছু নয়···।' আবার সেই একইরকম শব্দ। তারপর: 'কবে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে বলো। অনেক জরুরি কথা আছে।'

'আমারও তোমার সঙ্গে অনেক জরুরি কথা আছে। আজ রাত আটটার সময় তুমি আমার বাড়িতে আসবে?'

'ন্-না। তার চেয়ে বরং তুমি আমার বাড়িতে এসো।' শুভদীপ কাহিল সুরে বলল, 'আমার শরীর ভালো নেই।'

'তোমারও তা হলে শরীর খারাপ হয়!' আমি ব্যঙ্গ করে বললাম, 'আমার কথাটার ডাবল মিনিং আছে কিন্তু—।'

'আঃ, লিলু, প্লিজ, ঠাট্টা কোরো না। আমার শরীরটা ভালো নেই। তুমি রাত আটটায় চলে এসো। তুমি এলে কোনও প্রবলেম হবে না।' দোতলার দক্ষিণ দিকটায় আমি থাকি।

আমি হাসলাম। বললাম, 'প্রবলেম কী করে হবে! প্রবলেম তো সুইসাইড করেছে!'

হেঁচকি তোলার মতো শব্দ শোনা গেল আবার। শুভ বলল, 'লিলু, প্লিজ, রাত আটটায় এসো কিন্তু। এখন রাখছি—।'

রাত আটটায় ওর বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন প্রচণ্ড গুমোট কেটে গিয়ে বাতাস বইতে শুরু করেছে। ওদের বাগানের গাছের পাতা শব্দ করে এপাশ-ওপাশ দুলছে। আকাশে তারা ফুটেছে বটে, তবে চাঁদ খানিকটা মেঘে ঢাকা।

এক অচেনা বিষণ্ণতা ছেয়ে যাচ্ছিল আমার মনে। শুভদীপের

BanglaBook.org

ওপরে মনটা নরম হয়ে আসতে চাইছিল। কিন্তু আমার মনে পড়ে গেল সুস্মিতার কথা, বিশ বছর আগেকার কথা, আর বেঢপ নগ্ন পুতুলটার কথা।

কলিং বেল বাজাতেই গতকালের শ্যামলা মেয়েটি দরজা খুলে দিল। আমাকে সানগ্লাস ছাড়া দেখেও ও সহজে চিনতে পারল। বলল, 'বড়সাহেব দোতলার ঘরে আছে। সাহেবকে কাল বলেছি, আপনি এসেছিলেন।'

আমি হেসে ওকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়লাম বাড়িতে। তারপর এগিয়ে গেলাম দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে।

দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরটায় শুভদীপ ছিল। বিছানায় কাত হয়ে বসে টিভি দেখছিল। আমাকে দেখেই রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে টিভি অফ করে দিল। সোজা হয়ে উঠে বসতে-বসতে ক্লিষ্ট হাসল। বলল, 'আরে, এসো-এসো···বোসো···।'

আমি টিভির প্লাগ পয়েন্টের সুইচটা অফ করে দিলাম। ঘরের ভেতরটায় এক পলক চোখ বুলিয়ে নিলাম।

সর্বত্র বড়লোকী ছাপ। সবকিছুই সাজানো ফিটফাট।

আমি শুভদীপকে খুঁটিয়ে দেখলাম। প্রায় পাঁচ মাস পর ওকে আমি দেখছি। এর মধ্যে ও তেমন কিছু একটা পালটায়নি। অন্তত ওর বাইরেটা পালটায়নি।

কিন্তু ওর ভেতরটা যে পালটে যাচ্ছে সে-খবর আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে!

আমি একটা শৌখিন মোড়া টেনে নিয়ে ওর বিছানার কাছে বসলাম। ওর মুখে ক্লান্তি শ্রান্তির পাণ্ডুর ছাপ।

'শুভ, তোমাকে কয়েকটা জরুরি কথা বলার আছে—।'

শুভ হেসে বলল, 'তোমার মাত্র কয়েকটা কথা বলার আছে। আর আমার তোমাকে অনেক কথা বলার আছে।'

কথা শেষ করেই ও হেঁচকি তোলার মতো শব্দ করল। জোর করে ঢোঁক গিলে গলা দিয়ে উঠে আসা কোনও জিনিসকে রুখে দিল।

'শুভ, আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনো—।'

BanglaBook.org

ও আমাকে প্রায় বাধা দিয়ে বলল, 'ভাবতেই পারছি না, তুমি আমার বাড়িতে এসে আমার বেডরুমে বসে গল্প করছ!'

ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'আরও অনেক কিছুই তুমি ভাবতে পারবে না।'

হঠাৎই ও পেট খামচে ধরল। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল। তারপর আমার দিকে একটু মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি ঘরে বসেই ওর বমি করার শব্দ শুনতে পেলাম।

একটু পরেই ও মুখ-টুখ ধুয়ে ফিরে এল। ক্লান্ত পা ফেলে বিছানায় গিয়ে বসল।

'কী, তোমার শরীর খারাপ না কি?'

'হ্যাঁ, কয়েক মাস ধরেই এরকম হঠাৎ-হঠাৎ পেট ব্যথা করছে, বমি পাচ্ছে, গা গুলোচ্ছে। একটু পরেই আবার সব ঠিকঠাক। কী যে হয়েছে কিছু বুঝতেই পারছি না। ডাক্তার দেখিয়েছি। বলছে, কিছু হয়নি। হয়তো নতুন টাইপের কোনও ভাইরাল ইনফেকশান। কয়েকটা ট্যাবলেট দিয়েছে, কিন্তু তাতে···।'

বুঝলাম, কাজ শুরু হয়েছে। আর কেউ এই শরীর খারাপের রহস্য বুঝতে পারবে না।

আমি নিষ্ঠুর হেসে বললাম, 'ডাক্তার দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। তোমার কী হয়েছে আমি বলে দিচ্ছি।'

শুভ যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে অবাক চোখে আমাকে দেখল: 'তুমি আমাকে ভালো করে দাও, লিলু।'

'এখন ভগবানও তোমাকে ভালো করতে পারবে না। শোনো, শুভ, কাল আমি এ-বাড়িতে এসেছিলাম। সুস্মিতার কথা সব শুনেছি।'

'কে বলেছে? আশা?'

'আশা কি ভালোবাসা, কী নাম আমি জানি না—তবে তোমাদের কাজের মেয়েটিই সব বলেছে।'

শুভদীপ বিরক্ত হয়ে চাপা গলায় বলে উঠল, 'সুস্মিতা নিজের দোষে মরেছে। ওর মাথার দোষ ছিল।'

'হ্যাঁ, মাথার দোষ তো ছিলই, নইলে তোমার মতো পাবলিককে

BanglaBook.org

বিয়ে করে! যাকগে, এবারে জরুরি কথাগুলো শোনো—।'

ওকে মন্ত্রতন্ত্রের ব্যাপারগুলো খুলে বললাম।

শুভদীপ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল: 'লিলু, আমার কাছে উইচও যা. স্যান্ডউইচও তাই। তুমি ঠাট্টা করছ।'

'না, একটুও ঠাট্টা করছি না। তোমাকে তো আগেও বলেছি, আমি কী করে দিন চালাই। আর আমার বাড়িতে গিয়ে তুমি তুকতাকের জিনিসপত্রও দেখেছ—।'

শুভ ওর তলপেটে হাত বোলাতে লাগল। একটা বালিশ কোলে টেনে নিয়ে আরাম করে বসতে চাইল।

ওকে বললাম, 'শুয়ে পড়ো, তা হলে আরাম পাবে।'

ও কী ভেবে সত্যিই খাটের মাথার দিকটায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক ঠেলে।

তখন ওকে পুতুলটার কথা বললাম।

ও অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

নিস্তব্ধতা আমাদের ডুবিয়ে দিল।

তারপর ও হঠাৎ উঠে বসে একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, 'তুকতাক, মারণ, উচাটন—তন্ত্রমন্ত্র! হুঁঃ! এসব বুজরুকি যারা বিশ্বাস করে তারাই ওতে ভয় পায়। আমি ওসবে বিশ্বাস করি না।'

আচমকা ওয়াক তুলল শুভদীপ। মুখ কুঁচকে গেল ওর। জোর করে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল।

'কিন্তু আমি ওসবে বিশ্বাস করি, শুভ। আর অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস করাই। ক'মাস ধরে তোমার গা-বমি, পেট ব্যথা, গা-ব্যথা. সব কি মিথ্যে? অবশ্য পুতুলটার কথা তখন তুমি জানতে না।'

'ওসব কাকতালীয় ব্যাপার।' সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ও বলল।

আমি মোড়া ছেড়ে উঠে ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। ওর একটা হাত ধরলাম। নরম গলায় বললাম, 'শুভ, আজ শুধু তোমাকে সত্যি কথাই বলব। আর ক'দিন পরেই এসব তন্ত্রমন্ত্রে তুমি বিশ্বাস

BanglaBook.org

করতে বাধ্য হবে। কারণ, বাচ্চাটা তখন নড়বে-চড়বে, হাত-পা ছুড়বে—তুমি নিশ্চয়ই টের পাবে।'

এক টান মেরে আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিল শুভ। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে গুঁজে দিল অ্যাশট্রেতে।

এমন সময় আশা আমার জন্যে জলখাবারের ট্রে নিয়ে এল। একটা টি-টেবিলে মিষ্টির প্লেট, চা-বিস্কুট ইত্যাদি সাজিয়ে দিয়ে ও চলে গেল।

ও চলে যেতেই শুভদীপ চেঁচিয়ে বলল, 'তোমার ওসব নোংরা কথা আমি শুনতে চাই না। আমার গা ঘিনঘিন করছে। তুমি চটপট এগুলো খেয়ে চলে যাও···প্লিজ···।'

আমি টেবিলের কাছে গিয়ে একটা মিষ্টি মুখে দিলাম। সেটা খেতে-খেতে হাসলাম, বললাম, 'বিশ বছর আগে আমিও ঠিক এইরকম হাত-পা ছোড়া নড়াচড়া টের পেয়েছিলাম। দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ, বাচ্চার বদলে···।'

'তুমি এক্ষুনি আমার বাড়ি থেকে বেরোও! এই মুহূর্তে!' রাগে অন্ধ হয়ে চিৎকার করে উঠল শুভ। ও বিছানা থেকে নেমে এক পা এগিয়ে এল আমার দিকে।

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'আর এগিয়ো না। আমাকে সুস্মিতা পাওনি। একটু বেচাল দেখলেই তোমার হাল আরও খারাপ করে ছাড়ব।'

বেশ বুঝতে পারছিলাম, শুভদীপের চোখ ওর দেখা লীলাকে আর একটুও চিনতে পারছিল না।

'তুমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাও!' হুমকি দিয়ে বলল ও।

'হ্যাঁ, যাব। এ সময়ে তোমার বিশ্রাম দরকার।'

'আউট! কোনও কথা আমি শুনতে চাই না! আউট!' আঙুল তুলে ও দরজা দেখিয়ে দিল আমাকে।

আর একটা মিষ্টি নিয়ে মুখে দিলাম আমি। আজ তো মিষ্টি-মুখ করারই দিন!

লক্ষ করলাম, শুভর চুল এলোমেলো, দু-চোখে ভয়।

আমি দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

BanglaBook.org

পুতুলটার সব কথা ওকে বলা দরকার।

'একটা কথা তোমাকে এখনও বলিনি—।'

'তুমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাও।'

'চেঁচিয়ে কোনও লাভ নেই, শুভ। শোনো। পুতুলটা হচ্ছে অনেকটা অর্ধনারীশ্বর। ওটার ওপরের পোরশানটা মেয়ে, আর নীচের পোরশানটা ছেলে—।'

শুভ বিভ্রান্ত নজরে দেখতে লাগল আমাকে। আমার কথা ও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি।

'পুতুলটার পক্ষে মা হওয়া কী কষ্টের এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। ঠিক একইরকম কষ্ট তোমারও হবে।'

শুভদীপ থম মেরে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ব্যাপারটা এখনও ওর কাছে বোধহয় স্পষ্ট হয়নি। পরে বুঝবে। দশ মাস দশ দিন যখন পূর্ণ হবে।

ওকে একটা চুমু ছুড়ে দিয়ে বিদায় নিলাম।

ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমার পা কাঁপছিল, মাথা টলে যেতে চাইছিল।

জ্বালাধরা চোখ নিয়ে আমি স্মৃতিকণাকে দেখতে পেলাম। আমার পাশে-পাশে নাচতে-নাচতে চলেছে। তীব্র উল্লাসের নাচ।

শুনতে পেলাম, বাবা কপাল চাপড়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে।

মা জলভরা চোখে আমার সামনে এসে ভর্ৎসনার সুরে বলল, 'লীলা, এ তুই কী করলি!'

আমি ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, 'বেশ করেছি! এতদিনে বিশ বছরের ঋণ শোধ হল।'

অন্ধকার পিচের রাস্তা থেকে তাপ উঠছিল। বাড়ি ফিরে আমাকে স্নান করতে হবে।

এমন সময় পেছন থেকে শুভদীপের বুক-ফাটা চিৎকার শুনতে পেলাম—যন্ত্রণা আর আতঙ্কের চিৎকার। সে-চিৎকারে বুক কেঁপে ওঠে।

হঠাৎই মনে হল, চিৎকারটা বোধহয় আমার কল্পনা।

কারণ, এখনও তো দশ মাস দশ দিন হয়নি।

BanglaBook.org

দুই

১

অন্ধকারে লেকের বুক চিরে একটা ছিপ নৌকো এগিয়ে আসছিল। আমি সাঁতরে যত দূরে সরে যেতে চাইছি নৌকোটা মুখ ঘুরিয়ে ঠিক আমাকে লক্ষ করেই এগিয়ে আসছে। নৌকোয় কে বা কারা বসে আছে বোঝা যাচ্ছে না। শুধু অন্ধকারে ভেসে আসছে বইঠার ছপছপ শব্দ।

দূরে অনেকগুলো আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছে। যেন দীপাবলীর আলোকমালা। সেই আলো অন্ধকার লেকের জলে প্রতিফলিত হয়ে তৈরি হয়েছে নমনীয় আলোকস্তম্ভ। ওগুলো ভাঙছে, চুরছে, আবার তৈরি হচ্ছে। এক অদ্ভুত মোহময় নৃত্যকলা, নেশা ধরিয়ে দেয় যেন।

নৌকোটা আরও কাছে, খুব কাছে, এগিয়ে এল। আমি সাঁতার থামিয়ে ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলাম। মাথা ঝাঁকিয়ে ভিজে চুল ঝাড়লাম। হাত দিয়ে চুল সরিয়ে দিলাম চোখের ওপর থেকে। দুটো কালো ছায়া আমার স্পষ্ট নজরে পড়ল। এই প্রথম যেন টের পেলাম লেকের জল কী ঠাণ্ডা! হঠাৎই কাঁপুনি দিয়ে শীত করে উঠল। আর তখনই একটা ছায়া চলন্ত নৌকোর ওপরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। আলোকমেলার পটভূমিতে তার শরীরের রেখা ধরা পড়ল। ধরা পড়ল হাতের মোটা লাঠিটা।

ঠিক সেই মুহূর্তে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে একটা মেয়েলি চিৎকার শোনা গেল। এবং লাঠিটা আছড়ে পড়ল আমার খুব কাছে জলের ওপরে। কিন্তু দ্বিতীয় আঘাতটা আর এড়াতে পারলাম না।

BanglaBook.org

মাথায় একটা অসহ্য যন্ত্রণা টের পেলাম। কী একটা নাম ধরে ডেকে চিৎকার করে উঠলাম গলা ফাটিয়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমটা ভেঙে গেল। শরীর ঘামে ভেসে যাচ্ছে। আগুনের হল্‌কা বেরোচ্ছে চোখ-মুখ থেকে। মনে হচ্ছে সাহারায় শুয়ে আছি। এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম? তাই যদি হবে তা হলে মাথার পেছনটা এখনও ব্যথা করছে কেন? হাত দিতেই টের পেলাম অসহ্য ব্যথা। ছোঁওয়া যাচ্ছে না।

এমনসময় ঘরের দরজায় কেউ ধাক্কা দিল। ডাকল, 'দাদা, দাদা! কী হয়েছে? দরজা খোল—।'

মিতা ডাকছে। ও আর মা পাশের ঘরে শোয়।

বিছানা ছেড়ে উঠলাম। শরীর চলছে না। লোহার পা নিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই দরজার কাছে গেলাম। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বাললাম। চোখ কুঁচকে জড়ানো গলায় জিগ্যেস করলাম, 'কী হয়েছে? ডাকাডাকি করছিস কেন?'

তারপর দরজা খুলে দিলাম।

মিতা আমার মুখে কী যেন দেখল। বলল, 'কী রকম চেহারা হয়েছে তোর! ঘুমের মধ্যে ওরকম চিৎকার করছিলি কেন?'

আমি কোনও জবাব না দিয়ে ফিরে গিয়ে বিছানায় বসলাম। মিতাকে বললাম ভাবনার কোনও কারণ নেই। ও শুধু আমাকে যেন এক গ্লাস জল গড়িয়ে দেয়।

ও জল এনে দিল। বহুদিনের পিপাসার্তের মতো ঢকঢক করে জলটা খেয়ে নিলাম।

মিতা গলা নামিয়ে জিগ্যেস করল, 'স্বপ্ন দেখছিলি?'

আমি কিছু বলার আগেই মা এসে ঘরে ঢুকল। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই মা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোয়। তাই হয়তো দেরিতে ঘুম ভেঙেছে।

আমি ঘড়ি দেখলাম। রাত একটা কুড়ি।

মা বলল, 'রুণু কি স্বপ্ন দেখছিলি? আমাদের বল, তা হলে বাকি রাতটুকু ঠিকমতো ঘুমোতে পারবি।'

আমি কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললাম সব। মাথাটা এখনও

BanglaBook.org

দপদপ করছে।

মা বলল, 'সত্যি তোর মাথা এখনও ব্যথা করছে? কই, দেখি, কোন জায়গাটায়?'

মাথা নিচু করে মাকে দেখালাম। মা শীর্ণ হাতটা বারকয়েক সেখানে বুলিয়ে দিল। তারপর জিগ্যেস করল, 'কখনও এখানে চোট পেয়েছিলি?'

আমি বললাম, 'না, মনে তো পড়ছে না।'

মা একটু চিন্তা করে বলল, 'ছোটবেলায়ও তো ওখানে কখনও সেরকম ব্যথা পাসনি···তা হলে হঠাৎ এরকম ব্যথা শুরু হল কেন?'

'সেটাই তো ঠিক বুঝতে পারছি না।'

মিতা চুপ করে আমাদের কথা শুনছিল। হঠাৎই ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দিল।

'দাদা, তুই কাল ডাক্তার দেখা।'

মা অন্যমনস্কভাবে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। বলল, 'স্বপ্ন তো আমিও রোজ দেখি। ঘুমের ওষুধ খেলেও স্বপ্ন যায় না। সে যে কী কষ্ট!'

আমি জানি, মা রোজ রাতে বাবাকে স্বপ্নে দেখে। বাবা রেলের টি-টি ছিল। ট্রেন ডাকাতি রুখতে গিয়ে ছ'বছর আগে খুন হয় ডাকাতের হাতে। পুলিশ যখন বাড়িতে আসে তখন মা একা ছিল। ফলে মা একা গিয়েছিল বাবাকে শনাক্ত করতে। তারপর থেকেই বাবার মৃতদেহটা মায়ের চোখের সামনে সবসময় ভাসে—দিনেও, রাতেও।

'তুই শুয়ে পড়। দুশ্চিন্তা করিস না। তোকে কে মারতে আসবে!' এই কথা বলে মা আর মিতা চলে গেল।

কিন্তু চৌকাঠ পেরোতে গিয়ে মা থমকে দাঁড়াল। ঘুরে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, খুকু, এই স্বপ্নটা তুই আগে কখনও দেখেছিলি?'

আমি জানি, সত্যি কথা বললে মা বাকি রাতটা ঘুমোতে পারবে না। তাই বললাম, 'না মা, এই প্রথম দেখলাম।'

BanglaBook.org

ওরা চলে গেল। আমি উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। গ্লাসে কিছুটা জল ছিল। সেটা হাতে আঁজলা করে নিয়ে মাথায় দিলাম। আর তখনই টের পেলাম, ব্যথাটা একদম নেই। ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। রহস্যের কোনওরকম উত্তর না পেয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম আসছিল না। স্বপ্নটার কথাই বারবার ভাবছি। স্বপ্নটা আজ নিয়ে বেশ কয়েকবার দেখলাম। প্রথম রাতে শুধু অন্ধকার লেকের জল দেখেছি আর ছপছপ শব্দ শুনেছি। দ্বিতীয়বার আলোর বিন্দুগুলো সঙ্গে যোগ হয়েছে। তারপর ধীরে-ধীরে যোগ হয়েছে আরও নতুন-নতুন টুকরো। নৌকো। ছায়ামূর্তি। লাঠি। আর আজ চিৎকার। মাথার ব্যথাটাও আজই প্রথম টের পেলাম। সত্যি, এ এক অদ্ভুত স্বপ্ন! এর মানে কী?

আমি সায়েন্স কলেজের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে অধ্যাপনা করি। দুঃস্বপ্নের কুসংস্কার আমাকে মানায় না। কিন্তু তবু যেন মনটা খচখচ করতে লাগল।

অন্ধকারে শুয়ে-শুয়েই কখন যেন ঘুম এসে গিয়েছিল।

পর-পর কয়েক রাত একই ঘটনা ঘটল।

মিতার মুখে শুনলাম, আমি নাকি এমন চিৎকার করেছি যাতে মনে হয় প্রচণ্ড যন্ত্রণা ও আতঙ্কে কোনও মৃত্যুপথযাত্রী আর্তনাদ করছে। মা কাঁদতে-কাঁদতে বারবার ডাক্তার দেখানোর কথা বলতে লাগল।

আমি ঠিক করলাম যে, আর নয়, এবারে সত্যিই ডাক্তার দেখানো দরকার। তাতে স্বপ্ন দূর হোক না হোক মাথার যন্ত্রণাটার তো একটা ব্যবস্থা হবে।

পরদিন সায়েন্স কলেজে গেলাম। একটা থেকে দুটো পর্যন্ত একটা ক্লাস ছিল। ভেবেছিলাম, ক্লাস শেষ করেই বেরিয়ে পড়ব।

BanglaBook.org

ধর্মতলায় ডক্টর প্রধানের চেম্বার আছে। আজ সোমবার, ওঁর বসার দিন। বাড়ির কারও কিছু হলে আমরা ওঁকেই দেখাই। খুব প্রয়োজন না হলে ওঁর বাড়িতে দেখাতে যাই না। আমাদের বাড়ি শ্যামবাজারে, আর ডঃ প্রধানের বাড়ি যাদবপুরে। সুতরাং সায়েন্স কলেজ থেকেই টেলিফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখলাম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার যাওয়া হল না। কারণ, কলেজে ক্লাস নেওয়ার সময়ে একটা বিচিত্র ব্যাপার হল।

ক্ল্যাসিক্যাল মেকানিক্স পড়াচ্ছিলাম। হঠাৎই চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল। একটা মেয়েলি গলা তীব্র স্বরে কী যেন বলে উঠল। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ভাষাটা আমার অজানা অচেনা, কিন্তু তা সত্ত্বেও এক অলৌকিক ক্ষমতায় আমি চেঁচিয়ে উত্তর দিলাম। মেয়েটা কী যেন বলল, আমি আবার জবাব দিলাম। আর পরমুহূর্তেই চোখের সামনে থেকে অন্ধকার পরদাটা সরে গেল। দেখি ক্লাসের ছেলেমেয়েরা গ্যালারি-বেঞ্চে বসে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। এবং আমার মাথার সেই জায়গাটা আবার ব্যথা করছে!

মাথায় হাত চেপে চেয়ারে বসে পড়লাম। চোখ বুজে রইলাম কিছুক্ষণ। একজন ছাত্রী জিগ্যেস করল, 'স্যার, শরীর খারাপ লাগছে?'

আমি কোনওরকমে বললাম, 'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ পর ব্যথাটা আশ্চর্যভাবে মিলিয়ে গেল। তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ক্লান্ত গলায় বললাম, 'সরি, আজ আর ক্লাস নিতে পারছি না।'

তারপর ধীরে-ধীরে ক্লাসরুম ছেড়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। মনে হচ্ছিল, টলে পড়ে যাব।

কোনওরকমে নিজের ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম। পাখাটা ফুল স্পিডে চালিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে বসলাম।

একটু পরেই সুমন আর নন্দিতা আমার ঘরে এল। ওরা আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী। আমি এখন কেমন আছি তাই জানতে

BanglaBook.org

এসেছে। দরকার হলে ওরা আমাকে বাড়িতে পেঁাছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। আমি বললাম, না, সেরকম কোনও প্রয়োজন নেই। একটু রেস্ট নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ওরা চলে যাচ্ছিল, আমি আবার ডাকলাম। বললাম, 'বোসো, কথা আছে।'

ওর বসল।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'ক্লাসে আমার ঠিক কী হয়েছিল বলবে? মানে, আমি ঠিক কী বলেছি বা করেছি আমার মনে নেই।'

দুজনেই ইতস্তত করছিল। আমি বারবার আশ্বাস দিয়ে নিঃসঙ্কোচে সব খুলে বলতে অনুরোধ করলাম।

তখন সুমন বলল, 'স্যার, আপনি পড়াতে-পড়াতে হঠাৎ যেন কার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিলেন—।'

'রাগে আপনার চোখ-মুখ ফেটে পড়ছিল—,' নন্দিতা মুখ নামিয়ে যোগ করল।

আমি সামনে ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করলাম, 'শুধু আমিই কথা বলছিলাম? আর কারও গলা তোমরা শুনতে পাওনি?'

'না, স্যার। আপনি হাত-পা নেড়ে ভীষণ রেগে কাউকে কিছু একটা বলছিলেন।'

এ যেন ঠিক টেলিফোনের একপ্রান্তের কথা শোনার মতো! মেয়েটার গলা আমি ছাড়া আর কেউ শুনতে পায়নি!

'আচ্ছা, কথাগুলো তোমাদের মনে আছে?'

ওরা দুজনেই বলল, 'না, স্যার। আপনি একটা অদ্ভুত ভাষায় কথা বলছিলেন। আমরা তার এক বর্ণও বুঝতে পারিনি।'

আমি কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইলাম। তারপর ওদের বললাম, 'ঠিক আছে, তোমরা এখন যাও। আর একটা রিকোয়েস্ট, আজকের এই ঘটনার কথা ডিপার্টমেন্টের কাউকে বোলো না।'

ওরা চলে গেল। তবে যাওয়ার আগে পর্যন্ত অবাক চোখে আমাকে দেখছিল।

BanglaBook.org

*

বাড়িতে যখন ফিরে এলাম তখন ভালো করে বিকেল হয়নি মা বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। ছোট ট্রানজিস্টর রেডিও বালিশের পাশে বাজছে। গান-টান কিছু একটা হচ্ছে বোধহয়, ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। বিছানার মাথার দিকের একটা ছোট জানলা ছাড়া ঘরের আর সব জানলা-দরজা বন্ধ। ঘর আধো-অন্ধকার। শুধু খবরের কাগজ, মায়ের মুখের খানিকটা, আর পরনের সাদা থান আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে।

মা দুপুরে কখনও ঘুমোতে পারে না। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে বলল, 'কী রে, তাড়াতাড়ি চলে এলি! ডাক্তারের কাছে যাবি বলেছিলি যে—।'

'না, আজ আর যাব না, শরীরটা ভালো নেই।'

মা উদ্বেগে উঠে বসল: 'কেন, কী হল আবার?'

'তেমন কিছু নয়। গা-টা ম্যাজম্যাজ করছে, জ্বর আসবে হয়তো। মিতা এখনও কলেজ থেকে ফেরেনি?'

'না। তুই এখন কিছু খাবি তো? চল, তোর খাবারটা বেড়ে দিই।'

'না, মা, ভালো লাগছে না। তুমি শুয়ে পড়ো। আমিও শুয়ে একটু বিশ্রাম নিই গিয়ে।'

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, 'বড় হয়েছিস, যা ভালো বুঝিস কর। তোর জন্যে আমার বড় চিন্তা হয়।'

আমি ঘর ছেড়ে চলে এলাম। আসার আগে বাবার ফটোর দিকে একবার চোখ পড়ল। মায়ের বিছানার ঠিক মাথার কাছে একটা ছোট টেবিলে বসানো ফটোটা। সকাল-বিকেল মা ফটোর সামনে ধূপকাঠি জেবলে দেয়, অর্চনা করে।

নিজের ঘরে ঢুকে জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় টান হয়ে শুয়ে পড়লাম। আজকের ঘটনা আমাকে বেশ ভয় পাইয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে ওই মেয়েলি কণ্ঠস্বর। রাতের স্বপ্নে যে-মেয়েলি চিৎকারটা আমি শুনতে পাই, আজ ক্লাসরুমে সেই মেয়েটিই যেন আমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছিল। যতই ব্যাপার দুটো পাশাপাশি মিলিয়ে দেখছি ততই যেন বিশ্বাসটা মজবুত হচ্ছে।

BanglaBook.org

মাকে এসব বলা যাবে না। মিতা ফিরলে ওর সঙ্গে একবার আলোচনা করে দেখব। সত্যিই কি আমার ভয়ের কোনও ভিত্তি আছে? ভাবতে-ভাবতে তন্দ্রায় চোখ বুজে এল।

রাতের অন্ধকারে লেকের জল চিরে ছিপটা আবার ভেসে আসছিল। আগের মতোই সেই দুটো ছায়ামূর্তি আবার মাথায় লাঠির আঘাত। তারপর তীক্ষ্ণ কিছু বুকে বিঁধে যাওয়ার বেদনা। ঠাণ্ডা জল আমার নাকে-মুখে ঢুকে পড়ছে। দম আটকে আসছে। আ-আঃ!

মিতার ধাক্কায় আমার স্বপ্ন ভাঙল বড়-বড় শ্বাস নিয়ে আমি হাঁপাচ্ছিলাম।

ও বলল, 'তুই আজ ডক্টর প্রধানের কাছে যাসনি?'

মিতাকে সব খুলে বললাম। ও কিছুক্ষণ দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর বলল, 'তুই কি তাহলে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাবি?'

আমি বললাম, 'কী জানি—।'

'ক্লাসে তোর কথাগুলো টেপ করলে পারতিস—।'

'কেন?'

'আমার বন্ধু রমা আছে, তুই চিনিস, আমাদের বাড়িতে অনেকবার এসেছে। ওই যে চশমা চোখে, রোগা মতন, কথায় কথায় হিন্দি বলে—।'

আমি হেসে বললাম, 'মনে পড়েছে, সমস্তিপুরের প্রোডাক্ট—ক্যালকাটায় ইম্পোর্টেড। ওকে একদিন বলেছিলাম, পল সায়েন্সে এম. এ. না পড়ে হিন্দিতে পড়লে পারতে। ও বলেছিল, কেন এম. এ. পাশ করে আবার সমস্তিপুরে ফিরে যাব নাকি! সেই রমা তো?'

মিতা হেসে বলল, 'হ্যাঁ। ওর পিসেমশাই ডক্টর নবকৃষ্ণ সেন। ভদ্রলোক অনেকরকম ভাষা জানেন। তোর কথাগুলো শুনলে উনি হয়তো বলতে পারতেন তার মানে কী। আর তার থেকেই তোর স্বপ্নের হয়তো একটা সলিউশন বেরিয়ে আসত।'

কথাগুলো মিতা মন্দ বলেনি। এরকম চেষ্টা একটা করলে

BanglaBook.org

ক্ষতি কী ?

আমার পাড়ার বন্ধু সমীরের একটা নতুন বিদেশি টেপ-রেকর্ডার আছে। তাতে রেকর্ডার অন করলেই টেপ ঘোরে না। রেকর্ডার অন করে কেউ কথা বলতে শুরু করলেই রেকর্ডিং শুরু হয়, আবার কথা থেমে গেলেই রেকর্ডিং বন্ধ হয়ে যায়। অটোমেটিক রেকর্ডিং সিস্টেম। শুনেছি বিদেশি লেখক আর্ল স্ট্যানলি গার্ডনার নাকি এই রকম টেপ-রেকর্ডার ব্যবহার করতেন উপন্যাস লিখতেন না, টেপ-রেকর্ডারের সামনে সময়-সুযোগ মতো বলে যেতেন। পরে তাঁর সেক্রেটারি কথাগুলো টাইপ করে ড্রাফট তৈরি করত। আর গার্ডনার সেগুলো কারেকশান করে ফাইনাল ম্যানাসক্রিপ্ট দিয়ে দিতেন প্রকাশকদের।

ঠিক করলাম, আজ সন্ধেবেলায় সমীরের কাছে যাব, টেপ-রেকর্ডারটা ক'দিনের জন্যে ধার চাইব। তারপর দেখি কী হয়!

সুতরাং মিতাকে বললাম, 'সাজেশানের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু মাকে কিছু বলিস না। এই ড্রিম পাজ্‌লটা আমাদের দুজনকেই সল্‌ভ করতে হবে।'

মিতা হাসল, বলল, 'এখন ওঠ তো। মুড়ি আর তেলে-ভাজার অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি, খাবি চল।'

'যাচ্ছি, যা। আর শোন, ড্রিম থিওরির ওপরে দু-একটা বই আমাকে জোগাড় করে দিতে পারিস ?'

মিতা আবার হাসল, বলল, 'ঠিক শুনছি তো, দাদা ? বস্তুবাদী ফিজিক্সের অধ্যাপকের এ কী পরিবর্তন। ক'দিন আগে তুই-ই তো বলতি স্বপ্ন-তত্ত্ব-টত্ত্ব সব আজগুবি।'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'চিরদিন কি কারও সমান যায় রে—।'

BanglaBook.org

সেদিন রাতে স্বপ্ন দেখলাম, আমি বহুবর্ণ ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পায়ের নীচে সবুজ ঘাস। আমার পাশে কেউ হাসছে রিনরিন স্বরে। দামী সেন্টের গন্ধ নাকে আসছে। তার

রঙিন পোশাকের কিছু অংশ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মুখটা কিছুতেই চোখে পড়ছে না। দূরে ঢাল বেয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে টলটলে জলের ঝরনা।

সমীরের কাছ থেকে টেপ-রেকর্ডার ধার চেয়ে এনে মাথার কাছে অন করে রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু সকালে প্লে-ব্যাক করে দেখি কোনও কথা তাতে ধরা পড়েনি। শুধু হালকাভাবে আমার নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমার যে নাক ডাকে তা আগে জানতাম না। মিতা ওই নিয়ে সারাদিন আমার পেছনে লাগল। মা টেপ-রেকর্ডারের ব্যাপার না জানায় ওর রঙ্গ-রসিকতার মাথা-মুণ্ডু বুঝে উঠতে পারছিল না।

২

স্বপ্নের বিষয়ে দুটো বই মিতা জোগাড় করে দিয়েছিল, কিন্তু সেগুলো পড়ে আমার জ্ঞান অনেক বাড়লেও সমস্যার কোনও সুরাহা হয়নি। স্বপ্ন যেমন চলছে তেমনই চলছিল। তবে তার বিশেষ কোনও নিয়ম ছিল না কোন দিন যে স্বপ্নের কোন অংশটা দেখা দেবে তারও কোনও ঠিক নেই। শুধু স্বপ্নের শেষে ওই অদ্ভুত মাথা ব্যথার কোনও ব্যতিক্রম হত না। একটা ছোট খাতায় আমি স্বপ্নগুলো লিখে রাখতে শুরু করলাম। স্বপ্নের প্রতিটি দৃশ্য, খুঁটিনাটি—সব।

এর মধ্যে ক্লাসে আর একবার বিব্রত হয়েছি। এবারের ঝগড়াটা ছিল আরও তীব্র, চলেছিলও বেশিক্ষণ ধরে। সুমনের কাছে খবর পেলাম যে, আমার 'অসুখের' ব্যাপারটা কী করে যেন সারা ডিপার্টমেন্টে ছড়িয়ে গেছে। এমনকি ডিপার্টমেন্টাল হেডের কানেও কথাটা উঠেছে। খবরটা যে সত্যি সেটা বুঝলাম মঙ্গলবার বিকেলে। ডিপার্টমেন্টের হেড ডক্টর দাস আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি একসময়ে তাঁর ছাত্র ছিলাম।

ঘরে যেতেই ডক্টর দাস হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, 'এসো রণবীর, বোসো।'

BanglaBook.org

তারপর বেল টিপে বেয়ারাকে চায়ের কথা বললেন।

ঘরে আর কেউ নেই। টেবিলে কাগজপত্র ছড়ানো। অ্যাশট্রে থেকে ধোঁয়া উঠছিল। হয়তো একটু আগেই কোনও সিগারেটের টুকরো ফেলা হয়েছে তাতে, কিন্তু সেটা ঠিক মতো নেভেনি। ডক্টর দাস চেন স্মোকার। তাঁর হাতে এখন নতুন সিগারেট।

আমি আমার এককালের মাস্টারমশাইকে দেখছিলাম ঘটনার সঠিক কতটুকু শুনেছেন তিনি ?

কালো ফ্রেমের চশমায় বারকতক হাত বুলিয়ে এবং সিগারেটে মুহুর্মুহু কয়েকটা টান দিয়ে আচমকা ডক্টর দাস কথা বললেন।

'রণবীর, তুমি একমাসের ছুটি নাও।'

'কিন্তু স্যার, ক্লাস···।'

'না, না, ও নিয়ে কোনও চিন্তা করো না। আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। তোমার সাবজেক্ট তো একসময় আমিও পড়াতাম।' হেড হাসলেন। কিন্তু পরক্ষণেই মুখটা সিরিয়াস করে বললেন, 'আমার যত অসুবিধেই হোক, তোমার অসুখের ব্যাপারটা তো আর অবহেলা করা যায় না। তা ছাড়া মাস্টারমশাই হিসেবে তোমার সুনাম নষ্ট হোক তাও আমি চাই না। তুমি আমার প্রিয় ছাত্র ছিলে···।'

শুনতে ভালো না লাগলেও হেডের প্রস্তাবে যুক্তি আছে। সুতরাং বললাম, 'থ্যাংক য়ু, স্যার। আমি তা হলে নেক্সট উইক থেকে একমাসের ছুটিতে যাচ্ছি। বুঝতেই পারছেন, এমন একটা অসুবিধেয় পড়েছি যে···।'

'আরে না, না, আই ফিল ফর য়ু। উইশ য়ু অল দ্য বেস্ট।'

আমি উঠে চলে আসছিলাম, এমন সময় সুরেনদা চা নিয়ে ঢুকল। সুরেনদা ডিপার্টমেন্টের সাব স্টাফ। সামনের বছর রিটায়ার করবে।

হেড বললেন, 'চা খেয়ে নাও। আর মন থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফ্যালো।'

সুতরাং পরদিনই ডক্টর প্রধানের কাছে গেলাম। এতদিন ভয়, আশঙ্কা, দ্বিধা ইত্যাদি নিয়ে গড়িমসি করে আর যাওয়া হয়নি।

BanglaBook.org

ডক্টর প্রধান প্রবীণ ডাক্তার। আমাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে হরেক-রকম প্রশ্ন করলেন, কিন্তু কোনও উত্তরেই হালে পানি পেলেন বলে মনে হল না।

শেষে বললেন, 'দুটো ভিটামিন টনিক লিখে দিলাম, রেগুলার খাবে। আর একটা পরামর্শ দিচ্ছি গোপনে—ব্রাহ্মী শাক ঘিয়ে ভেজে খাবে। আমিও খাই। মগজ ভালো থাকবে। আর শোনো, এখানে লিখে দিচ্ছি, মাথার একটা এক্স-রে করিয়ে নাও। ছবি নিয়ে নেক্সট বুধবারে এসো। আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকে লিখে রাখলাম। এরকম সময়ে এলেই হবে।'

ভিজিট দিয়ে বেরিয়ে আসছি, উনি হঠাৎ বললেন, 'কোনও সাইকিয়াট্রিস্ট জানা-শোনা আছে?'

সব বুঝেও আমি বললাম, 'কেন?'

উনি সামান্য ইতস্তত করে বললেন, 'না, মানে, ঠিক প্রফেশন্যাল অ্যাডভাইসের কথা বলছি না, তবে যদি ফ্রেন্ডলি কোনও সাজেশান পাও তা হলে···ওয়েল, ইট মে হেল্প য়ু আ লট।'

আমি 'থ্যাংক য়ু' বলে তাঁর চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

বুধবার রাতে একটা নতুন স্বপ্ন দেখলাম।

চারিদিকে ঘন কুয়াশা। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বেশ শীত করছে। একটা হ্যাজাক লণ্ঠন জেবলে রাখা আছে পায়ের কাছে। আমার হাতে দশ-বারো ফুট লম্বা একটা লিকলিকে মুলী বাঁশের লাঠি। আমার পাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেন্টের গন্ধ পাচ্ছি নাকে। কিন্তু কুয়াশায় মেয়েটির মুখ আবছা. ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। আমাদের সামনের জমি সবুজ ঝোপঝাড়ে ঢাকা। ঢালু হয়ে নেমে গেছে অনেক নীচে। দূরে, ওপরে ও নীচে, আরও কয়েকটা আলোর বিন্দু চোখে পড়ছে।

হঠাৎই ব্যতাস বইতে শুরু করল। আর তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি উড়ে আসতে লাগল হ্যাজাকের আলো লক্ষ করে—ঠিক শ্যামাপোকার মতো। আমার পাশের তরুণী

BanglaBook.org

হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল। চিৎকার করে উঠল, 'সিম! সিম!' জাতীয় কিছু একটা বলে। ওর শরীর আমার শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছে। আমি হাতের লিকলিকে লাঠিটা সাঁই-সাঁই শব্দে পাগলের মতো বাতাসে ঘোরাচ্ছি। মনটা ভীষণ খুশি। অনেক পাখি এসে বসছে আলোর কাছে। কয়েকটা পাখি উড়ন্ত অবস্থায় লাঠির আঘাত খেয়ে ছিটকে পড়ছে সামনের ঝোপে। মেয়েটি ছুটে গিয়ে টর্চের আলো জেবলে সেই পাখিগুলো খুঁজে নিয়ে আসছে ঝোপঝাড় থেকে। ওর পরনের পোশাকটা এবার স্পষ্ট দেখলাম, গোলাপী আর সাদা, অনেকটা হাঁটু পর্যন্ত গাউনের মতো। বুকের কাছে একটা ঘিয়ে রঙের সিল্কের কাপড়ের টুকরো জড়ানো।

আমার পায়ের কাছটা পাখিতে ভরে গেছে। রঙ-বেরঙের নানান পাখি নাম জানি না কোনওটার। ওরা সম্মোহিতের মতো শূন্য চোখে আলোটা ঘিরে বসে রয়েছে। কেমন নির্বিকার, নির্লিপ্ত। আমার পাশে দাঁড়ানো মেয়েটি খুব হাসছিল। হঠাৎই দু-হাতে আমাকে একেবারে জাপটে ধরল।

যথেষ্ট শীতের পোশাক থাকা সত্ত্বেও ওর নরম বুক আমাকে চঞ্চল করে তুলল। সেন্টের গন্ধটা আরও গাঢ় হয়ে নাকে আসছিল। দৃশ্যটা অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পরেও বেশ কিছুক্ষণ ধরে লাঠি ঘোরানোর সাঁই-সাঁই শব্দটা শোনা গেল।

পরদিন সকালে উঠেই 'সিম' কথাটা ছোট খাতায় টুকে রাখলাম। আর সমীরের টেপ-রেকর্ডার প্লে-ব্যাক করে দেখি সেই মৃদুমন্দ নাসিকা-গর্জন। মিতাকে আর বলব না। কারণ, গত এক সপ্তাহ ধরেই সমীরের টেপ-রেকর্ডারের ফলাফল ওই নাসিকা-গর্জন। মিতা তো গত পরশু ফস্ করে বলেই বসল, 'দাদা, তোর স্বপ্ন-টপ্নের ব্যাপারগুলো সব ফল্‌স্ না তো? আমার এখন মনে হচ্ছে বিয়ে-টিয়ে দিলেই সব বোধহয় ঠিকঠাক হয়ে যাবে।'

মা আমাদের খেতে দিচ্ছিল। মিতাকে ধমক দিয়ে বলল, 'তোর কি মুখে কিছুই আটকায় না? তা ছাড়া রুণুকে তো আমি বলেইছি বিয়ের কথা। তোরা দুজনেই রোজ পড়তে-পড়াতে

BanglaBook.org

বেরিয়ে যাস, আমার কি একা-একা বাড়িতে ভালো লাগে!'

আমি ভাতের গ্রাস মুখে দিয়েছিলাম। জড়ানো গলাতেই বললাম, 'না, মা, মিতু আগে এম. এ.-টা পাশ করুক, তারপর ওসব ভাবা যাবে। দেখা যাবে বিয়েতে কার তাড়া আছে, ফিজিক্সের না পল সায়েন্সের—।'

আজ সকালে খেতে বসে মাকে আর মিতাকে একমাস ছুটি নেওয়ার ব্যাপারটা জানিয়েছি। গতকাল যে ডক্টর প্রধানের কাছে গিয়েছি সে-কথাও সংক্ষেপে বলেছি। আজকাল স্বপ্নের অসুখটা নিয়ে বেশি কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। একটুও না।

বৃহস্পতিবার রাতে দুটো স্বপ্ন দেখলাম দুটোই নতুন। প্রথম স্বপ্নে দেখি আমি একটা সুন্দর সাজানো ঘরে চেয়ারে বসে আছি। পরনে শীতের পোশাক। ঘরের ছোট্ট ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। আমার হাতে একটা চটি বই। বইয়ের পাতা খোলা। আমি লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করছি। আর আমার ঠিক পাশটিতে বসে কেউ একজন আমাকে পড়াচ্ছে। আমি তার মিষ্টি স্বরের উচ্চারণগুলো শুনে-শুনে অনুকরণ করছি। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, বইয়ের লেখাগুলো সব ইংরেজি হরফের, অথচ তার একটি শব্দেরও অর্থ আমি বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া উচ্চারণগুলো এত কঠিন যে, আমার অনভ্যস্ত জিভ থেকে বিচিত্র সব শব্দ বেরিয়ে আসছিল, এবং আমার পাশের মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠছিল বারবার।

চেনা সেন্টের গন্ধ নাকে আসছে। টের পাচ্ছি মেয়েটির শরীরের উত্তাপ। হঠাৎই ও এক ঝটকায় আমার হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল পাশের একটা খালি সোফায়। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে 'মাই সুইট ডার্লিং' বলে একেবারে ঠোঁটে গভীর চুমু খেল। আমার বেশ ভালো লাগছিল। এমন সময় দরজায় ঠকঠক করে কেউ শব্দ করল। ডাকল 'জেসমিন! জেসমিন!' বলে। তখনই বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো আমার মনে পড়ে

BanglaBook.org

গেল, মেয়েটির নাম জেসমিন, যুঁই। ও আমাকে ছেড়ে উঠে গেল দরজা খুলতে। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখছি।

দরজায় দাঁড়িয়ে একজন শক্ত-সমর্থ পুরুষ। জেসমিনের শরীর তাকে আড়াল করে থাকায় আমি তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। শুধু বলিষ্ঠ হাত-পায়ের কিছু অংশ চোখে পড়ছে। লোকটা অনুনয় করে জেসমিনকে কী যেন বলছিল, আর জেসমিন ঠাণ্ডা গলায় কাঠ-কাঠ জবাব দিচ্ছিল শেষপর্যন্ত ও লোকটার মুখের ওপরে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর আমার কাছে ফিরে এসে আবার জড়িয়ে ধরল আমাকে। ফায়ার প্লেসের আগুনের আলো জেসমিনের কালো চুলের ওপরে নাচছিল। আমি অস্ফুট স্বরে বারবার ওর সুন্দর নামটা গুনগুন করছিলাম।

এর পরেই দৃশ্যপট পালটে গেল।

দেখি জেসমিন এলোমেলো বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁদছে আর আমি প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপছি। আমরা দুজনই নগ্ন। আমি মেঝেতে দাঁড়িয়ে শর্টস পরছিলাম। চোখ-মুখ দিয়ে রাগে আগুন বেরোচ্ছিল যেন। আমি চিৎকার করে কথা বলছিলাম। আর কী আশ্চর্য! ভাষাটা আমার ভীষণ চেনা। বাংলা।

'জানো না, কেন তোমাকে বিয়ে করেছি! তোমার টাকার জন্যে, আর ওই বডিটা হল ফাউ। তবে ওটাও আজকাল আমার কাছে অসহ্য। মনে হয় একটা বুনো জানোয়ারের সঙ্গে শুয়ে আছি। এখন স্নান না করলে আমার বমি পাচ্ছে। ওয়াক-থুঃ···!'

আমি শব্দ করে মেঝেতে থুতু ফেললাম।

জেসমিন কাঁদতে-কাঁদতেই বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, শক্তি!'

ওর কথা কেমন আধো-আধো, ভাঙা-ভাঙা।

আমি এরপর অচেনা ভাষায় জবাব দিলাম জেসমিনও কেঁদে-কেঁদে কী সব বলল। তারপর আমি ইংরেজি, বাংলা, আর ওই অদ্ভুত ভাষার এক জগাখিচুড়ি শুরু করলাম।

'তোমার ওই পোষা কুত্তা টমাসকে পাশের ঘর থেকে ডেকে নাও। শরীরে জ্বালা ধরলে ওকে দিয়ে মেটাও। ফিলদি ডার্টি

BanglaBook.org

হগ! এক্ষুনি স্নান করতে হবে···।'

জেসমিন ডুকরে উঠল তীক্ষ্ণ স্বরে। আমি দুম-দুম করে পা ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম। শব্দ শুনে মেঝেটা কাঠের বলে মনে হল।

ঘর থেকে বেরিয়েই কার্পেট পাতা সরু করিডর। দেওয়াল-গুলোও কাঠের কয়েক পা পরেই বাথরুম। বাথরুমে ঢুকে কল খুলে দেখি জল নেই ঃ না ঠাণ্ডা, না গরম। বাথটাবে একটা লাথি মেরে করিডর ধরে বেরিয়ে এলাম বাইরের বারান্দায়। কী সুন্দর করে সাজানো জায়গাটা! কয়েকটা সুদৃশ্য কারুকাজ করা চেয়ার। একটা ছোট্ট টেবিল। অর্ধবৃত্তাকার বারান্দাটা ঠিক যেন জাহাজের ডেক। সুন্দর কাঠের রেলিং। ওপরে ঢালু কাঠের ছাদ ছাদ থেকে রেলিংয়ের ওপরে ঝুলছে সূক্ষ্ম কাজ করা কাঠের ঝালর সেখানে লাল নীল টুনি লাইট জ্বলছে। বারান্দার সামনে খানিকটা জায়গা খোলা—রেলিং নেই। সেখান থেকে কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে অন্ধকার লেকের জলে। সিঁড়ির ঠিক পাশেই বাঁধা রয়েছে একটা ছিপ নৌকো, লেকের জলে ভাসছে, অল্প-অল্প দুলছে। দূরে চোখে পড়ছে আরও অনেক আলোর বিন্দু, যেন দীপাবলীর আলোকমালা।

কেমন অবাক লাগল। আমাদের ঘরবাড়িগুলো কি লেকের ওপরে ভাসছে?

আমি লেকের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। জল কনকনে ঠাণ্ডা, কিন্তু আমার রাগ আর ঘেন্না তাকে ছাপিয়ে গেল। অন্ধকারে হাত টেনে-টেনে খুব ধীরে সাঁতার কাটতে লাগলাম শরীরটা জুড়িয়ে যেতে লাগল। ছেড়ে আসা ঘরের দিক থেকে উঁচু গলায় কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। জেসমিন হয়তো ওর পোষা চাকর টমাসের সঙ্গে কথা বলছে। আমি সাঁতার কাটতে লাগলাম···।

একটু পরেই নৌকোটা আমি দেখতে পেলাম।

অন্ধকার লেকের জল কেটে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। নৌকোটা আরও কাছে, খুব কাছে, এগিয়ে এল। আমি সাঁতার

BanglaBook.org

থামিয়ে ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলাম। মাথা ঝাঁকিয়ে ভিজে চুল ঝাড়লাম হাত দিয়ে চুল সরিয়ে দিলাম চোখের ওপর থেকে নৌকোর ওপরে দুটো কালো ছায়া আমার স্পষ্ট নজরে পড়ল। এই প্রথম যেন টের পেলাম লেকের জল কী ঠাণ্ডা! হঠাৎই কাঁপুনি দিয়ে শীত করে উঠল। আর তখনই একটা ছায়া চলন্ত নৌকোর ওপরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। আলোকমালার পটভূমিতে তার শরীরের রেখা ধরা পড়ল। ধরা পড়ল হাতের মোটা লাঠিটা।

ঠিক সেই মুহূর্তে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে একটা মেয়েলি চিৎকার শোনা গেল। এবং লাঠিটা আছড়ে পড়ল আমার খুব কাছে জলের ওপরে। কিন্তু দ্বিতীয় আঘাতটা আর এড়াতে পারলাম না মাথায় একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলাম। চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ডেকে উঠলাম, 'জেসমিন! জেসমিন!'

নৌকোটা আমার আরও কাছে ঘেঁষে এল। টমাসের হাতে লাঠি। পেছনে বসে জেসমিন। হাতে বইঠা। মুখ ঝাপসা। চোখে জল। আমি অনুনয়ের গলায় বললাম, 'জেসমিন, জেসমিন, আমি···।'

ও সমস্ত জোর দিয়ে বইঠাটা বাতাসে ঘুরিয়ে বসিয়ে দিল আমার মাথায়—একবার, দু-বার।

আমি যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলাম। নাকে-মুখে জল ঢুকে গেল। কপালে রক্ত গড়িয়ে চোখ ঝাপসা।

জেসমিন অচেনা ভাষায় কথা বলতে লাগল, কিন্তু ওর কথার অর্থ আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম।

'শক্তি, তোমাকে ভালোবেসে আমি সমাজ ছেড়েছি, গাঁ ছেড়েছি। টাকা-পয়সা সব তোমাকে দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তাও তুমি আমাকে এমন ঘেন্না করো? তুমি এত নোংরা! এত ইতর তোমাকে বাঁচিয়ে রাখলে তুমি আরও দশটা মেয়ের সর্বনাশ করবে—।'

'জেসমিন!'

ও এক টানে টমাসের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিল। এখন

BanglaBook.org

লক্ষ করলাম, ওটা লাঠি নয়, বর্শা। আত্মরক্ষার জন্যে টমাসের ঘরে রাখা ছিল। জেসমিন তৃতীয়বার আমাকে আঘাত করল। তারপর বর্শার ফলাটা আমার বুকে বিঁধিয়ে দিল।

ঠাণ্ডা জল আমার নাকে-মুখে ঢুকে পড়ছে বুকে-মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। দম আটকে আসছে। আ—আঃ! জেসমিন, টমাস, ওদের নৌকোটা আমার চোখের সামনে ধীরে-ধীরে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন আমি ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছি। রীতি-মতো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। সারা গায়ে ঘাম। মাথায় ছুঁচ ফোটানোর যন্ত্রণা।

এসব আমি কী দেখলাম! জেসমিন, টমাস, ওরা কে! কাকেই বা ওরা খুন করল অমন করে!

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘড়ি দেখলাম। রাত তিনটে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে যেতে চাইছিল, কিন্তু তবুও জোর করে স্বপ্নের বিবরণ লেখার ছোট খাতাটা বের করে কলম নিয়ে বসলাম। দুটো স্বপ্নেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এক্ষুনি লিখে রাখা দরকার।

আমার বেশ ভয় করতে লাগল। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে একটা কাহিনী কেউ যেন অমোঘ কৌশলে দ্রুত হাতে বুনে ফেলছে। শক্তি আর জেসমিনের কাহিনী। জেসমিন আর শক্তির কাহিনী সঙ্গে টমাস।

সমীরের রেকর্ডারটা মাথার কাছেই ছিল। সেটা প্লে-ব্যাক করতেই বুকটা একেবারে ধড়াস করে উঠল।

প্রথমে খুব ক্ষীণ স্বরে বারকয়েক 'জেসমিন' নামটা শোনা গেল। তারপর···'জানো না, কেন তোমাকে বিয়ে করেছি! তোমার টাকার জন্যে, আর ওই বডিটা···।'

স্বপ্নের ঘোরে বলা আমার প্রতিটি কথা, প্রতিটি চিৎকার ধরা পড়েছে টেপ-রেকর্ডারে। শুধু আমার কথাগুলোই, জেসমিনের নয়। তবে স্বপ্নগুলো এত জীবন্ত যে, স্মৃতি থেকে সমস্ত ঘটনা ও কথোপকথন খাতায় লিখে রাখতে কোনও অসুবিধে হল না। লিখতে-লিখতে আমার বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়ছিল। স্বপ্নের

BanglaBook.org

শক্তি নামের লোকটাই কি আমি? আর জেসমিন তার বউ? স্বপ্নে যা দেখছি তাতে শক্তিকে খুন করেছে জেসমিন কিন্তু কই, আমি তো দিব্যি বেঁচে রয়েছি! তা হলে কি, তা হলে কি···।

দরজায় ধাক্কা পড়ল। রেকর্ডার বন্ধ করলাম খাতাটাও ঢুকিয়ে দিলাম বালিশের নীচে।

দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে? হয় মিতা, নয়তো মা।

উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখি মিতা। আমাকে দেখে গলা নামিয়ে জানতে চাইল, 'দাদা, টেপ করেছিস?'

আমি অবাক হয়ে ওকে দেখতে লাগলাম। আমার জন্যে কত ভাবে ও! আমি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি, আর ও জেগে থাকে স্বপ্নের ঘোরে বলা আমার কথাগুলো শোনার জন্যে। যদি তাতে রহস্যের কোনও সমাধান হয়।

আমি কিছুক্ষণ কী ভাবলাম। তারপর টেপ চালিয়ে ওকে সব শোনালাম। ছোট খাতাটাও বের করে পড়তে দিলাম। এটার কথা ও আগে জানত না।

ওর পড়া শেষ হলে বললাম, 'আমাকে রমার পিসেমশাইয়ের কাছে নিয়ে যাবি? যদি উনি ওই অদ্ভুত ভাষাটার কোনও হদিস দিতে পারেন···।'

মিতা মুখ নামিয়ে চিন্তিত গলায় বলল, 'রোববার দিন চল। আমি কাল রমাকে বলে রাখব।'

আমি ওর কাছে এক গ্লাস জল খেতে চাইলাম। ও জল আনতে গেল। ভেবে দেখলাম, আমার উদ্ভট তত্ত্বের কথা এখন মিতাকে না বলাই ভালো।

কারণ জন্মান্তরবাদে আমি এতটুকুও বিশ্বাস করি না। তা ছাড়া স্বপ্নের মধ্যে অ-শেখা ভাষায় কথা বলা, যাকে স্বপ্নতত্ত্বের বইতে 'রেসপন্সিভ জেনোগ্লসি' বলে, সেই ক্ষমতা তো কৈশোরের পরে-পরেই সাধারণত হারিয়ে যায়। তা হলে আমার বেলায় এরকম হচ্ছে কেন?

BanglaBook.org

৩

স্বপ্নের মিছিল যথারীতি চলতে লাগল। পাখির স্বপ্নটা আবার দেখলাম। শক্তিকে হত্যা করার দৃশ্যটাও দেখলাম বার তিন-চারেক। কখনও সম্পূর্ণ, কখনওবা আংশিক।

রাতের স্বপ্ন ছাড়াও আচমকা দিবাস্বপ্ন দেখলাম দু-বার। সেই একইরকম—চোখের সামনে কালো পরদা নেমে গিয়ে উত্তেজনাময় কথা কাটাকাটি। আবার কখনও বা দেখলাম জেসমিনের কান্না, শক্তির ঘৃণা ভরা তাচ্ছিল্য, টমাসের হিংসা।

এ ছাড়া নতুন-নতুন টুকরোও যোগ হতে লাগল পুরনো স্বপ্নের সঙ্গে। যেমন দেখলাম, ধু-ধু করছে সাদা বরফ, তুলোর সমুদ্র যেন। তার ওপরে মানুষের টানা স্লেজ গাড়ি চলছে অসংখ্য। অনেকে জটলা করছে একপাশে দাঁড়িয়ে। দূরে বড়-বড় দুটো দো-চালা কাঠের বাড়ি। লাল রঙ। তবে ছাদ দুটো ঢেকে গেছে গুঁড়ো বরফে। সব দেখে-শুনে মনে হচ্ছিল ট্যুরিস্টের ভিড়।

হঠাৎই একটা স্লেজ গাড়ি থেকে নাম ধরে কে যেন আমাকে ডাকল। তাকিয়ে দেখি, জেসমিন। মাথায় লোমের টুপি। গায়ে লাল কোট। চোখে রোদ-চশমা। আমি ওর দিকে হাত তুলে বারকয়েক নাড়লাম। কিন্তু মনের ভেতরে রাগ আর ঘেন্না টগবগ করছিল। জেসমিন খুব হাসছিল। হঠাৎই পাশে তাকিয়ে দেখি টমাস আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে। স্বপ্নটা তক্ষুনি শেষ হয়ে গেল।

আর একটা স্বপ্নে দেখলাম, আমি জেসমিনকে বাংলা শেখাচ্ছি, ওর আধো-আধো উচ্চারণ শুনে হাসছি—ঠিক যেমনটি ও হেসেছিল আমাকে ওর ভাষা শেখানোর সময়। আবার দেখলাম, একটা বন্ধ ঘরে চারজন মানুষের সঙ্গে আমি বসে আছি। টেবিলে মদের বোতল আর গ্লাসের ছড়াছড়ি। আমরা তাস খেলছি। টেবিলে অনেক টাকাও রয়েছে। প্রত্যেকেই মদ খাচ্ছি, আর সেই-সঙ্গে জুয়া খেলা চলছে। আমার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল।

BanglaBook.org

তারপর জেগে উঠে আবার সেই ব্যথা।

রোববারের মধ্যেই এমন একটা অবস্থা দাঁড়াল যে, ঘুমোলেই শক্তি আর জেসমিনের স্বপ্ন। তা ছাড়া জেগে থাকার সময়টুকুতেও পুরোপুরি নিস্তার নেই। মনে হচ্ছে, আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব! আয়নায় নিজের চেহারা দেখে শিউরে উঠি। চোখের কোল বসে যাওয়া, চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়া এই লোকটাই কি রণবীর চৌধুরী? মায়ের কথা মতো রাতে ঘুমের ওষুধ খাওয়া শুরু করেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিস্তার পাইনি।

মা বেশ চুপচাপ হয়ে গেছে। শুধু আশঙ্কা ভরা চোখ নিয়ে আমাকে দ্যাখে। আর উচ্ছ্বল মিতার হাসি কোথায় মিলিয়ে গেছে।

আমার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল শক্তির ওপরে, জেসমিনের ওপরে, টমাসের ওপরে। আমি তো কারও কোনও ক্ষতি করিনি! তা হলে শক্তি নামে রাগী মাতাল জুয়াড়ীর ভূত আমার ঘাড়ে এরকম করে সওয়ার হয়েছে কেন? দিন-রাতের প্রতিটি মুহূর্তে আমি অসহায়ভাবে ছটফট করতে লাগলাম। স্বপ্নে দেখা জায়গাগুলো যদি অন্তত চিনতে পারতাম তা হলে সেখানে গিয়ে কিছু খোঁজ-খবর করা যেত। জায়গাগুলোর বর্ণনা দিয়ে সমীরকে বেশ কায়দা করে প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু ও ঠিকমতো কিছু বলতে পারেনি।

সুতরাং, রোববার বিকেলে যখন মিতার সঙ্গে বেরোলাম তখন মনের অবস্থা ভীষণ বিপর্যস্ত। মিতাও চুপচাপ ছিল। প্রয়োজনের বেশি একটা কথাও বলছিল না। আমার হাতে ক্যাসেট লাগানো টেপ-রেকর্ডার আর ছোট খাতাটা। ডক্টর এন. কে. সেন রমাদের বাড়িতেই থাকেন—আমহার্স্ট স্ট্রিটে, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে।

একটা ট্যাক্সি ধরে মিনিট পনেরোর মধ্যেই পৌঁছে গেলাম

বেশ পুরনো বড়সড় বাড়ি। কার্নিশের খাঁজে-খাঁজে গোলা পায়রা বাসা বেঁধেছে। প্লাস্টার অনেক জায়গাতেই উঠে গেছে। বিশাল দরজার চৌকাঠ পেরোনোর সময়ে কেমন একটা ইতস্তত ভাব জেগে উঠল। কিন্তু মিতা দেখলাম অনেক সহজ হয়ে গেছে। এ-বাড়িতে ও অনেকবার এসেছে। ফলে ঢুকেই রমার নাম ধরে

BanglaBook.org

ডাকাডাকি শুরু করে দিল।

রমা আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। লক্ষ করছিলাম, শঙ্কা ও কৌতূহলের চোখে ও বারবারই আমাকে দেখছিল।

রমার মা-বাবা, কাকা-কাকিমার সঙ্গে আলাপ হল। কিন্তু পিসেমশাইকে তখনও দেখিনি। চা-জলখাবার দিয়ে আপ্যায়ন শেষ হলে রমা উঠে দাঁড়াল। মিতাকে বলল, 'তোরা একটু বোস, আমি পিসেমশাইকে তুরন্ত খবর দিয়ে আসি, তারপর তোদের নিয়ে যাব!'

আমরা ঘরে বসে রইলাম। মিতার কাছে জানলাম, নবকৃষ্ণ সেনকে অনাথ মেধাবী ছাত্র হিসেবে রমার ঠাকুর্দা আশ্রয় দিয়েছিলেন। পরে বিদ্বান যুবকের সঙ্গে বড় মেয়ের বিয়ে দেন। রমার ওই একজনই পিসি, বছর ছয়েক হল মারা গেছেন। আর নবকৃষ্ণ সেন প্রথম প্রবেশের পর থেকে এ-বাড়ির ছাদের আশ্রয় ছেড়ে কখনও কোথাও যাননি।

একটু পরে রমা এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল।

দোতলার বারান্দার শেষ প্রান্তে কোণের দিকের ঘর। পশ্চিম দিক খোলা থাকায় আকাশ দেখা যাচ্ছে। সূর্য ডুবে গেছে এই-মাত্র আকাশ লাল।

নবকৃষ্ণ সেনের বয়েস আশির নীচে নয়। একগাদা কাগজপত্রের মাঝে ক্যাশবাক্স গোছের খাটো টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছেন। টকটকে ফরসা গায়ের রঙ। চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ। চোখে চশমা। চশমার ডাঁটি থেকে সুতো ঝুলছে কানের পাশ দিয়ে। পেছনে দুটি তাকিয়া থাকা সত্ত্বেও নবকৃষ্ণ সেন ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছেন। মাথার পেছনে ছোট জানলা। জানলার প্রান্তে ঝুলন্ত একটা ছোট্ট খাঁচায় একজোড়া বদ্রি পাখি চঞ্চলভাবে খেলা করছে।

ঘরের বাকি আসবাবপত্র বলতে চার দেওয়াল ঢাকা অসংখ্য বই। আর মেঝেতে বেশ বড় ফরাস পাতা।

আমরা তাঁর কাছাকাছি গিয়ে বসলাম। রমা বোধহয় আগেই সংক্ষেপে ব্যাপার-স্যাপার জানিয়ে রেখেছিল, কারণ পরিচয়ের

BanglaBook.org

পালা সাঙ্গ হতেই উনি ভরাট গলায় ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করলেন, 'টেপটা এনেছ ?'

আমি বললাম, 'এনেছি। বাজাব ?'

'বাজাও। রমা, বাতিটা জ্বেলে দে তো—।'

রমা উঠে গিয়ে সুইচ টিপল। ওঁর টেবিলের ওপরে ঝুলন্ত শেড দেওয়া একটা বাতি জ্বলে উঠল। উনি কাগজ নিয়ে কলম হাতে তুললেন আমি টেপটা বাজিয়ে দিলাম।

কুড়ি মিনিট আমরা চারজনেই চুপচাপ। টেপের কথা শেষ হতেই রেকর্ডার বন্ধ করে দিলাম।

ডক্টর সেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আমি ছোট খাতাটা খুলে দেখতে লাগলাম।

উনি কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'ইন্ডিয়ান ট্রাইব্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ—।'

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, 'স্বপ্নের মধ্যে হরফগুলো কিন্তু ইংরেজি দেখেছিলাম।'

ডক্টর সেন আমার দিকে সরাসরি তাকালেন ঃ 'ঠিকই দেখেছ ইংলিশ অ্যালফ্যাবেটওয়ালা ট্রাইব্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে—।'

আমি উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলাম। খাতার পাতা উলটে দেখে বললাম, 'সিম্ কথাটার মানে বলতে পারেন ?'

'সিম্ ?' কিছুক্ষণ চোখ বুজে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক শুনেছ, সিম্ ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, স্বপ্নের মধ্যে স্পষ্ট শুনেছি।'

নবকৃষ্ণ সেন হাসলেন। ওঁর চামড়ার ভাঁজ সংখ্যায় বেড়ে গেল। বললেন, 'স্বপ্নের মধ্যে যদি ঠিক শুনে থাকো তা হলে তোমার শ্রুতিশক্তির প্রশংসা করতে হয়। সিম্ মানে পাখি।'

আমি কৌতূহল চাপতে পারছিলাম না। খাতাটা হাতের মধ্যে ঘেমে উঠছিল। জিগ্যেস করলাম তৎক্ষণাৎ, 'কোন ভাষায় ?'

ডক্টর সেন জবাব দেওয়ার আগেই একটা ঘটনা ঘটল।

অবশ্য ঘটনা না বলে দুর্ঘটনাও বলা যেতে পারে।

হঠাৎই আমার চোখের সামনে সব আঁধার হয়ে গেল। রমা,

BanglaBook.org

মিতা, ডক্টর সেন, সবাই ঝাপসা হয়ে গিয়ে শুধু জেসমিন ভেসে উঠল।

একটা ঘরে দাঁড়িয়ে আছি আমি। ঠিকভাবে বলতে গেলে দাঁড়িয়ে নেই, মদের নেশায় টলছি। হাতে বোতল। জেসমিন কান্না মেশানো গলায় কথা বলল। ভাষা বুঝলাম না, তবে কোনও অলৌকিক ক্ষমতায় তার অর্থ বুঝে গেলাম ঃ 'বউয়ের পয়সায় নেশা করতে তোমার লজ্জা করে না ?'

অসহ্য রাগে তীব্র গলায় ওই একই ভাষায় জবাব দিলাম আমি, 'বিয়ের আগে পয়সা তোমার ছিল, এখন আমার !'

তারপর গুনগুন করে গান গেয়ে হা-হা করে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উঠলাম। জেসমিন কাঁদতে-কাঁদতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

চোখের সামনে আবার নবকৃষ্ণ সেনের ঘরটা ফুটে উঠল। রমা ভয়ার্ত চোখে আমাকে দেখছে। মিতা মুখ নিচু করে বসে আছে। ওর দেহ অল্প-অল্প কাঁপছে। বোধহয় কান্না চাপতে চেষ্টা করছে। আর ডক্টর সেন কপালে ভাঁজ ফেলে আমাকে দেখছিলেন।

আমি মাথার পেছনটায় হাত বোলাচ্ছিলাম। বেশ ব্যথা করছে। ইতস্তত করে বললাম, 'হঠাৎ-হঠাৎ এরকম হয়ে যাচ্ছে। কী যে অসুখ কিছুতেই বুঝতে পারছি না— !'

নবকৃষ্ণ সেন চশমাটা লেখার কাগজের ওপরে নামিয়ে রাখলেন। বললেন, 'আমি অসুখের ডাক্তারি জানি না, ভাষার ডাক্তারি করি। তাতে যদি তোমার অসুখের কোনও উপকার হয় তা হলে যথেষ্ট শান্তি পাব। যে-ভাষা তুমি বাজিয়ে শোনালে, বা এইমাত্র বললে, তা খাসিয়াদের ভাষা। খাসি ল্যাঙ্গুয়েজ। আগে ওদের লেখার কোনও ভাষা ছিল না। সাহেবরা—মানে, বিদেশি ধর্ম-যাজকেরা খ্রিস্টধর্মের প্রচার করতে এসে ওদের লেখার ভাষা তৈরি করে দেয়। তাই ওদের ভাষার হরফগুলো ইংরেজি।'

উনি থামলেন। মিতা আড়চোখে আমার দিকে দেখছিল। আমি কী যে বলব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

ডক্টর সেন ধীরে-ধীরে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি আর কিছু

BanglaBook.org

জানতে চাও, বাবা ?'

আমি বললাম, 'না। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আজ উঠি।' টেপ-রেকর্ডার আর খাতা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। নবকৃষ্ণ সেন সামান্য হাসলেন। চশমাটা আবার চোখে পরে নিলেন।

ঘর থেকে বেরোনোর সময় খেয়াল করলাম আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। বারান্দায় পুরনো আমলের ঘষা কাচের বাতি জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। কার্নিশের পায়রাগুলো ডানা ঝাপটা-ঝাপটি করছে। হয়তো ঘুমোনোর জায়গা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে।

আমার সেই স্বপ্নটার কথা মনে পড়ছিল। আলোর আকর্ষণে রাতের কুয়াশা ভেদ করে উড়ে আসছে রঙ-বেরঙের পাখি ঠিক শ্যামাপোকার মতো। আমার হাতে লিকলিকে বাঁশের লাঠি। বাতাস কাটার সাঁই-সাঁই শব্দ হচ্ছে। আমার পাশে জেসমিন হাততালি দিচ্ছে, হাসছে। পাখির দল আসছে, ঝাঁপিয়ে পড়ছে আলোর কাছে। সিম্! সিম্! সিম্!

সিম্ মানে পাখি। কিন্তু স্বপ্নের ওই জায়গাগুলো আসলে কোথায় ? আমাকে সেটা জানতেই হবে। যেমন করেই হোক।

রমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময়ে স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম, একটা অদ্ভুত চাপা রাগ মনের ভেতরে টগবগ করছে।

ডক্টর প্রধানের দেওয়া টনিক আমি নিয়মিত খাচ্ছিলাম। কিন্তু নবকৃষ্ণ সেনের বাড়ি থেকে ঘুরে আসার পর সেগুলো খাওয়া বন্ধ করে দিলাম। ব্রাহ্মীশাক ঘি দিয়ে ভেজে একবার খেতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এতই তেতো যে, দ্বিতীয়বার খাওয়ার চেষ্টা করিনি। বুঝতে পারছিলাম, আমার অসুখ শরীরের ওষুধে সারবে না।

সোমবার অনেকগুলো কাজ সারলাম।

সমীরের টেপ-রেকর্ডার ফেরত দিলাম। তবে ক্যাসেটটা অনুমতি নিয়ে নিজের কাছেই রাখলাম। তারপর ডক্টর প্রধানের

BanglaBook.org

নির্দেশ মতো ক্লিনিকে গিয়ে মাথার এক্স-রে করালাম। সন্ধে-বেলায় এক্স-রে ছবি নিয়ে এসে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে জাতিস্মর, স্বপ্নতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে নানান গল্প করলাম। কিন্তু আশার কোনও আলো দেখলাম না। সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়েও যে খুব একটা লাভ হবে সেরকম মনে হল না। একটু মনমরা হয়েই বাড়ি ফিরলাম।

মিতা আর মা দুজনে বসে টিভি দেখছিল। আমার হাতে হলদে খাম দেখেই জিগ্যেস করল এক্স-রে-তে কিছু পাওয়া গেছে কি না ছবিটা বের করে ওদের দেখালাম। আমি আগেই দেখেছি একটা নরকরোটি। আমাদের চোখে এর বেশি কিছু ধরা পড়বে না। এখন ডক্টর প্রধানের ডাক্তারি চোখ কী বলে সেটাই জানার বিষয়।

টিভিতে খবর পড়া হচ্ছিল। মিতার চোখ সেদিকে হলেও বুঝতে পারছিলাম ওর একটুও মনোযোগ নেই। হয়তো ভাবছে, রাজ্যের খাসিয়া ভাষা কী করে আমার মগজে ঢুকে গেল।

মা আমাকে কিছুক্ষণ ধরে দেখল। তারপর বলল, 'একমাসের ছুটিতে একটু বিশ্রাম করিস। আর টনিকগুলো ঠিকমতো খাচ্ছিস তো?'

আমি ছোট্ট করে 'হুঁ' বললাম। আমার মাথার মধ্যে জেসমিন আর শক্তির কথা ঘুরছিল। তা হলে কি স্বপ্নে আমি যে-জায়গাগুলো দেখেছি সেগুলো খাসিয়াদের দেশ? আসাম, মেঘালয় এসব অঞ্চলে খাসিয়ারা থাকে শুনেছি। শক্তিকে দেখে যতটুকু বুঝেছি, সে বাঙালি। সে ওখানে, ওদের মাঝে গিয়ে হাজির হল কেমন করে!

খবর শেষ হতেই মিতা উঠে পড়ল বলল, 'দাদা, তুই এখন আর বেরোস না, তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসছি। চা খাবি তো?'

টিভির পরদাতে চোখ ছিল। বললাম, 'হ্যাঁ, একটু আদা দিয়ে করিস।'

ঘাড় নেড়ে রান্নাঘরের দিকে রওনা হল মিতা। যাওয়ার

BanglaBook.org

সময় গুনগুন করে গান করছিল—বোধহয় নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করছে। আমি ওর ছেড়ে যাওয়া চেয়ারটায় বসে পড়লাম, মায়ের পাশে।

একটি স্পেশাল রিপোর্ট দেখানো হচ্ছে এই ঘোষণা করে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক তথ্যচিত্র গোছের কিছু একটা শুরু হল। তার প্রথম দৃশ্যটি দেখেই আমার বুকের ধকধক শব্দ কয়েক গুণ বেড়ে গেল। কপালে ঘামের বিন্দু ফুটতে শুরু করল।

গাঢ় অন্ধকার রাত। আলোর আকর্ষণে পাখি উড়ে আসছে নানা দিক থেকে। হ্যাজাক লণ্ঠন সামনে রেখে লম্বা লিকলিকে লাঠি হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে শিকারীরা। উড়ন্ত পাখি মাথার ওপরে এলেই সাঁই-সাঁই করে লাঠি চালাচ্ছে চাবুকের মতো।

এ যে আমার স্বপ্ন! কোনও ভুল নেই তাতে।

আমি মেরুদণ্ড সোজা করে বসলাম।

ঘোষক তার ধারাবিবরণী শুরু করল।

জায়গাটির নাম জাটিঙ্গা। আসামের নর্থ কাছাড় হিল্‌স্‌ জেলার একটি গ্রাম। আয়তন মাত্র পাঁচ-ছ' বর্গ কিলোমিটার। হাজার দেড়েক খাসিয়া উপজাতির মানুষ সেখানে বাস করে। অন্ধকার কুয়াশার রাতে অনুকূল বাতাস থাকলে উজ্জ্বল আলোর আকর্ষণে উড়ে আসে হাজার-হাজার পাখি। আলোর কাছে এসে সম্মোহিতের মতো বসে থাকে। স্থানীয় খাসিয়াদের অনেকেই আলোর কাছাকাছি উড়ন্ত পাখিদের লম্বা লাঠি দিয়ে আঘাত করে। তারপর তাদের মেরে খায়। অবশ্য পাখিগুলো ধরে অনেকে ওদের পোষ মানানোর চেষ্টাও করেছে, কিন্তু পাখিগুলো বাঁচেনি। ওরা মানুষের দেওয়া খাবার খায় না। শেষপর্যন্ত একরকম অনশনেই ওরা মারা যায়।

দু-একটা স্থিরচিত্র ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো হচ্ছিল। একই-সঙ্গে চলছিল ধারাভাষ্য। আলোর আকর্ষণে শ্যামাপোকার মতো পাখি উড়ে আসে এমন ঘটনা পৃথিবীর আর কোথাও কখনও শোনা যায়নি। জাটিঙ্গা গ্রামে কমপক্ষে নব্বই বছর ধরে ঘটছে এই

BanglaBook.org

ঘটনা। কিন্তু কৌতূহল নিয়ে রহস্যময় পাখির বিষয়টা বিশ্লেষণ করতে কোনও বিজ্ঞানী এতদিন পর্যন্ত এগিয়ে আসেননি। এই প্রথম ডক্টর ধীরেন রায় নামে এক কৃতী বাঙালি বিজ্ঞানী এগিয়ে এসেছেন সমস্যার সমাধানে। আজ টিভিতে তাঁরই সাক্ষাৎকার প্রচারিত হবে। তিনি সম্প্রতি জাটিঙ্গা গিয়েছিলেন সরেজমিনে গবেষণা করতে। দীর্ঘ একমাস পর প্রাথমিক গবেষণার ফলাফল নিয়ে ফিরে এসেছেন। সেই বিষয়েই তাঁকে প্রশ্ন করবেন শ্রীসমর মুখোপাধ্যায়···।

আমার চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল। দেখলাম, সেই দৃশ্যটা। রাতের আঁধারে পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে আমি সাঁই-সাঁই শব্দে লাঠি চালাচ্ছি। নাকে সুরভির সুবাস। পাশে খুশি-মাতাল জেসমিন। পায়ের কাছে হ্যাজাকের আলো।

দু-হাতে মাথা চেপে ধরে আমি ভীষণ গলায় চিৎকার করে উঠলাম—বুক ফাটা যন্ত্রণার চিৎকার। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টলে পড়ে গেলাম মেঝেতে।

মা ভয়ে চিৎকার করে প্রায় ছুটে এল আমার কাছে। মাথাটা কোলে তুলে নিল। ডাকল, 'রুণু! রুণু!'

ঝাপসা চোখে দেখলাম, মিতা চা-জলখাবারের ট্রে হাতে করে ঘরে এসে ঢুকল। চোখ বড়-বড় করে ডেকে উঠল, 'দাদা! দাদা!'

মা হাউমাউ করে এবার কেঁদে ফেলল। জড়ানো গলায় কোনওরকমে বলল, 'মিতু, শিগগিরই ডাক্তার ডাক।'

টিভিতে ইন্টারভিউ তখন পুরোদমে চলছে। আর, শরীরে অবসাদের ভার পাথরের মতো হওয়া সত্ত্বেও টের পাচ্ছিলাম, আমি বিড়বিড় করে কথা বলছি—

'জাটিঙ্গা! জাটিঙ্গা! জেসমিন। শক্তি। টমাস। জাটিঙ্গা···।'

তারপর আর কিছু মনে নেই।

BanglaBook.org

৪

শুক্রবার রওনা হলাম জাটিঙ্গার পথে।

সেদিন রাতে পাড়ার ডক্টর বোসকে ডেকে এনেছিল মিতা। উনি ইঞ্জেকশান দিয়ে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সারা রাত মা আর মিতা বসেছিল আমার মাথার কাছে। সকালে ঘুম ভাঙতে মিতার কাছে শুনলাম, সারা রাত ধরেই নাকি আমি জেসমিন, শক্তি, টমাস, জাটিঙ্গা—এই শব্দগুলো ক্রমাগত উচ্চারণ করেছি। আর দু-বার ভয়ংকরভাবে চিৎকার করে উঠেছি।

মঙ্গলবার দিনটা বেশ অসুবিধের মধ্যে কেটেছে আমাদের। কারণ, সেদিন থেকে হঠাৎই মা জ্বরে পড়েছে। জ্বর কম হলেও মায়ের বয়েস ও মনের অবস্থা চিন্তা করে সেটাকে হালকাভাবে নেওয়া যায় না। আমরা দোতলায় থাকি। তিনতলায় থাকেন যোগেশবাবুরা। আমি যোগেশদা বলি। ভদ্রলোক পি. ডব্লিউ. ডি.-তে চাকরি করেন। খুব ভালো লোক। উনি আর ওঁর স্ত্রী ভীষণ সাহায্য করলেন। বরাবরই করেন। যোগেশদা অফিস কামাই করে ফেললেন। মিতাও ইউনিভার্সিটিতে গেল না।

মঙ্গলবার রাতে আমি একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। আর তখন থেকেই জাটিঙ্গা যাওয়ার জন্যে মনটা ছটফট করতে লাগল। মনে একটা অদ্ভুত ধারণা তৈরি হয়ে গেল যে, জাটিঙ্গা গেলেই আমার স্বপ্ন-রহস্যের জট খুলে যাবে। আর আমিও বেঁচে উঠব এই ভয়ংকর অবস্থা থেকে।

অতএব বুধবার সকালে শরীরটা একটু জুত লাগতেই মিতাকে বলে বেরিয়ে পড়লাম।

রাসেল স্ট্রিটের 'অসম হাউস'-এ গিয়ে জাটিঙ্গা সম্পর্কে বহু খবরাখবর জোগাড় করলাম। এক-রে প্লেটটা সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিলাম। ফেরার পথে সেটা ডক্টর প্রধানের চেম্বারে জমা দিয়ে চলে এলাম। উনি তখন ছিলেন না। থাকবেন না জানতাম। তা

BanglaBook.org

ছাড়া ওঁর ডাক্তারি মতামতের ওপরে আমার আর কোনও আগ্রহ ছিল না।

বৃহস্পতিবার মা একটু ভালো হয়ে উঠল। এই প্রথম মা ও মিতাকে বললাম, আগামীকাল আমি জাটিঙ্গা রওনা হচ্ছি।

মিতা আগেই বোধহয় কিছুটা আঁচ করেছিল। মা তো কেঁদেই ফেলল।

আমি বললাম, 'তুমি কি চাও তোমার একমাত্র ছেলে সারা জীবন পাগল হয়ে বেঁচে থাকুক?'

মা কাঁদতে-কাঁদতেই মাথা নাড়ল। মিতা চুপ করে রইল।

আমি আবার বললাম, 'মা, ডিপার্টমেন্ট থেকে এক মাস ছুটি নিতে আমাকে একরকম বাধ্য করেছে। এটা যে ঠিক কী ধরনের অপমান তুমি বুঝবে না। তা ছাড়া ক্লাসে, মিতার বন্ধুর বাড়িতে, সব জায়গায় ওই স্বপ্নের রোগ আমাকে অপদস্ত করেছে। সে যে কী লজ্জা তোমাকে কী করে বোঝাব!'

মা মুখে আঁচল গুঁজে ছিল। আঁচল সরিয়ে বলল, 'বুঝি রে, সব বুঝি। তবু—।'

মিতা এতক্ষণে কথা বলল, 'দাদাকে বাধা দিয়ো না, মা। ওর যাওয়া দরকার।'

আমি দু-হাতে মাথার চুল খামচে ধরে বললাম, 'আমার মাথার ভেতরে দিন-রাত একটা আগ্নেয়গিরি জ্বলছে। যে-কোনও মুহূর্তে তার মুখ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসবে গরম লাভা। মনে হচ্ছে, আমার নাক, কান, মুখ, চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে গরম লাভার স্রোত। এ যে কী সাংঘাতিক যন্ত্রণা তা তোমাকে বোঝানো যাবে না। ওঃ—!'

মা চোখের জল মুছল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: 'জোর করে কাউকে ধরে রাখা যায় না। তোর বাবাকে ধরে রাখতে পারিনি। তুই কোথায় যাবি বলছিস, যা। মাথার ওপরে যিনি আছেন তিনিই যা করার করবেন।'

মিতা জিগ্যেস করল, 'ক'দিন লাগবে রে?'

'কী জানি। আমি সময় করে চিঠি দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে

BanglaBook.org

তোরা কোনও চিঠিপত্র দিস না। আমি কোথায় থাকি-না-থাকি তার তো কোনও ঠিক নেই!' একটু থেমে আবার বললাম, 'তুই মাকে নিয়ে সাবধানে থাকিস। তা ছাড়া, যোগেশদা-বৌদিকে বলে যাব'খন। কোনও অসুবিধে হলে ওদের বলিস'

মা নির্জীব গলায় বলল, 'মিতু, রুণুর জিনিসপত্র গোছগাছ করে দিস—।'

সে-দিনটা ঘোরাঘুরি করে টাকার ব্যবস্থাপত্র করলাম। পর দিন গোছগাছের কাজে মন দিলাম।

শুক্রবার রওনা হওয়ার আগে মনে করে দুটো জিনিস সঙ্গে নিয়েছিলাম। সমীরের থেকে ধার করা ক্যাসেটটা, আর ছোট খাতাটা—যার মধ্যে স্বপ্নগুলোর বিস্তারিত বিবরণ লেখা আছে।

জাটিঙ্গার পেঁাছে চোখ একেবারে জুড়িয়ে গেল।

গাঢ় সবুজ বরাইল পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম। কচ্ছপের পিঠের মতো জমির ওপরে ছড়ানো-ছেটানো গোটা গ্রামের ঘর-বাড়ি। ঘর-বাড়ি বলতে টিনের চাল বা খড়ের চাল দেওয়া কাঠ-দরমা-সিমেন্টের ঘর। প্রতিটি ঘরের লাগোয়া সুন্দর ফুলের বাগান। আমার সব কিছু কেমন চেনা-চেনা লাগছিল।

শুক্রবার কলকাতা ছেড়ে ট্রেনে রওনা হয়েছিলাম। শনিবারে এসে পেঁাছেছি গৌহাটি। সেখান থেকে রাতের ট্রেন ধরে পরদিন সকাল দশটা নাগাদ নেমেছি লোয়ার হাফলঙ স্টেশনে। স্টেশনটা নিচু জমিতে। এক গাদা সিঁড়ি ভেঙে ওপরের রাস্তায় উঠে এসে শেয়ারের ট্যাক্সি—আসলে ঝাঁঝরা পুরনো জিপগাড়ি—ধরলাম। আধঘন্টার চড়াই রাস্তা ভেঙে জিপ আমাকে নামিয়ে দিল হাফ-লঙ বাজারের সামনে।

জায়গাটা আধা-শহর মতো। আজ রবিবার, তাই পথে ভিড় কম। তবু তারই মধ্যে চোখে পড়ছে বাঙালি, অসমীয়া আর মঙ্গোলীয় ধাঁচের মুখ—নানান উপজাতির মানুষ। কেউ বা পোশাকে সাহেবি, আবার কেউ বা সনাতনী। পশ্চিমী সাজের

BanglaBook.org

কয়েকটি মেয়েকে চোখে পড়ল। আবার পিঠে শিশু বেঁধে বয়ে নিয়ে চলেছে এমন মহিলাদেরও দেখলাম।

লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একটা গেস্ট-হাউসের সন্ধান পেলাম। সঙ্গে মালপত্র এমন এনেছি যাতে নিজেই বইতে পারি। অতএব বিশ-পঁচিশ মিনিটের হাঁটা পথ পেরিয়ে গেস্ট-হাউসে পেঁছিতে তেমন একটা অসুবিধে হয়নি।

যেমন সুন্দর গেস্ট-হাউস, তেমনই সুন্দর তার প্রাকৃতিক পরিবেশ। সবুজ ঘাসে ঢাকা উঁচু-নিচু ঢেউ খেলানো জমি। একটু দূরেই মনোরম সরোবর। সেখানে সাদা হাঁসের দল সাঁতার কাটছে। সরোবরের ওপরে একটা সরু সাঁকোও চোখে পড়ল। ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূরের পর্বতমালা আর মেঘের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল ওরা যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

গেস্ট-হাউস যিনি দেখাশোনা করেন তাঁর কাছেই শুনেছি জাটিঙ্গা এখান থেকে প্রায় ন' কিলোমিটার দূরে, দক্ষিণ দিকে, ওই পর্বতমালার কোলে। ভদ্রলোক অসমীয়া। নাম হীরেন্দ্র ফুকন। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করলাম। জাটিঙ্গা ও হাফলঙ সম্পর্কে কিছু খবরাখবর পাওয়া গেল। এক সময় আমি জিগ্যেস করলাম, 'আপনি এখানে কতদিন ধরে আছেন?'

উনি বললেন, 'তা প্রায় আটাশ বছর—।'

'আপনার আগে এই গেস্ট-হাউস কে দেখাশোনা করত?'

ফুকন হেসে ফেললেন। বললেন, 'আপনার প্রশ্নটা আমি ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। আসলে আমি হাফলঙে আছি প্রায় আটাশ বছর। তার আগে গৌহাটিতে ছিলাম। আর এই গেস্ট-হাউস তৈরি হয়েছে ষোলো বছর।'

আমি দমে গেলাম। তবে তখনকার মতো। ফুকনের কাছে জাটিঙ্গা রওনা হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, 'জাটিঙ্গায় কী জন্যে যাবেন?'

বললাম, 'একটা কাজ আছে।'

BanglaBook.org

'আজ তো রোববার। তা হলে আজ আর রওনা না হয়ে কাল ভোরে বাজারের কাছ থেকে শিলচরের বাস ধরুন, আধঘণ্টায় জাটিঙ্গা পেঁছে দেবে। বাসে না যান একটু বেলায় শেয়ারের ট্যাক্সিও পাবেন। আবার সন্ধেবেলায় বাস ধরে হাফলঙে ফিরে আসতে পারবেন।'

আমি শক্তি আর জেসমিনের কথা ভাবছিলাম। শক্তির পক্ষে এই গেস্ট-হাউসে থাকা সম্ভব ছিল না, কারণ গেস্ট-হাউসটা যথেষ্ট পুরনো নয়। সে এখানে বিদেশি ছিল—হয়তো কোনও চাকরি বা ব্যবসার কাজে জাটিঙ্গা অথবা হাফলঙে, কি কাছাকাছি কোথাও এসে উঠেছিল সে। কিন্তু জেসমিন? জেসমিন তো জাটিঙ্গারই মেয়ে!

কী মনে করে প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত করেই বসলাম, 'মিস্টার ফুকন, আপনি শক্তি বা জেসমিন নামে কাউকে চেনেন, বা নাম শুনেছেন?'

ভদ্রলোকের দু-চোখে বিমূঢ় ভাব দেখে একটু বিশদ হয়ে বললাম, 'ছেলেটি বাঙালি, আর মেয়েটি খাসিয়া, ওরা বিয়ে করেছিল···।'

ফুকন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'নাঃ. মনে পড়ছে না তবে জেসমিন নামটা যেন একটু চেনা-চেনা ঠেকছে। জাটিঙ্গার মেয়ে জেসমিন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' আমি আগ্রহে তাঁর কাছে ঝুঁকে এলাম।

আমরা গেস্ট-হাউসের উঁচু লাউঞ্জে বসে আছি। সামনে পাইন গাছ। দাঁড়কাক কর্কশ স্বরে ডাকছে। সামনের বারান্দার রেলিঙে চড়ুই পাখি কিচিরমিচির করে লাফালাফি করছে। দূরে লেকের জলে স্নান করছে দুজন লোক দুপুরের নির্জনতা মন বিষণ্ণ করে দিতে চাইছে।

ফুকন বললেন, 'অনেক আগে বোধহয় ওই নামের একটি মেয়ে হাফলঙে চাকরি করত, ফরেস্ট অফিসে—।'

'কতদিন আগে?'

'তা প্রায় বাইশ-চব্বিশ বছর আগে, কি তার বেশি হবে—ঠিক

BanglaBook.org

মনে পড়ছে না।'

'আপনি তাকে চিনতেন ?'

'না, ঠিক চিনতাম না···তবে হাফলঙ তো আর গৌহাটি নয়, ছোট জায়গা। তাই অনেকেই অনেককে জানে। সেইরকম আর কি। মুখ চিনতাম, নাম জানতাম। তা ছাড়া মেয়েদের নাম-টাম কি চট করে কেউ ভোলে ? ভোলা যায় ?' ফুকন খারাপভাবে হাসলেন। তারপর বললেন, 'অবশ্য নামটা জেসমিন না চেসমি সেটা আমি খুব শিয়োর নই···তা ছাড়া সে বাঙালি বিয়ে করেছিল বলে কিছু শুনিনি।'

আমার বয়েসের কথা ভাবলে এবং যদি আমি জাতিস্মর বলে নিজেকে ধরে নিই তা হলে, শক্তি ও জেসমিনের যে-কাহিনী আমার স্বপ্নে ধরা পড়েছে তা অন্তত চল্লিশ বছরের পুরনো। শক্তি মারা গেছে। জেসমিন বেঁচে আছে না মারা গেছে জানি না। কোথায় আছে তাও জানি না। স্বপ্নে যে-লেক আমি দেখেছি তার সঙ্গে হাফলঙের এই লেকের কোনও মিল তো নেই-ই, উপরন্তু ফুকনের কাছে জেনেছি, এই লেক তৈরি হয়েছে মাত্র আঠেরো বছর। তা ছাড়া জাটিঙ্গায় কোনও লেক নেই, কোনও কালে ছিল না। তা হলে কি শক্তির মৃত্যু হয়েছিল অন্য কোনও জায়গায় ? এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে জেসমিন আবার ফিরে এসেছিল এখানে ? চাকরি নিয়েছিল বন দপ্তরে ? প্রশ্নের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে আমার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। একইসঙ্গে জাটিঙ্গা রওনা হওয়ার জন্যে মনটা আনচান করে উঠল।

ফুকন চলে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ একা-একা লাউঞ্জে ঘোরাফেরা করলাম। দূরের পাহাড় আর লেক আমাকে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল।

সেদিন রাতে গেস্ট-হাউসের আরামের বিছানায় ঘুমিয়ে আবার স্বপ্ন দেখলাম জেসমিনকে। তবে স্বপ্ন ভাঙার পর খেয়াল করলাম মাথার ব্যথাটা আগের চেয়ে অনেক কম লাগছে। ছোট খাতায় ব্যাপারটা টুকে রাখলাম। স্বপ্নটা পুরনো বলে আর নতুন করে লিখলাম না।

BanglaBook.org

পরদিন ভোরে বাস ধরে পৌঁছে গেলাম আমার স্বপ্নের দেশ জাটিঙ্গায়।

যেখানে নেমেছি সেই জায়গাটার নাম পয়েন্ট—কন্ডাক্টরের কাছে শুনেছি নেমেই দেখি উলটোদিকে একটা চায়ের দোকান। দরমার বেড়া, টিন, আর বাঁশের খুঁটি দিয়ে তৈরি। দোকানের পেছনে খাদ আর ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের বেশিরভাগই বাঁশগাছ।

খবর পেতে চাইলে প্রথমে এরকম চায়ের দোকান দিয়েই শুরু করা ভালো। সুতরাং দোকানের ভেতরে ঢুকলাম।

এখন সবে সাতটা পনেরো। আবহাওয়ায় পাতলা কুয়াশা রয়েছে। সূর্যের আলো এখনও বরাইল পাহাড়ের আড়ালে। একটু শীত-শীত করছে।

একটা ফরসা বেঁটে-খাটো অসমীয়া ছেলে দ্রুত হাতে চায়ের ব্যবস্থা করছিল। দোকানে আরও তিন-চারজন খদ্দের বসে রয়েছে। সবই উপজাতির মানুষ, মুখ দেখলেই বোঝা যায়। অনেকটা কলকাতায় দেখা চীনা-জাপানী বা নেপালীদের মতো। সকলেরই পরনের বেশভূষা রুক্ষ, ময়লা।

গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আমি দোকানি ছেলেটিকে কাছে ডাকলাম। সবাইকে চা-বিস্কুট জোগান দেওয়ার পর তার হাত একটু খালি হয়েছিল। হাত মুছতে-মুছতে সে কাছে এল। আমি বললাম যে, জাটিঙ্গা গ্রামে আমি একজনের খোঁজ করতে এসেছি। কথাবার্তা ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম ছেলেটি বাংলা মোটামুটি জানে। দোকানের মালপত্র কিনতে প্রায়ই তাকে হাফলঙে যেতে হয়। সেখানে বাঙালিদের দোকানপাট কম নয়। ফলে বাংলা সে রপ্ত করে ফেলেছে। তা ছাড়া তার দেশ করিমগঞ্জেও বাঙালি অনেক আছে। অতএব কথাবার্তায় সুবিধেই হল।

আমি জেসমিন আর শক্তির নাম বললাম, টমাসের কথাও বললাম।

ছেলেটি কিছুক্ষণ কী ভাবল, তারপর বলল, জেসমিন বা শক্তির নাম সে শোনেনি, তবে এ-গাঁয়ে টমাস নামে দু-চারজন আছে।

BanglaBook.org

আমি কী জবাব দেব ভাবছি, তখন সে বসে থাকা অন্য খদ্দেরদের দিকে তাকিয়ে অচেনা ভাষায় খুব দ্রুত উচ্চারণে কী যেন বলল মনে হল, খাসিয়া ভাষা।

উত্তরে তাদের একজন জবাব দিল। এরকমভাবে বার তিনেক কথা চালাচালির পর ছেলেটা আমার দিকে তাকাল। বলল, 'বাবু, ওই লোকটা জাটিঙ্গা গাঁয়েই থাকে। ও বলছে ওদের গাঁয়ে জেসমিন নামে কেউ নেই। তবে টমাস তিনজন আছে। আপনার সেরকম দরকার থাকলে আপনি ওর সঙ্গে গাঁয়ে যান, সেখানে গিয়ে খোঁজখবর করুন। তবে গাঁওবুড়ার সঙ্গে একবার কথা বলে নেবেন—।'

'গাঁওবুড়া?' আমি একটু অবাক হয়ে বললাম।

দোকানি হাসল আমার অজ্ঞতায়। বলল, 'এ গ্রামের হেডম্যান।'

অর্থাৎ, মোড়ল। ওর কাছে আরও শুনলাম, মোড়লই গাঁয়ের একরকম সর্বেসর্বা।

তারপর ছেলেটা 'জন' নাম ধরে ইশারায় একজন খদ্দেরকে ডাকল। যে একটু আগে তিনজন টমাসের সংবাদ দিয়েছে সে উঠে এল। ছোট-ছোট চোখ, মুখে অনেক ভাঁজ, ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি লেগে আছে। তবে কোথায় যেন একটা চাপা সতর্ক ভাব টের পাচ্ছিলাম।

দোকানি বলল, 'আপনি তা হলে জনের সঙ্গে কথা বলুন।' এই বলে সে আবার চা-ইত্যাদিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আমি জনকে আমার কাছে বসালাম। তারপর দুজনের জন্যে আবার চা-বিস্কুটের অর্ডার দিলাম। জন চওড়া হেসে আমার আতিথেয়তা স্বীকার করল। প্রশ্ন করে জানলাম, ও ইংরেজি বোঝে। অতএব এতক্ষণ ধরে যে-প্রশ্নটা বুকের ভেতরে ছটফট করছিল, সেটাই বেরিয়ে এল বাইরে।

'তোমাদের গাঁয়ে যে-তিনজন টমাস আছে তাদের বয়েস কীরকম হবে?'

কিছুক্ষণ ভাবল জন। তারপর বলল, 'দু-জনের বয়েস

BanglaBook.org

আঠেরো থেকে ছাব্বিশের মধ্যে। ঠিক কত বলতে পারব না, তবে আমার চেয়ে বেশ ছোট। আর তিন নম্বর যে-টমাস আছে তার কত হবে ? এই পঞ্চাশ-ষাট !'

আমার বুকের ভেতরে ঘণ্টা বাজতে লাগল।

দোকানি চা-বিস্কুট দিয়ে গেল সামনে। চায়ের ধোঁয়া আমার চোখে-মুখে লাগছিল। স্বপ্নের টমাসের ঝাপসা মুখটা ভেসে উঠতে লাগল বারবার। মুখ স্পষ্ট না দেখতে পেলেও তার চেহারার আদল, হাঁটা-চলা, সবই আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। স্বপ্নে যে-টমাসকে আমি যুবক দেখি, আমার বয়েস হিসেব করলে তার বয়েস এখন পঞ্চাশ-ষাটই হওয়ার কথা। অবশ্য সেক্ষেত্রে দুটো জিনিস আমাকে মেনে নিতে হবে। এক, আমিই আগের জন্মে শক্তি ছিলাম। দুই, টমাস এখনও বেঁচে আছে।

প্রশ্ন করে জানলাম, জনের বিশেষ কোনও কাজ নেই। আমাকে নিয়ে সে গ্রামে যেতে পারে। অতএব তাকে বললাম যে, পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়েসের টমাসের সঙ্গেই আমি দেখা করতে চাই।

চা-বিস্কুটের দাম মিটিয়ে দিলাম। দুটো সিগারেট কিনে জনকে দিলাম। ও খুশি হয়ে 'থ্যাংক য়ু' বলে একটা ধরাল, অন্যটা পকেটে রেখে দিল। দোকানির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।

তখন কুয়াশার স্তর কেটে গিয়ে বেশ সুন্দর পাহাড়ী রোদ ফুটেছে। টুকরো-টুকরো ছন্নছাড়া মেঘ বরাইল পাহাড়ের ছোট-বড় চূড়ায় কুলপি মালাইয়ের মতো আটকে আছে। কয়েকটা সবুজ বাঁশপাতি পাখি ডাকতে-ডাকতে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। আমি আর জন উত্তরমুখো হাঁটতে শুরু করলাম।

আঁকাবাঁকা পিচের আস্তর দেওয়া সড়কের দু-পাশে বাঁশের ঘন জঙ্গল। সেখানে অদৃশ্য ঝিঁঝির দল তারস্বরে ডাকছে। কয়েকটা ট্রাক ও জিপ শব্দ করে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমরা হাঁটছি, আর জন জাটিঙ্গার গল্প বলে যাচ্ছে।

একটা জায়গায় এসে জন পিচের রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকের পাহাড়ী পথ ধরল। পায়ে চলার সরু পথ। বেশ খাড়াই।

BanglaBook.org

দু-পাশে হিজিবিজি ঝোপ-ঝাপ। তার মধ্যে নিশ্চয়ই জবা গাছও ছিল। কারণ, দেখলাম, ঝোপের মাথা ফুঁড়ে বেশ কয়েকটা বড়-বড় লাল জবা উঁকি মারছে।

একই পথ ধরে নেমে আসছে গ্রামের লোকজন। তাদের বেশিরভাগই মহিলা। প্রত্যেকের পিঠে শঙ্কু আকৃতির বেতের ঝুড়ি। ঝুড়ির চওড়া ফিতে মাথায় আটকানো, আর হাতে ছোট-ছোট পোঁটলা, ছুরি-কাটারি। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় তাদের কেউ-কেউ খাসিয়া ভাষায় জনের সঙ্গে কথা বলছিল।

জনকে জিগ্যেস করে জানলাম, এই মহিলা ও পুরুষেরা ঝুমে, অর্থাৎ বাগানে যাচ্ছে। বরাইল পাহাড়ের নানা জায়গায় এদের বাগান বা ক্ষেত আছে। সারাদিন সেখানে চাষবাসের কাজ করে বাগানের সবজি-ফলমূল ইত্যাদি নিয়ে ওরা এই পথ ধরেই আবার গাঁয়ে ফিরবে। ঝুমে আদা, কমলালেবু, লঙ্কা ইত্যাদি নানান জিনিসের চাষ হয়। মেয়েরাই বেশিরভাগ সব দেখা-শোনার কাজ করে। কারণ, এখানকার মাতৃতান্ত্রিক সমাজে তারাই মায়ের সম্পত্তি পায়।

একসময় চড়াই শেষ করে আমরা গ্রামে ঢুকে পড়লাম। মোটামুটি সমতল পথ। লালমাটি ও পাথর মেশানো। দুপাশে ঘরবাড়ি চোখে পড়ছে। খড় বা টিনের চালে ছাওয়া একতলা বাড়ি। বাড়ির লাগোয়া উঠোন আর ফুলের বাগান। মহিলারা গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত। দু-একটা বাচ্চা দাওয়ায় বসে আছে, খেলা করছে।

সমতল পথে মিনিট দশেক হাঁটার পর ডান হাতি ঢালু পথ বেয়ে নামল জন।

আমি তাকে অনুসরণ করলাম। পথের শেষে একটা সুন্দর বাড়ি। কালো আর নীল রঙ করা। সামনের বাগানে অসংখ্য রঙিন ফুল। উঠোনে মা-মুরগি তার ছানাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাবার খুঁটে খাচ্ছে।

সামনের দরজা হাট করে খোলা ছিল। ঘরের ভেতরটা আবছা অন্ধকার। দুটো বেতের চেয়ার অস্পষ্টভাবে দেখা

BanglaBook.org

যাচ্ছে। জন দু-একবার উঁকি মারার চেষ্টা করল। তারপর গলা তুলে ডাকল, 'টমাস! এ টমাস! টমাস!'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। হঠাৎ টের পেলাম, একটা ভোঁতা খটখট শব্দ শোনা যাচ্ছে। যেন কেউ কাঠ কাটছে।

একটু পরেই বাড়ির ডান পাশের বাঁক ঘুরে একটা মানুষ এসে হাজির হল আমাদের সামনে। দেখে বয়েস বোঝার উপায় নেই। ভাঁজ পড়া কঠিন মুখ। শক্তিশালী মাঝারি চেহারা। গায়ে গেঞ্জি। পায়ে জিন্‌স্। আর হাতে একটা ঝকঝকে কাটারি। ঘামে ভিজে মুখ-হাত-পা চকচক করছে। গেঞ্জিও অর্ধেকটা ভেজা।

জনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই লোকটার ভুরু কুঁচকে গেল।

কারণ, সে আমাকে দেখতে পেয়েছে। এবং আমার বুকে ঢিপ-ঢিপ শব্দ শুরু হয়ে গেছে।

জন তাকে কী সব বুঝিয়ে বলল। তখন কাটারিটা উঠোনের একপাশে ছুড়ে ফেলে সে আমাদের ঘরে ডাকল। ঘরে ঢোকার মুখে জন চাপা গলায় বলল যে, এই টমাস। আমি যেন একটু সতর্কভাবে কথাবার্তা বলি, কারণ টমাস অল্পেতেই চটে যায়।

ঘরে ঢুকে আমরা দুটো বেতের চেয়ারে বসলাম। টমাস একটা পরদা সরিয়ে বাড়ির ভেতরে কোথায় চলে গেল। আমি ঘরটা চোখ বুলিয়ে দেখছিলাম।

সুন্দর ছিমছামভাবে সাজানো বিশাল ঘর। ঘরে গোটা দশেক বাঁধানো ফটোগ্রাফ ঝুলছে। তার মধ্যে সাতটাই যিশু, জেরু-জালেম ও মাতা মেরির। বাকি তিনটের মধ্যে একটা গ্রুপ ফটো, একটা একজন যুবকের, আর তৃতীয়টা টমাসের স্কুল ফাইনাল পাশের সার্টিফিকেট।

ঘরের মেঝে লাল সিমেন্টের, তবে দেওয়ালগুলো দরমার ও কাঠের—আকাশী রঙ করা। সিলিং মেসোনাইট দিয়ে ঢাকা।

ঘরে আসবাবপত্র খুবই কম। আমরা যে-দুটো বেতের চেয়ারে বসেছি তা ছাড়া রয়েছে তিনটে ছোট-বড় বেতের টেবিল, আর দুটো বেতের মোড়া। ঘরের কোণের দিকে রাখা একটা টেবিলে কয়েকটা পুরোনো খবরে কাগজ রয়েছে। আর তার পাশে বাঁশের তৈরি

BanglaBook.org

একটা অ্যাশট্রে।

জন আমার দেওয়া দ্বিতীয় সিগারেটটা এখন ধরাল। তারপর উঠে গিয়ে অ্যাশট্রেটা তুলে এনে রাখল আমাদের সামনের সেন্টার টেবিলে।

এমন সময় টমাস এসে ঘরে ঢুকল। গায়ে একটা ডোরাকাটা শার্ট। মুখ নড়ছে—বোধহয় পান চিবোচ্ছে। চোখে সতর্ক দৃষ্টি—তার সঙ্গে একটু সন্দেহও মেশানো রয়েছে। টমাসের হাতে একটা প্লেট—তাতে কয়েকটা পানের পাতা ও কাঁচা সুপুরি।

প্লেটটা সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রেখে টমাস একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল। ইশারায় পান-সুপুরি খাওয়ার অনুরোধ জানাল। তারপর আমার চোখে সরাসরি তাকিয়ে রুক্ষ গলায় ইংরেজিতে প্রশ্ন করল, 'কী চাই ?'

আমার কপালে ঘাম ফুটতে লাগল। জনের সিগারেটের ধোঁয়া আমার মুখের আশেপাশে ঘুরছে। লক্ষ করলাম, টমাস বর্শার ফলার মতো দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। উত্তরের অপেক্ষা করছে।

আমার চোখের সামনে স্বপ্নগুলো আবার ভেসে উঠল। স্বপ্নের টমাসের অস্পষ্ট মুখটা আমার সামনে বসা বর্ষীয়ান টমাসের মুখের সঙ্গে ধীরে-ধীরে যেন মিলে যাচ্ছে।

'বলুন, কী দরকারে এসেছেন আমার কাছে ?'

আমি দম বন্ধ করে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলাম, 'জেসমিন নামে কাউকে চেনেন ?'

টমাস দু-এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। ওর মুখের সতর্ক-ভাব কিছুটা মুছে গেলেও সন্দেহের অংশটুকু থেকেই গেল

শেষে ও বলল, 'জেসমিন নামে জাটিঙ্গায় কেউ থাকে না।'

আমি ক্রমশ মরিয়া হয়ে উঠছিলাম। তাই বললাম, 'এখন না থাকতে পারে, কিন্তু তিরিশ বছর আগেও কি এ-নামে জাটিঙ্গায় কেউ ছিল না ?'

টমাস মাথা গরম করে কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। জনকে একবার দেখল। তারপর বলল, 'কী জানি,

BanglaBook.org

তিরিশ বছর আগের কথা···ঠিকমতো মনে পড়ছে না···।'

'আমি একজনের নাম বলতে পারি। সে-নামটা শুনলে হয়তো মনে পড়তে পারে।' একটু থেমে আমি স্পষ্ট গলায় বললাম, 'শক্তি নামে কোনও ছেলেকে চিনতেন—তিরিশ-বত্রিশ বছর আগে? বাঙালি ছেলে, শক্তি—।'

টমাস জবাব দিতে সময় নিল। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ফাঁদটা ঠিক কোন জায়গায় সেটাই ও আঁচ করতে চেষ্টা করছে। হিসেব করছে, সত্যি বলবে না মিথ্যে বলবে।

জন সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল। তারপর প্লেট থেকে পান-সুপুরি তুলে নিয়ে ভাঙা বাংলা ও ইংরেজি মিশিয়ে আমাকে বলল, 'তাম্বুল খান—তাম্বুল দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করাটা এখানকার রীতি—।'

আমি ওর কথা শুনছিলাম না। টমাসের দিকে তাকিয়ে উত্তরের অপেক্ষা করছিলাম। টমাস জামার একটা বোতাম নাড়া-চাড়া করতে-করতে বলল, 'শক্তি নামটা শোনা-শোনা লাগছে। কন্ট্রাক্টরি না কী একটা কাজে জাটিঙ্গায় এসেছিল—।'

আমি বুঝলাম, এভাবে বেশিদূর এগোনো যাবে না। তাই বললাম, 'আপনি কি জানেন, শক্তি জেসমিনকে বিয়ে করেছিল?'

টমাসের তামাটে মুখ সাদা হয়ে গেল।

এই প্রমাণটুকুই আমি খুঁজছিলাম।

জাটিঙ্গার স্বপ্নে টমাসকে আমি দেখিনি। তবে কেন যেন আমার মনে হয়েছিল টমাস জাটিঙ্গার লোক, খাসিয়া। এখন সেই ধারণা প্রমাণিত হল। কিন্তু টমাসের সঙ্গে জেসমিনের সম্পর্ক কী? আর সেই লেক, অথবা ফুলের বাগানই বা এখানে কোথায়?

টমাস উঠে দাঁড়াল। চোখ দুটো ছোট হল। রূঢ় গলায় জিগ্যেস করল, 'কে আপনি?'

আমিও উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'আমার নাম রণবীর চৌধুরী।'

'শক্তি আপনার কে হয়?'

শক্তি আমার কে হয়? নিজেকেই প্রশ্ন করলাম আমি।

BanglaBook.org

একদিক থেকে সে আমার কেউ নয়, আমাদের দুজনের রক্তের কোনও সম্পর্ক নেই। অথচ আমরা দুজনেই বোধহয় এক। শক্তি আমার আত্মীয় নয়, অথচ পরমাত্মীয়।

টমাসকে এসব কথা বলার কোনও মানে হয় না। সুতরাং জুতসই গল্প যা মনে এল সেটাই বলে দিলাম।

আমি শক্তিদের পরিবারে উকিল। সম্প্রতি শক্তি অনেক সম্পত্তির মালিক হয়েছে। শক্তি বেঁচে নেই আমি জানি। কিন্তু তার স্ত্রী জেসমিন, বা তাদের কোনও ছেলেমেয়ে যদি থাকে তা হলে তারা লক্ষ টাকার এই সম্পত্তি পাক, ভোগ করুক, তাই আমি চাই। কলকাতায় একজনের কাছে আমি ওর বিয়ের খবর খুব সম্প্রতি পেয়েছি, শুনেছি জেসমিনের কথা, টমাসের কথা। আর খবর পাওয়ামাত্রই বেরিয়ে পড়েছি ওর স্ত্রী বা সন্তানের সন্ধানে।

আমার গল্প শুনে টমাস ঘর কাঁপিয়ে হা-হা করে হেসে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে হাসল। ওর চোখের কোণে জল এসে গেল শেষে বলল, 'ওই ভিখারী কুত্তাটা লাখ টাকার সম্পত্তি পেয়েছে! ওঃ ক্রাইস্ট! ব্যাটা টাকার লোভে কী কাণ্ডটাই না করেছিল! জেসমিনের জীবনটা একদম শেষ করে দিয়েছিল। তারপর—।'

'তারপর?'

টমাস হঠাৎই সতর্ক হল। ভয় পেল, অপরিচিতের কাছে অসাবধানী হয়ে বিপদসীমার বাইরে মুখ খুলে ফেলেছে বলে। একটু আগেই ও বলেছিল, জেসমিন নামে এখানে কেউ ছিল কি না ওর মনে পড়ছে না।

আমি আবার জিগ্যেস করলাম, 'তারপর? জেসমিন এখন কোথায়? বেঁচে আছে, নাকি—।'

আমার কথা কেড়ে নিয়ে টমাস বলল, 'শক্তি মরে গেছে। জেসমিন মরে গেছে। সব শেষ। তারপর আর কিছু নেই। আপনি এখন যেতে পারেন।'

জেসমিন মরে গেছে! সব শেষ! আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

টমাস সেটা বুঝতে পারল। ওর চোখের দৃষ্টি চঞ্চল হল। খাসিয়া ভাষায় জনকে কী সব বলল। জন উঠে দাঁড়াল রওনা

BanglaBook.org

হওয়ার জন্য।

অতৃপ্ত মন নিয়ে জনের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

সূর্য অনেকটা ওপরে উঠে গেছে। সাদা আর নীল পোশাক পরা বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে। আমি কুড়িটা টাকা বের করে জনের হাতে দিলাম। বললাম, টমাসের কাছ থেকে তো আর কোনও খবর পাওয়া যাবে না, তা হলে এখন কী করব? কার কাছে জেসমিনের খোঁজ করব?

জন ইতস্তত করে টাকাটা পকেটে রেখে বলল, 'আপনি গাঁও-বুড়ার সঙ্গে একবার কথা বলে নিন। তা হলে খোঁজখবর করতে সুবিধে হবে।'

অগত্যা জনের কথায় রাজি হলাম। বললাম, 'আমাকে হেড-ম্যানের কাছে নিয়ে চলো—।'

এদিক-সেদিক করে পাহাড়ী পথের চড়াই-উৎরাই ভেঙে জন এগিয়ে চলল। আমি অনভ্যস্ত সতর্ক পায়ে ওকে অনুসরণ করলাম। পথে বেশ খানিকটা খোলা জায়গায় একটা গির্জা চোখে পড়ল। জনের কাছে জানলাম, খাসিয়ারা প্রায় সকলেই খ্রিস্টান। ওরা প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত গির্জায় হাজিরা দেয়।

আমার মাথায় খুব দ্রুত একটা চিন্তা খেলে গেল।

জনকে জিগ্যেস করলাম, 'তোমাদের বিয়ে কি গির্জায় হয়?'

ও বলল, 'হ্যাঁ। ফাদার বাইবেল পড়ে। তারপর—।'

আমি ওকে বাধা দিয়ে বললাম, 'ফাদারের নাম কী?'

'ফাদার ওবেস্টিন। এ গাঁয়েরই লোক, খাসিয়া। আমাদের গির্জায় বাইবেল পড়া হয় খাসিয়া ভাষাতেই।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'ফাদার ওবেস্টিনের বয়েস কত?'

একটু ভেবে জন বলল, 'ষাট-পঁয়ষট্টি হবে।'

'কতদিন ধরে উনি গির্জার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন?'

জন হেসে বলল, 'জানি না, তবে ছোটবেলা থেকেই ওঁকে গির্জায় দেখছি···।'

'আমি ওঁর সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে, কেমন?'

BanglaBook.org

জন অদ্ভুতভাবে মাথা নাড়ল। তারপর আঙুল উঁচিয়ে বলল, 'ওই যে, হেডম্যানের বাড়ি।'

একটা খাড়াই ঢালের কিনারায় ছোট্ট সমতল জমিতে বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। উঠোনের দড়িতে সার-সার ভিজে জামাকাপড় শুকোচ্ছে। একপাশে নানান রঙের ফুলের বাগান। বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে দুটো ছোট-ছোট ছেলে। তাদের হাতে লিকলিকে বাঁশের লাঠি, স্বপ্নে যেমনটি দেখেছি। লাঠি দুটো শূন্যে উঁচিয়ে ধরে ওরা দ্রুত এদিক-ওদিক নাড়ছে। সাঁই-সাঁই শব্দে বাতাস কাটার শব্দ হচ্ছে।

জন বলল যে, কুয়াশার রাতে পাখি মারার জন্য ওরা লাঠি চালানো রপ্ত করছে। পরশু রাতে আবহাওয়া অনুকূল থাকায় পাখি এসেছিল। গতকাল আসেনি। আজ রাতে যদি আসে, এই আশায় ছেলেরা তৈরি থাকছে পাখি ধরাটা ওদের কাছে একরকম খেলা।

হেডম্যানের নাম মিস্টার রুপ্‌সি। পাথরে খোদাই করা মঙ্গোলীয় মুখ। রঙ কালো। মাথার ছোট করে ছাঁটা চুলগুলো শজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে হাত কাটা গেঞ্জি ও একটা ধুতি, যদিও ধুতিটা লুঙির মতো করে পরা হয়েছে।

আমাদের যত্ন করে বসিয়ে তাম্বুল দিয়ে আপ্যায়ন করলেন তিনি। সঙ্গে চা-ও জুটল। আলাপের পালা শেষ করে আমি জেসমিন আর শক্তির কথা তুললাম। শক্তির সম্পত্তি পাওয়ার গল্পটাও বললাম। জন তাঁকে আরও কী সব বুঝিয়ে বলল।

সঙ্গে-সঙ্গেই সব মনে করতে পারলেন তিনি।

বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে আছে। জেসমিন সুচ্যাঙ।' তারপর খাসিয়া ভাষায় জনকে কয়েকটি কথা বললেন। আবার আমার দিকে ফিরে যা বললেন তার সারমর্ম হল এই ঃ সে অনেকদিন আগের কথা। অন্তত বিশ-তিরিশ বছর তো হবেই। শক্তি সরকার নামে—সরকারই তো ?—হ্যাঁ, ওই নামে একজন কন্ট্রাক্টর এসেছিল জাটিঙ্গায়, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজ নিয়ে। বেশ কিছুদিন ছিল

BanglaBook.org

এখানে। কোথায় ? জেসমিনদের বাড়িতে। এখানে তো হোটেল বলে কিছু নেই। জেসমিনের মা মিসেস সুচ্যাঙ সরকারবাবুকে পেয়িং গেস্ট হিসেবে রেখেছিল। সেই সময়ে জেসমিনের সঙ্গে সরকারবাবুর ভালোবাসা হয়। সে নিয়ে বহুৎ ঝামেলা হয়েছিল। জেসমিন ছিল বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে। আপনি তো জানেন, আমাদের সমাজে মেয়েরাই সব সম্পত্তি পায়। অতএব জেসমিন ছিল লাখ-লাখ টাকার মালিক। ওর বাবা মারা গিয়েছিল। ও আর ওর মা, বাড়িতে এই দুটি প্রাণীই থাকত। তার ওপর ওর মায়ের অসুখ চলছে, শয্যাশায়ী, মরে কি বাঁচে ঠিক নেই। গাঁয়ের অনেকের তখন ধারণা হয়েছিল সরকারবাবু স্রেফ পয়সার লোভে জেসমিনকে ভালোবেসেছে, বিয়ে করতে চাইছে। কারণ, শক্তি সরকার লোকটা খুব সুবিধের ছিল না। নেশা-ভাঙ করত, জুয়া খেলত, তা ছাড়া মেয়েদের ব্যাপারেও স্বভাব খারাপ ছিল—।

আমি মিস্টার রুপ্‌সিকে বাধা দিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'এত কথা আপনি জানলেন কোত্থেকে ?'

হেডম্যান বললেন, 'কিছুটা আমার নিজের জানা। বাকিটা জেনেছি আমার বাবার কাছ থেকে। সে-সময়ে বাবা গাঁওবুড়া ছিলেন। শক্তিবাবুর নামে কয়েকজন মেয়ে বাবার কাছে এসে অভিযোগও করেছিল। কিন্তু জেসমিন আর জেসমিনের মায়ের জন্য তক্ষুনি তাকে গাঁ থেকে বের করে দেওয়া যায়নি। অবশ্য তার কিছুদিন পরে সরকারবাবু জেসমিনকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে চলে যায়। জাটিঙ্গার বসতবাড়িটা বাদে আর সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিল জেসমিন, বেশ কয়েক লাখ টাকা পেয়েছিল।'

'ওর মা কিছু বলেনি ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রুপ্‌সি : 'কী আর বলবে! তা ছাড়া বুড়ির তো তখন মরো-মরো অবস্থা। মাকে ওই অবস্থাতে ফেলে রেখেই জেসমিন চলে যায়।'

'জেসমিনের মা কি এখনও—।'

'না, মারা গেছে। জেসমিন গাঁ ছেড়ে চলে যাওয়ার কিছুদিন

BanglaBook.org

পরেই।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কী !'

'আচ্ছা, টমাসের সঙ্গে জেসমিনের কি কোনও সম্পর্ক ছিল ?'

রূপ্‌সি হাসলেন ঃ 'এ গাঁয়ে সকলেই সকলের আত্মীয়, মিস্টার চৌধুরী। ছোট জায়গা, লোকজনও কম, তাই আমাদের বিয়ে-থা হয় বলতে গেলে নিজেদের মধ্যেই—অবশ্য ভাই-বোন বাদ দিয়ে। টমাসের সঙ্গে জেসমিনের ওইরকম ছাড়া আর কোনও সম্পর্ক ছিল বলে জানি না।'

রূপ্‌সি কথা থামিয়ে চোখ ছোট করে জিগ্যেস করলেন, 'শক্তি-বাবুর সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারটা তো বুঝলাম, কিন্তু টমাসও কি বখরা-উখরা কিছু পাচ্ছে নাকি ?'

প্রশ্নের মধ্যে ঠাট্টা তো ছিলই, উপরন্তু চাপা একটা সাবধান-বাণীও যেন টের পেলাম। নিজের সীমা ছাড়িয়ে বেশি দূর পা বাড়ানোটা ঠিক নয়। উপজাতির মানুষগুলোকে বোঝা মুশকিল, কারণ ওদের মুখে অভিব্যক্তি বলে কিছু নেই। জেসমিন সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেল বটে, তবে না জানাও অনেক কিছু রয়ে গেল।

জনকে ইশারা করে গাঁওবুড়ার কাছে বিদায় চাইলাম।

উঠোন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে রূপ্‌সি বললেন, 'আপনি উকিল, ওকালতির দরকারে জেসমিন সম্পর্কে যত খোঁজখবর করতে চান করুন। তবে গাঁয়ের লোকজন যদি বিরক্ত হয়ে আমার কাছে অভিযোগ করে তা হলে কিন্তু আপনার অসুবিধে হবে। তখন গাঁ থেকে আপনাকে আমি বের করে দেব।'

শেষের কথাটাও রূপ্‌সি বেশ সহজভাবে বললেন। কিন্তু সহজভাবে বললেও কথাটার গুরুত্ব যে এতটুকুও কম নয় তা বুঝতে অসুবিধে হল না। ওঁকে শুকনো ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আর জন পাহাড়ী পথ ধরলাম।

ঠিক সেই সময়ে হেডম্যান খাসিয়া ভাষায় ধমকের সুরে জনকে কী যেন বললেন। জন মাথা নিচু করে শুনল। ঘাড় নেড়ে

BanglaBook.org

সায় দিয়ে অস্পষ্টভাবে কী বলল। তারপর আমার পাশে এসে পা মেলাল। যেটুকু আঁচ করলাম তা হল, এরপর থেকে জনের সাহায্য আমাকে হারাতে হবে। এবং হলও তাই।

পিচের রাস্তায় পেঁছে জন অনুনয়-বিনয় করে আমার কাছ থেকে মুক্তি চাইল। আমি পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে ওর হাতে গুঁজে দিলাম। কিন্তু তাতেও কাজ হল না। ও বারবার কাতরভাবে সাহায্য করার অক্ষমতা জানাতে লাগল। হেডম্যানের কথায় ও ভয় পেয়েছে।

শেষ পর্যন্ত ওকে বললাম, 'তোমাকে আর কোনও সাহায্য করতে হবে না। শুধু ফাদার ওবেস্টিনের সঙ্গে পরিচয়টুকু করিয়ে দাও। তারপরই তোমার ছুটি।'

জনের হাতে আবার একটা বিশ টাকার নোট গুঁজে দিলাম। ও নিমরাজি হল। বলল, 'ফাদার রাত জেগে পড়াশোনার কাজ করেন, দিনে বিশ্রাম নেন। ওঁর সঙ্গে সন্ধেবেলা চার্চে দেখা করাই ভালো।'

শুনে আমি বললাম, 'আজ আর নয়। আজ ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কাল সন্ধেবেলা আমি আসব। পয়েন্টের চায়ের দোকানে তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো—।'

জন ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো। তারপর বলল, 'মূর্তির কাছে চলুন। সেখানে হাফলঙ যাওয়ার জিপ পাওয়া যেতে পারে—আপনাকে গাড়িতে তুলে দিই।'

জিগ্যেস করলাম, 'মূর্তি মানে?'

জন বলল, 'এ-গাঁয়ের প্রতিষ্ঠাতা ইউ. লাখেনবঙ সুচ্যাঙের মূর্তি। ১৯০৫ সালে জেমি নাগাদের কাছ থেকে এই গ্রাম কিনে নিয়েছিলেন লাখোনবঙ সুচ্যাঙ। তাঁর মূর্তির কাছেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। ওটা আমাদের গাঁয়ের সীমানা।'

সুতরাং আমরা দুজনে ইউ. এল. সুচ্যাঙের মূর্তির দিকে এগোলাম। চড়া রোদ্দুর মাথায় করে হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। একইসঙ্গে খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। ফলে হাফলঙের গেস্ট-হাউসে কতক্ষণে পেঁছব সে-কথাই ভাবতে লাগলাম।

BanglaBook.org

হাফলঙে ফিরেই আজকের তদন্তের ফলাফল ছোট খাতাটায় টুকে নিতে হবে। যে করে হোক, জেসমিনকে আমি খুঁজে বের করবই! জীবিত অথবা মৃত!

৫

সন্ধেবেলা গেস্ট-হাউসের লাউঞ্জে বসে ছিলাম, এমন সময় হীরেন্দ্র ফুকন এসে পাশে বসলেন। খবরাখবর জিগ্যেস করলেন। ওঁকে বললাম যে, জাটিঙ্গায় পুরো কাজ এখনও মেটেনি, আগামীকাল আবার যেতে হবে। কথায়-কথায় উনি বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, গতকাল আপনাকে ঠিকই বলেছিলাম। দেড় যুগ আগে ফরেস্ট অফিসে জেসমিন নামে একটি মহিলা কাজ করত। তবে বেশিদিন কাজ করেনি, এই বছর খানেক। তারপর সে আবার উধাও হয়ে যায়।'

শক্তিকে খুন করার পর জেসমিন হাফলঙে এসেছিল। থাকত নিশ্চয়ই জাটিঙ্গায়। কই, হেডম্যান তো আজ সকালে সে-কথা আমাকে বললেন না! অথচ জেসমিনের অনেক খবরই তো দিলেন! কিন্তু জেসমিন জাটিঙ্গায় ফিরে এসেছিল কেন? তাও আবার শক্তিকে খুন করার দশ-বারো বছর পর, অন্তত আমার অঙ্কের হিসেব তো সেই কথাই বলছে!

ফুকনকে খবরের জন্য ধন্যবাদ জানালাম। তারপর হেডম্যান ও ফাদার ওবেস্টিন সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলাম।

উত্তরে ফুকন বললেন, 'রুপ্‌সি লোকটা বেশ ভালো—মানে ভালো ছিল। ইদানীং ঠাটবাটের দিকে নজর গেছে। মডার্ন হতে চায়, বোঝেন না! তার ওপর ব্যবসা শুরু করেছে। কমলালেবু সাপ্লাইয়ের ব্যবসা, জাটিঙ্গার কমলালেবু তো বিখ্যাত। এ ছাড়া টুকটাক ঠিকাদারির কাজ করছে। ফরেস্টের পয়সা তো, কোনও হিসেব নেই। সব মিলিয়ে লোকটা বেশ ভালোই আছে। তবে ওর গাঁয়ের লোকেদের মুখেই শুনেছি পরের ইলেকশনে ও আর জিততে পারবে না। কে এক স্কুলমাস্টার আছে—সে নাকি

BanglaBook.org

জিতবে।'

'আর ফাদার ওবেস্টিন ?'

হীরেন্দ্র ফুকনের মুখে খুশির উজ্জ্বলতা ফুটে উঠল। বললেন, 'ওরকম লোক হয় না, মিস্টার চৌধুরী। সারাটা জীবন শুধু পরের জন্যেই করে গেলেন। ওরকম জ্ঞানী-গুণী মানুষ জাটিঙ্গায় কেন, হাফলঙেও পাবেন না। আপনার কাজের ব্যাপারে কোনও প্রয়োজন হলে ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন, প্রাণ দিয়ে ফাদার আপনাকে সাহায্য করবেন···।'

মনটা আমার নেচে উঠল। ফাদার ওবেস্টিন যদি আমাকে সাহায্য করেন তা হলে সত্যিই আমার কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে ঠিক করলাম, কাল বিকেলে জিপ ধরে জাটিঙ্গা যাব। রাতে যদি কোনও গাড়ি-টাড়ি ধরে লিফট্ নিয়ে ফিরতে পারি ভালো, নইলে ফাদারের বাড়িতে বা পয়েন্টের চায়ের দোকানে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নেব। ফুকনকে সেই কথাই বললাম।

রাতে মাকে আর মিতাকে আলাদা করে দুটো মামুলি চিঠি লিখলাম। তারপর শুয়ে পড়লাম।

স্বপ্নে জেসমিনের মুখটা আগের চেয়ে অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠল ওকে দেখলেই আমি এখন চিনে নিতে পরেব। চাপা নাক, ছোট চোখ, কিন্তু ফুটফুটে সুন্দরী। জানি না, যদি বেঁচে থাকে, তা হলে এই সৌন্দর্যের কতটুকু এখন অবশিষ্ট আছে।

তারপর একইসঙ্গে দেখা দিল শক্তি ও টমাস। টমাসের মুখ একেবারে ছবির মতো স্পষ্ট। আজ যে-টমাসের সঙ্গে কথা বলেছি তাকে ঠেলে তিরিশ-বত্রিশটা বছর পিছিয়ে দিলে স্বপ্নের টমাসকেই যে দেখতে পাব তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ওদের দুজনকে স্পষ্ট দেখতে পেয়ে শরীরে এক অদ্ভুত উত্তেজনা বোধ করলাম। ঘুম যখন ভাঙল, তখন টের পেলাম মাথার ব্যথাটা একদম নেই। আমার অসুখ কি তা হলে ধীরে-ধীরে সেরে যাচ্ছে ?

ফাদার ওবেস্টিন বেশ লম্বা। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা

BanglaBook.org

মাথার চুল প্রায় সবই সাদা। মুখে অসংখ্য ভাঁজ। ঠোঁটের কোণে স্মিত হাসি।

উপাসনা শেষ হওয়ার পর আমি গির্জার ভেতরে ঢুকেছি সেখানে বেঞ্চিতে বসে জন আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

জাটিঙ্গায় নেমে জনকে চায়ের দোকানে পাইনি। শুনলাম যে, উপাসনার সময় হয়ে যাওয়ায় সে চার্চে চলে গেছে আমাকে সেখানে দেখা করতে বলেছে।

হীরেন্দ্র ফুকনের পরামর্শে সঙ্গে টর্চ নিয়েছিলাম। এখন সেটা কাজে লাগল। চারিদিকে গাঢ় কুয়াশা। আকাশে চাঁদ-তারা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুনলাম, বিকেলের দিকে এক পশলা বৃষ্টিও নাকি হয়ে গেছে। অগত্যা দোকানীর কাছ থেকে পথনির্দেশ নিয়ে আঁকাবাঁকা পিচের রাস্তা ধরে রওনা হলাম। দু-পাশে অন্ধকার জঙ্গল। সেখান থেকে ভেসে আসছে কান-ফাটানো ঝিঁঝির ডাক।

পাহাড়ী পথে বার চার-পাঁচ আছাড় খেয়ে লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চার্চের কাছে পেঁছিলাম। সেখানে তখন উপাসনা চলছে। লাউডস্পিকারে শোনা যাচ্ছে ধর্মযাজকের কণ্ঠস্বর।

চার্চের সামনে বেশ বড় কম্পাউন্ড, ঘাসে ছাওয়া। সীমানায় বড়সড় কয়েকটা গাছ রয়েছে, তবে কুয়াশার জন্য পুরোপুরি ঠাহর করা যাচ্ছে না।

চার্চের বাড়িটা পুরনো। তার দু-পাশের দুটো দরজা খোলা। মাঝে একটা বন্ধ রঙিন কাচের জানলা। এক দরজার মাথায় একটা সাইনবোর্ড, তার ওপরে টিমটিমে একটা বাল্ব জ্বলছে। খুব কাছে এগিয়ে বড় হরফের লেখাগুলো পড়া গেল। ইংরেজিতে লেখা ঃ প্রেসবিটারিয়ান চার্চ, স্থাপিত ১৯১০ সাল।

বাইরে দাঁড়িয়ে উপাসনা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। চার্চে এখনও লোকজন ঢুকছে। দেরি হলেও ঈশ্বরের আবাসে নিয়মিত হাজিরাটি জাটিঙ্গার খাসিয়াদের কাছে একান্ত জরুরি। আমার জেসমিনের কথা মনে পড়ল। ও-ও নিশ্চয়ই

BanglaBook.org

ঈশ্বর-ভক্ত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মদ্যপ-জুয়াড়ী স্বামীকে খুন করতে ওর হাত কাঁপেনি। টমাসেরও না। অবশ্য সব দেশেই ঈশ্বর-ভক্ত খুনীর সংখ্যা কম নয়।

বেশ শীত-শীত করছিল। তার মধ্যে আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল। চার্চের দরজার সামনে টিনের দোচালা ছোট ছাদনা ছিল, তার তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু পরে উপাসনা শেষ হল। লোকজন বেরোতে শুরু করল। আর বৃষ্টিও যেমন আচমকা এসেছিল, সেরকম আচমকাই থেমে গেল।

এমন সময় টমাসকে লক্ষ করলাম।

অন্য দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে সে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিল। সঙ্গী দু-একজন লোকের সঙ্গে কথাও বলছিল। হঠাৎই আমার দিকে ওর চোখ পড়ল। আমাদের চোখাচোখি হল।

টমাস ক্রুদ্ধ চোখে জোরালো পায়ে আমার কাছে এগিয়ে এল। রুক্ষ স্বরে জানতে চাইল, চার্চের সামনে আমি কোন প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে আছি। আমি বললাম যে, ফাদার ওবেস্টিনের সঙ্গে দেখা করব। তাতে ওর মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তারপরই আগুন-ঝরা চোখে আমাকে ভস্ম করে দেওয়ার নিষ্ফল চেষ্টা করে ও চলে গেল। মনে হল, ও ভয় পেয়েছে। আর একইসঙ্গে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমিও যে এখন মরিয়া। সুতরাং গির্জায় ঢুকে পড়লাম···।

আমি, জন ও ফাদার ওবেস্টিন গির্জা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। জন আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। রুপ্সির ধমকে ওর ভয় এখনও কাটেনি। ফাদারের সামনে ওকে আর কিছু বললাম না। শুধু বললাম, কাল যদি ওকে খোঁজ করি তা হলে কোথায় পাব। ও বলল, পয়েন্টের চায়ের দোকানে খবর রেখে যাবে।

ফাদার আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

যথারীতি চা ও তাম্বুলে আপ্যায়িত হলাম। পথে ফাদারকে জেসমিনের কথা বলেছিলাম। উনি সঙ্গে-সঙ্গে বলেছেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভালো চিনি। বাঙালি বিয়ে করেছিল তো? আমি নিজের

BanglaBook.org

হাতে ওর বিয়ে দিয়েছি। চলুন, বাড়িতে চলুন, সেখানে বসে সব কথা হবে।'

বাড়িতে পেঁছে নিজেকে উকিল বলে পরিচয় দিলাম এবং শক্তির সম্পত্তিলাভের কথা বললাম।

ফাদার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'মনে পড়ছে। শক্তি সরকার, কন্ট্রাক্টরির কাজে জাটিঙ্গায় এসেছিল। তারপর জেসমিনকে বিয়ে করে। বাঙালির সঙ্গে বিয়ে বলেই ঘটনাটা আমার এখনও মনে আছে। তবে শক্তি সরকার লোকটি খুব ভালো ছিল না! নাস্তিক, মদ্যপ, জুয়াড়ী, আরও অনেকরকম দোষ ছিল তার, গাঁয়ের লোকের কাছেই শুনতাম—।'

আমার খুব খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, ফাদারের অভিযোগগুলো যেন আমাকে লক্ষ করেই। জন্মান্তরের পাপবোধ আমাকে ভারাক্রান্ত করে তুলছিল।

ফাদার তখন বলছিলেন, 'বিয়ের পর ওরা জাটিঙ্গা ছেড়ে চলে যায়। যদ্দূর শুনেছি কাশ্মীরে···টমাস ভালো বলতে পারবে আপনি ওকে হয়তো চেনেন না, এ-গাঁয়েরই লোক ওর সঙ্গে জেসমিনের যোগাযোগ ছিল।'

ফাদার ওবেস্টিনের শেষদিকের কথাগুলো আমার কানে ঢুকছিল না। শুধু ভাবছিলাম, কাশ্মীর! কাশ্মীর! জেসমিন শক্তিকে নিয়ে কাশ্মীরে চলে গিয়েছিল! তা হলে কি স্বপ্নে যে-লেক আমি দেখি সেটা ডাল লেক? লেক···আলোকমালা···ছিপ··· ফুলের বাগান!

স্বপ্নের ছবিগুলো আমার চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল। বিস্ময় আমাকে অভিভূত করে দিল। কাশ্মীরে আমি কখনও যাইনি। কিন্তু অনেক পড়েছি, গল্পও শুনেছি। ডাল লেক··· হাউসবোট···শিকারা···চশমাশাহী···নিশাতবাগ··· গুলমার্গ·····পহেলগাঁও···!

আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। চোখের সামনে আচমকা অন্ধকার পরদা নেমে এল। আমি দু-হাত ছুড়ে খাসিয়া ভাষায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করলাম। জেসমিনের নাম ধরে বারবার

BanglaBook.org

ডাকতে লাগলাম। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই টলে পড়ে গেলাম মেঝেতে।

সংবিত ফিরতেই দেখি ফাদার আমার চোখেমুখে জলের ছিটে দিচ্ছেন। তাঁর দু-চোখে অবাক বিস্ময় খেলা করছে। কী বলবেন ভেবে উঠতে পারছেন না।

আমাকে ধরে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিলেন ফাদার। এমন সময় একটি কিশোরী অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে করে এক গ্লাস দুধ দিয়ে গেল।

ফাদার বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, দুধটা খেয়ে নিন।'

ঢকঢক করে গ্লাসটা খালি করে দিলাম।

ফাদার খালি গ্লাসটা মেঝেতে একপাশে নামিয়ে রাখলেন। তারপর মুখ তুলে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি খাসিয়া ভাষা কোথায় শিখলেন?'

আমি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে ফাদারের দু-হাত চেপে ধরলাম। বললাম, 'ফাদার, আমিই গত জন্মে জেসমিনকে বিয়ে করেছিলাম। ও-জন্মের কনট্রাক্টর শক্তি সরকার এ-জন্মের অধ্যাপক রণবীর চৌধুরী। বিশ্বাস করুন, ফাদার, ঈশ্বরের শপথ নিয়ে বলছি! আমাকে আপনি সাহায্য করুন। ভয়ঙ্কর মানসিক যন্ত্রণা থেকে আমাকে মুক্তি দিন।'

আমার গলা জড়িয়ে আসছিল। ফাদার আমার মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, 'তুমি কি জানো, গত জন্মে জেসমিন তোমাকে খুন করেছিল?'

আমি ভাঙা গলায় বলে উঠলাম, 'সব জানি, ফাদার, সব জানি—।'

ফাদার ওবেস্টিন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'বেচারি জেসমিন!'

আমি সংক্ষেপে ফাদারকে সব খুলে বললাম। বললাম যে, জেসমিনের খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত আমার জীবন নরক হয়ে উঠেছে। আমি বেঁচে থেকেও প্রতি মুহূর্তে মরে যাচ্ছি।

তখন ফাদার বললেন, 'জন্মান্তরের গল্প অনেক শুনেছি, কিন্তু জাতিস্মর আমি স্বচক্ষে কখনও দেখিনি। আজ দেখলাম।

BanglaBook.org

তোমাকে সাহায্য না করলে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করবেন না। জেসমিন পাপ করেছে। কিন্তু শক্তি সরকার অমানুষ ছিল, আর জেসমিনকেও আমি বড় স্নেহ করতাম। তাই ওর পাপ আমি প্রকাশ করিনি। তা ছাড়া কোনও পাপীর অনুতাপ, অনুশোচনা এলে যিশু তাকে ক্ষমা করেন। সেখানে আমি শাস্তি দেওয়বার কে!'

আমাকে শক্তি সরকার ধরে নিয়ে ফাদার দিব্যি বলে যেতে লাগলেন, 'তোমাকে বিয়ে করার পর জেসমিন কাশ্মীর চলে যায়, তোমার সে-কথা মনে নেই। তার মাস ছয়েক পর টমাস চলে যায় জাটিঙ্গা ছেড়ে শুনেছি জেসমিন নাকি টমাসকে নিয়মিত চিঠি দিত। আগেই বলেছি, শক্তি সরকার, মানে তুমি, এক জঘন্য অমানুষ ছিলে স্রেফ টাকার লোভে তুমি বিয়ে করেছিলে জেসমিনকে। তা ছাড়া সেই সময়ে তোমার ব্যবসায় কাঁচা টাকার টান পড়েছিল। আমরা জেসমিনকে অনেক বুঝিয়েছিলাম, কিন্তু ও কারও কথাই শোনেনি, প্রেম এমনই অন্ধ! সে যাই হোক, জেসমিনের চিঠিতে টমাস জানতে পারে তুমি ওর ওপরে নিয়মিত অত্যাচার করছ। টমাস বোধহয় জেসমিনকে পছন্দ করত। তাই ওর দুঃখ-কষ্টের কথা জানতে পেরে টমাস চলে যায় কাশ্মীরে। প্রায় বছর দশ-বারো পরে টমাস ও জেসমিন জাটিঙ্গায় ফিরে আসে। শক্তির সম্পর্কে কোনও কথাই ওরা বলত না। প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যেত সে শ্রীনগরে আছে। কিন্তু একদিন রাতে চার্চে এসে আমার সামনে ঈশ্বরের কাছে স্বীকারোক্তি করল জেসমিন। আমি শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এই কি প্রেমের পরিণতি!

'জেসমিন স্কুল ফাইনাল পাশ করেছিল। সেই সুবাদে হাফলঙে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেতে কোনও অসুবিধে হল না। চাকরি করে ও টাকা জমাতে লাগল। টমাসও ওকে বেশ কিছু টাকা দিয়েছিল বলে শুনেছি। এইভাবে বছরখানেক চাকরি করার পর হঠাৎ একদিন জেসমিন আবার জাটিঙ্গা ছেড়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে সম্পত্তির শেষ কণাটুকুও বিক্রি করে

BanglaBook.org

দিয়ে গেল। টমাস ওর সঙ্গে গিয়েছিল, কিন্তু কিছুদিন পরেই ফিরে আসে। তারপর থেকে টমাস মাঝেমাঝেই জাটিঙ্গা ছেড়ে উধাও হয়ে যায়, আবার ফিরে আসে। জানি না, ওর সঙ্গে জেসমিনের এখনও যোগাযোগ আছে কি না। তবে আমার ধারণা, জেসমিন যদি বেঁচে থাকে তা হলে শ্রীনগরেই আছে। টমাস তোমাকে হয়তো বিশদ খবর দিতে পারবে। তুমি ওর কাছে যাও—।'

কৃতজ্ঞতায় ফাদারের হাত জড়িয়ে ধরলাম আবার। তাঁর হাতে চুমু খেলাম। চোখ বুজে উনি বললেন, 'গড বি উইথ য়ু। উইশ য়ু বেস্ট অফ লাক।'

ফাদার ওবেস্টিনের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলাম পাহাড়ী পথে টমাসের সঙ্গে আমি আর একবার কথা বলতে চাই। গতকাল ও বলেছিল জেসমিন মরে গেছে। মনে হচ্ছে, সে-কথা সত্যি নয় সত্যি হতে পারে না।

আমার বুকের ভেতরে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছিল।

অন্ধকারে কুয়াশায় পথ ভুল করে কোন দিকে চলেছিলাম জানি না, হঠাৎ চাপা গলায় কেউ আমাকে ডাকল।

টর্চের আলো ঘুরিয়ে ফেলতেই জনকে দেখতে পেলাম। একটা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে।

ওকে বললাম যে, টমাসের বাড়ি যেতে চাই শুনে জন বলল, 'ওকে কি এখন বাড়িতে পাবেন? হয়তো পাখি মারতে বেরিয়েছে আজ রাতে পাখি পড়বে। দেখছেন না, সবাই হ্যাজাক জ্বালিয়েছে।'

কথাটা ঠিক। গাঢ় কুয়াশার মধ্যেও পাহাড়ী গাঁয়ের এখানে-ওখানে হ্যাজাকের আলো চোখে পড়ছিল। শুনতে পাচ্ছি লিকলিকে লাঠি চালানোর সাঁই-সাঁই শব্দ, আর ক্বচিৎ-কদাচিৎ পাখির ডাক।

জনকে বললাম, 'তবু চলো, একবার দেখে আসি।'

BanglaBook.org

ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হল। ওকে দশটা টাকা দিলাম, বললাম, 'জাটিংগায় আমার আপন লোক বলতে তুমি। তোমার কথা আমি মনে রাখব।'

জন ধন্যবাদ জানিয়ে জিগ্যেস করল, ফাদার ওবেস্টিনের কাছে আমার কাজ সফল হয়েছে কি না। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, হয়েছে। হয়তো আগামীকালই আমি তোমাদের গ্রাম ছেড়ে, হাফলঙ ছেড়ে, চলে যাব।'

ও একপলক আমার দিকে তাকাল। কিছু বলল না। চুপচাপ হাঁটতে লাগল।

টমাসের বাড়িতে পেঁছে দেখি বসবার ঘরের দরজা খোলা। ঘরে অল্প পাওয়ারের একটা বাল্‌ব জ্বলছে। টমাসকে দেখতে পেলাম না।

চাপা গলায় জনকে বললাম, 'চুপ, কোনও শব্দ কোরো না! এখানে দাঁড়াও, আমি ঘরটা একবার দেখে নিই।'

এপাশ-ওপাশ দেখে চুপিসারে ঢুকে পড়লাম ঘরে। সোজা গিয়ে হাজির হলাম দেওয়ালে টাঙানো গ্রুপ ফটোটার সামনে। আলো কম হচ্ছিল, তাই হাতের টর্চ জ্বেলে তাক করলাম ছবির দিকে। কাল দেখেই সন্দেহ হয়েছিল, এখন তার প্রমাণ পেলাম। কারণ, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওদের তিনজনকে আমি খুঁজে পেলাম।

জেসমিন, টমাস ও শক্তি।

শক্তিকে চিনতে কোনও ভুল হল না। কারণ, ছবিতে সবাই খাসিয়া, কেবল শক্তি সরকারই বাঙালি! জেসমিনের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। জেসমিন! আমার হত্যাকারী!

বাতাস কাটার 'সাঁই' শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমার পিঠটা কেউ যেন ব্লেড দিয়ে চিরে দিল। যন্ত্রণার এলোমেলো তরঙ্গ রক্ত-মাংস বেয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছিটকে গেল মাথার দিকে, মস্তিষ্কের ভেতরে। হাজারটা দেশলাইকাঠি ফস করে জ্বলে উঠল একসঙ্গে। ঘুরে তাকালাম।

সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিতীয় আঘাতটা এসে পড়ল হাতের ওপরে।

BanglaBook.org

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম মেঝেতে। আঘাতটা সামলে উঠতে চেষ্টা করলাম। ততক্ষণে টমাস তৃতীয় আঘাতের জন্য তৈরি হয়েছে। ওর হাতে পাখি মারার বাঁশের লাঠি। মুখে হিংস্র হাসি। একইসঙ্গে নিজস্ব ভাষায় উত্তেজিতভাবে কিছু বলে চলেছে।

আমি জনের নাম ধরে বার তিনেক ডেকে উঠলাম, কিন্তু কোনও সাড়া পেলাম না। যন্ত্রণায় কণ্ঠস্বর যে কতখানি বিকৃত হয়ে যেতে পারে সে-বিষয়ে কোনও ধারণা ছিল না। ফলে নিজের গলা শুনে নিজেই ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। আর তখনই তৃতীয় আঘাতটা এসে পিঠের ওপর পড়ল। মনে হল, কেউ গ্যাস-কাটার দিয়ে আমার শরীরটা কাটছে—কাটছে—কাটছে।

হাতের লাঠি ফেলে টমাস এবার জানোয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপরে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই প্রচণ্ড রাগ ও যন্ত্রণায় হাতের টর্চটা আধপাক শূন্যে ঘুরিয়ে সজোরে বসিয়ে দিলাম টমাসের মাথায়।

ওর হাত হিংস্র শক্তিতে আমাকে খামচে ধরেছিল। টর্চের আঘাতটা করামাত্রই একটা 'ওঁক' শব্দ বেরিয়ে এল টমাসের মুখ থেকে, এবং ওর হাতের বাঁধুনি শিথিল হয়ে গেল।

আমি আহত চিতাবাঘের মতো উঠে দাঁড়ালাম, যদিও পুরোপুরি সোজা হতে পারছিলাম না অধ্যাপক রণবীর চৌধুরীর পোশাকটা কখন যেন আমার গা থেকে খুলে পড়ে গেছে। তার বদলে আগের জন্মের অমানুষটা ঢুকে পড়েছে আমার শরীরে। চোখের সামনে শিকারাটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। রাতের আঁধারে ডাল লেকের জল কেটে আমার কাছে এগিয়ে আসছে। শিকারায় বসে আছে জেসমিন, আর এই লোকটা—যে এখন আমার পায়ের কাছে পড়ে আছে, শরীরের সাড় ফেরানোর চেষ্টা করছে।

নিচু হয়ে টর্চটা এলোপাতাড়ি বসিয়ে দিতে লাগলাম টমাসের গায়ে, মাথায়, হাতে, পায়ে, যেখানে খুশি। আমার ধুনুরিদের কথা মনে পড়ছিল। এই লোকটা আগের জন্মে আমার শত্রু

BanglaBook.org

ছিল। ও বলেছিল, জেসমিন মরে গেছে, সব শেষ হয়ে গেছে! না, সব শেষ হয়নি। শেষ অঙ্কের এই তো সবে শুরু!

যখন আমার উন্মত্ততা কমল তখন বড়-বড় শ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছি। শরীরের ঘাম কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে। পিঠ জ্বালা করছে, মন জ্বালা করছে। অশক্ত পায়ে দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম। টমাসের বাড়িতে আর কেউ আছে বলে মনে হয় না। আর থাকলেও আমি পরোয়া করি না। জেসমিনের ঠিকানা আমাকে জানতেই হবে।

সুতরাং তুবড়ে যাওয়া টর্চটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে টমাসের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে ওকে ঝাঁকুনি দিলাম। নাম ধরে ডাকলাম কয়েকবার।

কিছুক্ষণ পরে ও নড়ে উঠল সামান্য। যন্ত্রণার টুকরো-টুকরো আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওর ঠোঁট চিরে। ঘরে আলোর তেজ কম থাকায় ওর শরীরের আঘাতগুলো ঠিক মতো নজরে পড়ছে না। তবে থেঁতলে যাওয়া চোয়ালটা বেশ স্পষ্ট।

'টমাস! টমাস!'

যন্ত্রণাক্লিষ্ট গলাতেই ও চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'হু দ্য হেল আর য়ু, বাস্টার্ড?'

আমি সপাটে এক লাথি কষিয়ে দিলাম ওর কোমরে। বললাম, 'আমি শক্তি, জেসমিনের স্বামী। ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই। ও কোথায়? শ্রীনগরে কোথায় আছে ও?'

অবিশ্বাস্য মনে হলেও ঘটনাটা ঘটে গেল।

টমাস গড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। বড়-বড় চোখ মেলে দেখতে চেষ্টা করল আমাকে বুঝতে পারছি, ও আমাকে ঝাপসা দেখছে। কিন্তু বিস্ময় প্রকাশের ক্ষমতা সেই মুহূর্তে ওর ছিল বলে আমার মনে হয়নি।

'হোয়াট? শক্তি! শক্তি তো মরে গেছে। তিরিশ বছর আগে।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ডাল লেকের নিচে লতাপাতায় জড়িয়ে ও শুয়ে আছে। ওকে খুন করেছে জেসমিন, আর তুমি।'

BanglaBook.org

টমাস ভয় পেল। কোনওরকমে হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছল। ভাঙাচোরা গলায় জিগ্যেস করল, 'তুমি কী করে এসব জানলে ?'

আমি হাসলাম, বললাম, 'সত্যিই তো, কী করে জানব! তখন তো আমি মরে গেছি!'

'ওঃ গড!' টমাস চোখ বুজল।

আমার চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল। মাথা দপদপ করে উঠল আচমকা। আমি খাসিয়া ভাষায় চিৎকার করে উঠলাম। বললাম, 'আমি ফিরে এসেছি, টমাস! জেসমিনকে আমার চাই! বলো, ও কোথায় থাকে ?'

টমাস সত্যি-সত্যি কেঁপে উঠল। তারপর আতঙ্কঘন চোখে আমাকে দেখতে লাগল। শেষে অস্ফুট গলায় বলল, 'ডাল লেক, নেহরু পার্ক, শ্রীনগর। হাউসবোটে থাকে—।'

তারপরই ওর ঘাড়টা একপাশে কাত হয়ে গেল।

ওর নাকের কাছে হাত রেখে বুঝলাম, মরেনি। জ্ঞান হারিয়েছে। মাথার আঘাতগুলো বোধহয় খুব আস্তে হয়নি। কে জানে, ইন্টারনাল হেমারেজ শুরু হয়েছে কি না!

গ্রুপ ফটোটা দেওয়াল থেকে খুলে নিলাম। ফটোর ফ্রেম-কাচ আছড়ে ভেঙে ছবিটা ভাঁজ করে পকেটে ঢোকালাম তারপর ঘরের আলো নিভিয়ে দরজা খুলে অন্ধকার কুয়াশায় বেরিয়ে এলাম।

দূর থেকে ভেসে আসছে বাতাস কাটার 'সাঁই-সাঁই' শব্দ, আর 'সিম সিম' রবের কোলাহল। খাসিয়া ছেলেরা পাখি মারছে। তিরিশ বছর আগে শক্তিও মেরেছিল। কিন্তু মনে হচ্ছিল, সময়ের ব্যবধানটা আর নেই। এই মুহূর্তে বাঁশের লাঠি নিয়ে পিটিয়ে পাখি মারতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল। গত জন্মের অমানুষটা আমার শরীর ছেড়ে এখনও যায়নি।

অন্ধকারে পাহাড়ী পথ ধরে ফিরতে লাগলাম। যে করে হোক পয়েন্টের চায়ের দোকানে আমাকে পেঁছিতে হবে। কোনও লরি-ট্রাক-জিপ যা হোক ধরে এক্ষুনি রওনা হতে হবে হাফলঙে।

BanglaBook.org

জাটিঙ্গায় কোনও হইচই হওয়ার আগেই। তারপর কাল সকালেই আমার নতুন যাত্রা শুরু হবে। জেসমিন। শ্রীনগর।

আমার শরীর অসম্ভব জ্বালা করছিল।

৬

ভূস্বর্গ কাশ্মীর

নাম বহুবার শুনেছি, তবে পদার্পণ এই প্রথম।

হাফলঙ থেকে গৌহাটি হয়ে দিল্লি, দিল্লি থেকে জম্মু, সেখান থেকে দশ ঘণ্টার বাস জার্নি করে শ্রীনগর।

পথে আবার দুটো চিঠি দিয়েছি মাকে আর মিতাকে। ওরা নিশ্চয়ই ভীষণ চিন্তায় আছে আমার জন্য। ওদের জন্য আমার চিন্তাও কি কম!

এর মধ্যে বেশ কয়েকবার স্বপ্ন দেখেছি জেসমিনকে। স্পষ্টভাবে দেখেছি ওর মুখ। আর সঙ্গে আনা ছবিটার সঙ্গে বারবার মিলিয়ে নিতে চেয়েছি সেই মুখকে। যতবার দেখছি ততবার ডাল লেকে পৌঁছনোর জন্য মনটা ছটফট করে উঠছে। দেখতে ইচ্ছে করছে কোথায় আমি মারা গিয়েছিলাম।

বাসে জম্মু থেকে রওনা হয়েছিলাম সকালে। খুব ইচ্ছে থাকলেও জানলার ধারে সিট পাইনি। সেটি পেয়েছে বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের এক তরুণী। ফরসা। ধারালো নাক-মুখ। ঈষৎ বাদামী চোখ। বড়-বড় চোখের পাতা আমি আসন পেয়েছি তার পাশে। সুতরাং জানলার ধারে বসতে না পাওয়ার দুঃখ কিছুটা পুষিয়ে গিয়েছিল।

সফরের লম্বা পথ। সুতরাং মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করলাম।

নাম নিকিতা। জম্মু ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। হোস্টেলে থাকে। মাস দুয়েক বাদে এম. এস-সি. ফাইনাল পরীক্ষা। এখন ক্লাস শেষ হওয়ায় ছুটিতে বাড়ি ফেরছে। বাড়ি শ্রীনগরে।

আমি সংক্ষেপে আমার নাম ও পেশা জানালাম। বললাম, কাশ্মীরে বেড়াতে এসেছি, একা।

BanglaBook.org

আলাপে জানা গেল আমরা দুজনেই ফিজিক্সের লোক। সে নিয়ে কিছুটা হাসাহাসিও হল। এবং আমি ওকে 'তুমি' বলার অধিকার পেলাম।

আমি মুগ্ধ হয়ে পথের নিসর্গ-সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। আমার গলা উঁচু করে জানলা দিয়ে প্রকৃতি দেখার চেষ্টায় নিকিতা হেসে বলল, 'আমাদের সিট দুটো বদল করলে কোনও আপত্তি আছে?'

আমি বললাম, 'তোমাকে বঞ্চিত করে আমি সুযোগ নিতে চাই না।'

ও হাসল, বলল, 'এ-দৃশ্য আমি তো বহুবার দেখেছি। হয়তো আরও কতবার দেখব। কিন্তু আপনি তো ট্যুরিস্ট। আবার কবে আসেন না আসেন—।'

সুতরাং দুজনে আসন বদল করলাম। গায়ে-গায়ে ছোঁওয়া লাগল। জানি, উচিত নয়, তবুও আমার ভালো লাগল। হয়তো নিকিতার হালকা প্রসাধনের সৌরভ, ওর সৌন্দর্য, আর জানলার বাইরের মনোরম প্রকৃতি আমাকে দুর্বল করে তুলছিল, অবশ করে দিচ্ছিল চেতনা।

পথের দৃশ্য আমাকে জাটিঙ্গার কথা ভুলিয়ে দিচ্ছিল। ভুলিয়ে দিচ্ছিল সেই মুহূর্তগুলোর কথা, যখন আমি শক্তি সরকার হয়ে টমাসের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছিলাম। গত জন্মের প্রভাব আমাকে তখন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন সুন্দর সকাল, সোনালী রোদ, সবুজ গাছপালা, উঁচু-নিচু পাহাড়, মেঘ-আকাশ আর পাশে বসা নিকিতা আমার সব আশঙ্কা ভুলিয়ে দিয়েছে।

আমি কাশ্মীর নিয়ে ছেলেমানুষের মতো নানান প্রশ্ন করছিলাম, আর নিকিতা ধৈর্য ধরে হাসিমুখে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। বলছিল ঝিলম নদীর কথা, কল্‌হনের লেখা 'রাজতরঙ্গিণী'-র কথা, সম্রাট অশোকের কথা। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোক শ্রীনগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে যে-শ্রীনগর শহর সকলে দ্যাখে সেটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দ্বিতীয় প্রবরসেনা। ৬৩১ খ্রিস্টাব্দে হিউয়েন সাঙ রাজধানী শ্রীনগর ভ্রমণে

BanglaBook.org

এসে শহরটিকে যেখানে দেখেছিলেন শহরটি এখনও ঠিক সেই-জায়গাতেই আছে। সম্রাট আকবর যখন এই উপত্যকা দখল করেন তখন বিভিন্ন মসজিদ ও ফুলবাগিচায় মোগল সাজে সাজিয়ে তোলেন শ্রীনগরকে। ১৮১৯ সালে মহারাজা রণজিৎ সিংহের সময়ে শেষ মোগলরাজ পরাজিত হয় শিখদের কাছে। ১৮৪৬-এ 'অমৃতসর চুক্তি' অনুসারে ডোগ্‌রাদের হাতে কাশ্মীর তুলে দেয় ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী। শেষে ১৯৪৭ সালে জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ হিসেবে ঘোষিত হয়।

আমি একসময় হেসে বললাম, 'শুনে তো মনে হচ্ছে তোমার সাবজেক্ট ফিজিক্স নয়, হিস্ট্রি।'

নিকিতা হাসল, বলল, 'তা নয়, আসলে আপনি ভুলে যাচ্ছেন এটা আমার দেশ, জন্মভূমি।'

আমার কলকাতার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল মায়ের কথা, মিতার কথা।

সুদীর্ঘ পথ খুব সুন্দরভাবে কেটে গেল।

সন্ধের পর বাস আমাদের পৌঁছে দিল ট্যুরিস্ট সেন্টারে। বিদায় নেওয়ার সময় নিকিতাকে বললাম, 'সাহস করে একটা প্রস্তাব করতে পারি?'

ও বলল, 'নিশ্চয়ই।'

'আমি তো ট্যুরিস্ট, তোমাদের অচেনা দেশে বেড়াতে এসেছি আর তোমার ছুটির সবে শুরু। তোমার পড়াশোনার যদি তেমন ক্ষতি না হয়, তা হলে শ্রীনগরটা আমরা দুজনে মিলে কি ঘুরে-ফিরে দেখতে পারি?'

নিকিতা হেসে বলল, 'গাইড হতে বলছেন?'

'না, গাইড নয়, বরং অন্ধের যষ্টি হতে বলছি।'

ও সুন্দর করে হাসল কিছুক্ষণ কী ভেবে বলল, 'কোন হোটেলে উঠছেন?'

বললাম, 'গ্রিন ভিউ হোটেলে।'

হাফলঙে হীরেন্দ্র ফুকনের কাছে এই হোটেলের কথা শুনে-ছিলাম। হোটেলটা নেহরু পার্কের কাছাকাছি।

BanglaBook.org

নিকিতা বলল, 'ঠিক আছে, কাল সকাল ন'টা নাগাদ আপনার হোটেলে আসব। থাকবেন।'

ওর চোখে তাকিয়ে হেসে বললাম, 'আমার সৌভাগ্যের সীমা নেই। কাল সকালের জন্য এখন থেকেই অপেক্ষায় রইলাম।'

নিকিতা চলে গেল।

আমি মুগ্ধ হয়ে ওর চলে যাওয়া দেখতে থাকলাম। ট্যুরিস্ট সেন্টারের ভিড়, টিউব লাইটের আলো, কলগুঞ্জন, কিছুই আমাকে স্পর্শ করছিল না।

পরের তিনটে দিন স্বপ্নের মধ্যে কেটে গেল।

এ-স্বপ্নে শক্তি নেই, জেসমিন নেই। রয়েছে শুধু নিকিতা, আর আমি। আমি এখন শুধুই রণবীর চৌধুরী। নিকিতার সাহচর্যে আমার মন থেকে গত জন্মের শক্তি সরকার কোথায় যেন মিলিয়ে যেতে লাগল। তার বদলে ক্রমেই প্রকাশিত হয়ে উঠল আগের স্বাভাবিক রণবীর চৌধুরী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা ভ্রমণবিলাসী হয়ে ভূস্বর্গের রূপ-রসের আস্বাদ নিতে লাগলাম।

শ্রীনগরের দেখার জায়গাগুলো একে-একে আমাকে ঘুরিয়ে দেখাল নিকিতা। নেহরু পার্ক, চশমাশাহি, নিশাতবাগ, শালিমারবাগ, শঙ্করাচার্যের মন্দির, হজরতবল, কিছুই বাদ দিলাম না আমরা। বেড়ানোর ফাঁকে-ফাঁকে লালচকে গিয়ে কিছু কেনাকাটাও সেরেছি, আবার ডাল লেকের জলে ভেসে বেড়িয়েছি শিকারা নিয়ে।

ডাল লেকের সবুজ জলের দিকে তাকিয়ে আমার বুক কেঁপে উঠেছে বারবার। শিকারায় ভেসে বেড়ানোর সময়ে চলমান জলের দিকে নজর ছুটে গেছে ক্ষণে-ক্ষণে। জলের নীচে নানারকম ঝাঁজির নড়াচড়া দেখতে-দেখতে মনে হয়েছে এই বুঝি খুঁজে পাব তিরিশ বছর আগেকার পুরনো একটা লাশ। মুখে-মাথায় লতাপাতা জড়ানো, ফুলে ওঠা দেহ, ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ, মাথায়-বুকে প্রাচীন ক্ষতচিহ্ন। আমার গত জন্মের

BanglaBook.org

মৃতদেহ।

আমার অস্বস্তি বোধহয় নিকিতার নজর এড়ায়নি। ও জিগ্যেস করেছে, 'কী হল ? কোনও অসুবিধে হচ্ছে ?'

আমি বলেছি, 'না, কিছু না।'

ঠিক একইরকম অস্বস্তি পেয়েছি চশমাশাহি বাগানে গিয়ে এ-বাগান আমার কতদিনের চেনা ! গত জন্মে জেসমিনকে পাশে নিয়ে এখানে আমি বহুবার ঘুরে বেড়িয়েছি।

শেষদিন আমরা গিয়েছিলাম গুলমার্গে। যদিও এখন বরফের সময় নয়, তবুও জায়গাটাকে আমি চিনতে পারলাম।

দূরে একটা লাল রঙের কাঠের বাড়ি ঃ হোটেল। আরও নতুন কয়েকটা ঘরবাড়ি চোখে পড়ল। তিরিশ বছর নেহাত কম সময় নয় অনেক কিছুই পালটে গেছে।

গুলমার্গের সাবলীল উঁচু-নিচু জমি এখন ফুলে-ফুলে ঢাকা। ট্যুরিস্টের জমজমাট ভিড়। নিকিতার সৌরভের সুবাস আমার নাকে আসছে। সব মিলিয়ে মনটা যেন বলে উঠল বারবার ঃ এখানে আমি এসেছি ! এখানে আমি আগেও এসেছি !

তিনটে দিন আমাদের আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলল।

নিকিতা হয়ে গেল নিকি। আর আমি ওর বন্ধু হয়ে গেলাম। ওকে বললাম, 'জানো, আমার আর কোনও সুন্দরী বন্ধু নেই।'

ও হেসে বলল, 'যাক, একটা অভাব অন্তত মেটাতে পেরেছি।'

তিনদিনে কত কথা যে আমরা বলেছি তার কোনও হিসেব নেই এমন কি পদার্থবিজ্ঞান, জন্মান্তরবাদ, স্বপ্ন, এসব বিষয়ও আলোচনায় ঢুকে পড়েছে বারবার। সময় কোথা দিয়ে পেরিয়ে গেছে তার কোনও হিসেব পাইনি আমরা।

প্রতিদিন সন্ধেবেলা নিকি চলে যেত, আসত আবার পরদিন সকালে। আমরা আবার বেরিয়ে পড়তাম কাশ্মীর দেখতে।

সন্ধে সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ ও যখনই চলে যেত, তখনই আমার মনটা কেমন ভারি হয়ে যেত। ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগত নিজেকে। হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম আঁধার-সুন্দরী

BanglaBook.org

ডাল হ্রদকে। অসংখ্য হাউসবোটের আলোকমালা ডাল লেকের জলে ছড়িয়ে দিয়েছে নানা বর্ণের আলোকতরঙ্গ।

দেখতে-দেখতে আমার স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যেত। ছবিটাকে আমি নিশ্চিতভাবে চিনতে পারতাম। কল্পনার চোখে দেখতাম, অন্ধকার জলে আমি সাঁতার কাটছি, আর একটা ভয়ঙ্কর শিকারা শ্লথ অথচ অমোঘ গতিতে এগিয়ে আসছে আমাকে লক্ষ করে আমার বুক কেঁপে উঠত আশঙ্কায়। মনে পড়ে যেত, আমার উদ্দেশ্যের কথা, আমার কাশ্মীরে আসার আসল কারণ, জেসমিনকে খুঁজে বের করার প্রতিজ্ঞার কথা।

হোটেলের মালিককে এবং দু'একজন কর্মচারীকে জেসমিন নামটা বলে একটু-আধটু জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। বলেছি, বছর তিরিশ আগে একজন যুবক ডাল লেকের জলে ডুবে মারা গিয়েছিল এরকম তারা শুনেছে কি না। অথবা, খুনের কোনও কাহিনী তাদের কানে এসেছে কি না। কিন্তু বিশদভাবে কেউই কিছু বলতে পারল না। অবশ্য না পারাটা আশ্চর্যের নয়। কারণ, হোটেলের মালিক ও কর্মচারীদের বয়েস পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের নীচেই। তখন ঠিক করেছি, আশপাশের বয়স্ক লোকদের কাছে একটু খোঁজ-খবর করে দেখব। আর সেইরকম খোঁজ করতে গিয়েই আলাপ করলাম রসুলের সঙ্গে।

রসুল এক বৃদ্ধ শিকারা-মালিক। সে বলল যে, হ্যাঁ, বছর তিরিশ-পঁয়ত্রিশ আগে একজন বাঙালি যুবকের লাশ ভেসে উঠেছিল লেকে। তবে এদিকটায় নয়, চার চিনারের দিকটায় ছেলেটি খুন হয়েছিল, কিন্তু খুনি ধরা পড়েনি, ধামা চাপা পড়ে গিয়েছিল সব। কারণ, শ্রীনগরে এসে বাঙালি ছেলে খুন হয়েছে এটা রটে গেলে ট্যুরিস্টরা ভয় পেয়ে যাবে, সকলের ব্যবসা মার খাবে। তাই ব্যাপারটা নিয়ে কোথাও খুব একটা হইচই হয়নি।

'আচ্ছা, ছেলেটির বউ ছিল কি না মনে আছে?'

'ভাসা-ভাসা মনে পড়ছে যেন। মেয়েটা কাশ্মীরী ছিল না। লাশ যেদিন পাওয়া যায় সেদিন খুব কান্নাকাটি করেছিল।'

BanglaBook.org

'সে কি এখনও বেঁচে আছে? কোথায় থাকে জানা আছে কি?'

'না, সেরকম কিছু জানি না। বিদেশি যখন, তখন নিশ্চয়ই এ-দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল তবে এটা মনে আছে যে, মেয়েটা একটা হাউসবোটে থাকত।'

'কোন দিকটায়?'

নেহরু পার্ক থেকে লাল চকের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল রসুল।

সেদিকে তাকিয়ে অসংখ্য হাউসবোট আমার চোখে পড়ল। তার মধ্যে কোনটা সে দেখাতে চাইছে তা আল্লা জানেন।

এইরকম দু-একটা চেষ্টা অসফল হওয়ার পর যখন উত্তেজিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি, ঠিক তখনই রেসিডেন্সি রোডে টমাসকে আমি দেখতে পেলাম।

শীতের পোশাকে মুখ খানিকটা ঢাকা থাকায় টমাস আমাকে চিনতে পারেনি। তা ছাড়া রাস্তায় লোকজনের ভিড় থাকায় তেমন করে খেয়ালও করেনি আমাদের। কিন্তু আমি ওকে স্পষ্ট চিনতে পারলাম। নিকির কাছ থেকে আকস্মিকভাবে বিদায় নিয়ে বললাম যে, পরের দিন সকালে ও যেন আমার হোটেলে আসে। আমার হঠাৎ একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গেছে।

ও কিছু একটা ভাবছিল। হেসে বলল, 'ও. কে., তবে কাল তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব।'

আমি বললাম, 'কী?'

ও বলল, 'উঁহু, কাল— ।'

তারপর হাত নেড়ে চলে গেল।

আমিও হন্তদন্ত হয়ে টমাসকে অনুসরণ করলাম।

কিছুটা পথ হেঁটে টমাস ডাল লেকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একটা শিকারা ডেকে তাতে চড়ে বসল। আমি দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করতে লাগলাম শেষ পর্যন্ত ও কোথায় যায়।

সার-সার হাউসবোট ময়ূরপঙ্খী নাওয়ের মতো ডাল লেকের জলে দাঁড়িয়ে। সেদিকেই যাচ্ছে টমাসের নৌকো। সময় যেন

BanglaBook.org

আর কাটতে চায় না। আমার বুকের ভেতরে টিপটিপ শব্দ হতে লাগল।

এক সময়ে টমাসের শিকারা গন্তব্যে পেঁছিল।

জানলাগুলো সবুজ পরদায় ঢাকা একটা সুদৃশ্য হাউসবোট। তার ছাদে বিশ্রাম-বারান্দা। বারান্দার মাথায় সবুজ কাপড়ের ছাউনি। শিকারা ছেড়ে টমাস ঢুকে গেল হাউসবোটটার ভেতরে।

ওটাই কি জেসমিনের ঠিকানা? নাকি অন্যান্য অনেক ট্যুরিস্টের মতো টমাসও ওই হাউসবোটের বোর্ডার মাত্র? নেহরু পার্ক এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়! তা হলে কি···।

সামান্য হলেও এই আলোর ইশারাকে উপেক্ষা করা যায় না। অতএব মোটামুটি খুশিমনেই হোটেলে ফিরে এলাম। ঠিক করলাম, মাকে, মিতাকে আজ চিঠি লিখব। তারপর নিকিতার সারপ্রাইজের অপেক্ষায় থাকব।

জেসমিন ও টমাসের ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত শুরু করব পরশু-দিন থেকে। কিন্তু তখন জানতাম না, নিয়তির অভিসন্ধি ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম।

হোটেলে এসে নিকি বলল, 'চলো, আজ আমাদের বাড়িতে যাবে। সেখানে তোমার চায়ের নেমন্তন্ন।'

আমি বললাম, 'এটাই তোমার সারপ্রাইজ?'

ও বলল, 'হ্যাঁ—।'

আমি নিকিকে দেখছিলাম। মেরুন রঙের ফুলহাতা সোয়েটার। গলায় কালো স্কার্ফ। আর সাদা জিন্‌স্‌।

ও এত কাছে বসে অথচ মায়া বলে ভ্রম হচ্ছিল। লাউঞ্জে আমরা ছাড়াও আরও দু-চারজন বসেছিল। মাঝে-মাঝে লক্ষ করে দেখেছি, পুরুষদের মুগ্ধ চোখ নিকিকে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

আমরা হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। তারপর উঠে বসলাম একটা সুসজ্জিত শিকারায়। ডাল লেকের জল কেটে শিকারা এগিয়ে চলল। আমরা তখন গল্পে মশগুল।

BanglaBook.org

হঠাৎই একসময় নিকি বলল, 'মাকে তোমার কথা বলেছি।'

আমার যেন চমক ভাঙল। নিকি সবসময় আমাকে নিজের কথাই বলেছে, বাড়ির কথা বিশেষ বলেনি। আমিও কোনও প্রশ্ন করিনি। সবসময়ই ভেবেছি, ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার অধিকার আমি পেয়েছি কি না। তাই আজ ওর কথা শুনে ভীষণ ভালো লাগল। মনে হল, হয়তো আমার স্বপ্ন একেবারে অলীক নয়। বুকটা কেঁপে উঠল আনন্দে-প্রত্যাশায়। সেই মুহূর্ত থেকে নিকিকে নিয়ে আমি নতুন-নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম।

স্বপ্ন ভাঙল জেসমিনকে দেখে।

আমাদের শিকারা তখন একটা হাউসবোটের সিঁড়ির কাছে পেঁছে গেছে।

চমক ভেঙে দেখি, বোটের জানলায় সবুজ পরদা। ছাদে সবুজ চাঁদোয়ার ছাউনি। এই হাউসবোটেই কি গতকাল আমি টমাসকে ঢুকতে দেখেছিলাম ? কী জানি !

জেসমিন হাউসবোটের সামনের রেলিঙ ঘেরা ছোট্ট বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। জেসমিন ! সেই জেসমিন ! আমার গত জন্মের জেসমিন !

মাথায় পঞ্চাশভাগ রুপোলি চুল। মুখের একদা-মসৃণ চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। পরনে আধুনিক পোশাক। কপালে একটা লাল পটি বাঁধা।

জেসমিন নিকির দিকে তাকিয়ে হাসছে। ওর হাসিটা সেই আগের মতোই আছে। হাসির বয়েস এতটুকু বাড়েনি। হাসির মৃত্যু হয়নি, পুনর্জন্ম হয়নি। কিন্তু দীর্ঘকাল কাশ্মীরে থেকে মুখ থেকে খাসিয়া বৈশিষ্ট্যগুলো অনেকটাই মিলিয়ে গেছে।

আমার সব কিছু মনে পড়ে যাচ্ছিল।

আর একইসঙ্গে বুকের ভেতরে কেউ যেন এভারেস্ট আর কাঞ্চনজঙ্ঘা গড়িয়ে দিচ্ছে। বারবার ডিম-ডিম শব্দে বেজে উঠছে দুন্দুভি। ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছে সেই বাজনা।

নিকি তখনই ডেকে উঠল, 'মা ! এই দ্যাখো, কাকে ধরে নিয়ে এসেছি !'

BanglaBook.org

আমার চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসতে চাইল। একটা অদ্ভুত জ্বালা যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে মরতে লাগল পাঁজরের খাঁচায় পাহাড়গুলো ঠোকাঠুকি লেগে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যেতে লাগল।

শিকারা থেকে হাউসবোটের সিঁড়িতে পা রাখল নিকি আমাকে হাত ধরে সাহায্য করল। জেসমিনের হাউসবোটে পা রাখলাম। বোটের গায়ে নামাঙ্কিত সাইনবোর্ড ঝুলছে: 'ওয়াটার-বার্ড, ডাল লেক, শ্রীনগর।'

জাটিঙ্গার পাখির কথা জেসমিন তা হলে ভোলেনি!

বারান্দায় দাঁড়িয়েই নিকি পরিচয় করিয়ে দিল।

'মা, ওর কথাই তোমাকে বলেছিলাম। রণবীর—রণবীর চৌধুরী। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ফিজিক্সের লেকচারার··· আমার সাবজেক্ট।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে নিকি বলল, 'আমার মা—।'

জেসমিন হেসে হাত বাড়িয়ে দিল। বলল, 'গত কয়েকদিন ধরে মেয়ের মুখে খালি তোমার কথা। "তুমি" বললাম বলে কিছু মনে করলে না তো!'

আমি কথা বললাম এই প্রথম, 'না, না, মনে করার কী আছে।'

জেসমিনের হাত ধরলাম। ঠাণ্ডা অথচ কোমল। ভাবতে অবাক লাগে, এই কোমল শীতল হাত গত জন্মে আমাকে খুন করেছিল। আর যখন খুন করেছিল, তখন আমার ভালোবাসার পরমাণু আশ্রয় নিয়েছিল ওর শরীরে। প্রতি পলে অনুপলে বেড়ে উঠছিল।

সেই পরমাণু এখন নিকি? সত্যিই কি? তা হলে ওর বয়েস দেখে যা মনে হয়, তা নয়। নিকি আমার প্রায় সমবয়েসী। হয়তো কোনও কারণে, বাধা-বিপত্তিতে, ওর পড়াশোনা পিছিয়ে গেছে।

আমি আশ্চর্য চোখে মা ও মেয়েকে দেখছিলাম। নিকিকে আমার এখনও ভালো লাগছিল।

জেসমিন আমাকে ডাকল, 'এসো, ভেতরে এসো—।'

কার্পেট বিছানো সরু করিডর ধরে ওকে অনুসরণ করলাম।

BanglaBook.org

আমার পিছনে নিকি। ও তখন কাশ্মীর নিয়েই কী সব কথা বলছিল। আমার কানে কিছু ঢুকছিল না। আমি জেসমিনকে দেখছিলাম। আশ্চর্য! মাথার চুলটুকু ঢেকে দিলে পিছন থেকে দেখে ওর বয়েস বোঝা শক্ত। ওর চলার ছন্দে এখনও হিল্লোলের অবশেষ রয়েছে।

একটা সুদৃশ্য ঘরে গিয়ে বসলাম আমরা।

মোগল কায়দায় সুসজ্জিত ঘর ও ঘরের আসবাবপত্র। নিকিকে সে-কথা বলায় ও বলল, সেটাই নাকি রেওয়াজ।

ঘরের কার্পেট, কাঠের দেওয়ালের কারুকাজ, জাফরি, টেবিল-চেয়ার, সবই যেন আকবরী আমল থেকে তুলে আনা। সব মিলিয়ে ঘরটাকে যেন চেনা মনে হল। কিন্তু চেনা হওয়ার তো কথা নয়! কারণ, শক্তি ও জেসমিন একটা হাউসবোট ভাড়া করে তাতে ট্যুরিস্ট হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল। আর এই 'ওয়াটার-বার্ড'-এর মালিক জেসমিন নিজে। হয়তো সব হাউসবোটের সাজসজ্জা অনেকটা একরকম।

আলো কম হওয়ায় নিকি সুইচ টিপে দুটো মনোহারী বাতি জেবলে দিল। তারপর আমাকে উদ্দেশ করে বলল, 'তুমি মায়ের সঙ্গে কথা বলো, আমি কিচেন থেকে আসছি—।'

নিকি চলে গেল।

আমি জেসমিনকে দেখতে লাগলাম। ও মাথার লাল পটিটা খুলে ফেলল। সেটা ভাঁজ করে পাশের একটা ছোট টেবিলের ওপরে রাখল। তারপর কিছুক্ষণ উসখুস করার পর জেসমিন কথা বলল, 'কাশ্মীর কেমন ঘোরা হল তোমার?'

বললাম, 'ভালো। নিকি না থাকলে কী যে করতাম···।'

'নিকিকে তুমি পছন্দ করো?' সন্দেহ ফুটে উঠল জেসমিনের চোখে।

'হ্যাঁ, ভীষণ—।'

আঙুলের ডগায় আঙুল জড়িয়ে চোখ নামিয়ে বলতে লাগল ও, 'অনেক ট্যুরিস্টই বেড়াতে আসে, এসে এখানকার মেয়েদের পছন্দ করে। তারপর—।'

BanglaBook.org

আমি কথার ইঙ্গিত বুঝতে পারলাম। কী করে আসল কথা শুরু করব সেটাই এতক্ষণ ধরে ভাবছিলাম। জেসমিনের কথা শুনে খানিকটা রাগ হল। সঙ্গে বিরক্তিও। ও কি শক্তি সরকারের কথা ভেবে এসব ইঙ্গিত করছে? সুতরাং প্রথম তীর ছুড়ে দিলাম।

'আমি কন্ট্রাক্টরির কাজ করি না। আপনি যা বলতে চাইছেন, বুঝেছি। নিকিকে আমি ভালোবাসি। ওকে আমি বিয়ে করতে চাই—যদি অবশ্য ওর আপত্তি না থাকে।' একটু থেমে স্পষ্ট স্বরে যোগ করলাম, 'আর, আপনার সম্পত্তির একটি পয়সাও আমি চাই না।'

পরিষ্কার লক্ষ করলাম জেসমিন ধাক্কা খেল। ও অবাক চোখে আমাকে দেখতে লাগল, আমাকে বুঝতে চাইল।

এমনসময় নিকি এসে ঘরে ঢুকল। হাতে চা ও খাবারের ট্রে টেবিলে সব নামিয়ে রেখে হুকুম করল, 'স-ব খেতে হবে। তোমার পছন্দ এ-ক'দিনে জেনে গেছি, সেগুলোই তৈরি করেছি। অবশ্য মা-ও অনেক সাহায্য করেছে।'

আমি হেসে খাবারের প্লেটের দিকে হাত বাড়ালাম। আড়চোখে দেখলাম, জেসমিন তখনও প্রথম ধাক্কা সামলে উঠে সহজ হতে পারেনি।

নিকি ওর মায়ের সঙ্গে নিজেদের ভাষায় কথা বলছিল।

আমি হঠাৎ জিগ্যেস করলাম, 'তুমি খাসিয়া ভাষা জানো?'

নিকি আমার দিকে ঘুরে তাকাল। বলল, 'অল্প-অল্প, তবে মা ভালো জানে।'

আমি জেসমিনের চোখে তাকিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'সিম মানে কী বলতে পারেন?'

জেসমিন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছিল। বলল, 'পাখি কিন্তু হঠাৎ এ-কথা জিগ্যেস করছ?'

আমি চায়ে চুমুক দিলাম। সুরভিত চা। নেশা ধরে যায় যেন।

বললাম, 'শ্রীনগরে আসার আগে আমি জাটিঙ্গা নামে একটা

BanglaBook.org

পাহাড়ী গ্রামে গিয়েছিলাম। সেখানে কুয়াশা ভরা রাতে আলো দেখলে ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি উড়ে আসে—ঠিক শ্যামাপোকার মতো। তখন খাসিয়া ছেলেছোকরাগুলো "সিম! সিম!" বলে চেঁচায়, তাই জিগ্যেস করছি···।'

নিকি শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেল। বলল, 'সত্যি! আমাকে সেখানে বেড়াতে নিয়ে যাবে? আমি তোমাকে কাশ্মীর ঘুরিয়ে দেখিয়েছি, তার বদলে তুমি আমাকে জাটিঙ্গা ঘুরিয়ে দেখাবে। প্রমিস!'

'না!'

জেসমিনের আচমকা ধমকে আমরা দুজনেই চমকে উঠলাম।

'কী বলছ, মা!'

জেসমিন নিকিকে শাসনের সুরে কী একটা বলল। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ও কান্না চাপতে-চাপতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে আমার চোয়াল শক্ত হল। যুদ্ধের জন্য নিজেকে তৈরি করলাম।

সন্দেহ-কুটিল চোখে আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে জেসমিন প্রশ্ন করল, 'সত্যি করে বলো, তুমি কে?'

শান্ত গলায় বললাম, 'রণবীর চৌধুরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্স পড়াই।'

মনে পড়ল, টমাসও আমাকে একইরকম প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু টমাস এখন কোথায়?

আমার উত্তরে জেসমিন কী বুঝল কে জানে। নিজেকে সংযত করে বলল, 'আমার মেয়েকে তুমি ছেড়ে দাও।'

'আমি ছেড়ে দেওয়ার কে! তা ছাড়া হঠাৎ আপনি এ-কথা বলছেনই বা কেন!'

জেসমিন থতমত খেল। সহজ হওয়ার চেষ্টা করল। বলল, 'না, মানে, তোমার বাড়ির তরফে আপত্তি উঠতে পারে। তা ছাড়া—।'

আমি বললাম, 'বাড়ির আপত্তি উঠবে না। আপনার আপত্তি না থাকলেই হল।'

BanglaBook.org

একটু থেমে আবার বললাম, 'অবশ্য নিকির বাবার মতামতটাও নেওয়া দরকার—।'

জেসমিন অনেকক্ষণ ধরে আমার চোখে কী যেন খুঁজল। তারপর উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এসো আমার সঙ্গে—।'

আমি দুরুদুরু বুকে ওকে অনুসরণ করলাম।

যে-নতুন ঘরটায় এসে আমরা ঢুকলাম, সেটা শোওয়ার ঘর। নীল-সবুজ বেডকভারে ঢাকা বিছানার ঠিক পাশেই একটা ছোট টেবিল। টেবিলের ওপরে শক্তি সরকারের ফটো। ফটোর সামনে কয়েকটা রঙিন ফুল।

আমার কেমন অদ্ভুত লাগছিল।

জেসমিন ছোট্ট করে বলল, 'নিকির বাবা।'

আমি ছবিটা দেখছিলাম। চেষ্টা করেও মনে করতে পারলাম না গত জন্মে এই ছবিটা কখন কোথায় কে তুলেছিল।

জেসমিন আবার বলল, 'নিকির জন্মের আগেই ওর বাবা মারা যায়—।'

আমি চুপচাপ শক্তিকে দেখছিলাম।

'অনেক কষ্ট করে আমি নিকিকে মানুষ করেছি, পড়িয়েছি, শিখিয়েছি, বড় করেছি। ওর হস্টেলের খরচ চালানোর জন্যে আমাকে একসময় চাকরিও করতে হয়েছে—।'

'কোথায়? হাফলঙের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে?'

জেসমিনের মুখ পাথর হয়ে গেল। ও আমাকে দেখতে লাগল। মুখ ফ্যাকাসে, সাদা। কোনওরকমে ও কথা শেষ করল, 'আমি চাই নিকি সুখী হোক—

'আমিও চাই।'

কথাটা বলেই আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

করিডরে পা রেখেই নিকিকে দেখতে পেলাম। বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মনটা কেমন ভারি হয়ে গেল। সেইসঙ্গে খুব রাগ হল জেসমিনের ওপরে। নিকি আমার! ওকে কেউ কষ্ট দিলে আমার বুক ভেঙে যায়। যেমন এখন যাচ্ছিল।

বারান্দার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে পিছনে পায়ের শব্দ

BanglaBook.org

পেলাম। তাকিয়ে দেখি বিহ্বল-বিমূঢ় জেসমিন আমাকে অনুসরণ করেছে।

বারান্দায় এসে নিকিকে ডাকলাম, 'নিকি—।'

ও ঘুরে তাকাল। বুকটা মুচড়ে উঠল সঙ্গে-সঙ্গে। নিকির চোখে জল হাত বাড়িয়ে ওর হাত ধরলাম। নিচু অথচ স্পষ্ট গলায় বললাম, 'তোমাকে আমি ভালোবাসি—।'

আমার বুকের ভেতরে একটা ক্ষ্যাপা চিতাবাঘ দাপাদাপি করছিল। নিকিকে পেয়ে হারানোর কথা আমি ভাবতে পারছিলাম না। স্থান-কাল ভুলে গিয়ে নিকির চোখের জল মুছিয়ে দিলাম। ও অল্প-অল্প হাসতে চেষ্টা করল।

জেসমিন সব দেখছিল। হঠাৎ ক্ষিপ্তভাবে চিৎকার করে মেয়েকে কী যেন বলল। তারপর আমার দিকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে বলল, 'চলে যাও, এখানে আর কোনওদিন এসো না—।'

আমার মাথায় ভিসুভিয়াস জ্বলে উঠল, বললাম, 'আমাকে শক্তি সরকার পাওনি। আমাকে শেষ করা অত সহজ হবে না।'

স্পষ্ট দেখলাম, শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখতে জেসমিন বারান্দার রেলিং শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল।

একটা শিকারা ডেকে আমি তাতে উঠে বসলাম। শক্তির মৃত্যু-দৃশ্যটা চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠতে লাগল।

ঝকঝকে সূর্য তখন ডাল লেকের জলে কাঁপছে।

৭

অস্থির মন নিয়ে হোটেলের ঘরে বসে ছিলাম। টমাসের ঘর থেকে নিয়ে আসা জেসমিনের ফটোটা দেখছিলাম। জেসমিন কি সত্যিই শক্তিকে এখনও ভালোবাসে? নইলে এখনও ওর ছবিতে নিয়মিত ফুল দেয় কেন? অথচ এই স্বামীকেই তিরিশ বছর আগে নিজের হাতে ও খুন করেছিল!

আমার সব কিছু কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। তিরিশ বছরের পুরনো এক আবর্তে আমি যেন ঘুরপাক খাচ্ছি। নিকিতা

BanglaBook.org

আমাকে হাত ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করছে, অথচ আমি বারবার পিছলে তলিয়ে যাচ্ছি অশান্ত ঘূর্ণিতে। জেসমিন আর টমাস যেন আমার পা ধরে টানছে। আমার নাকে-মুখে জল ঢুকে যাচ্ছে অনবরত। টমাস কি জেসমিনকে সাহায্য করতেই জাটিঙ্গা থেকে ছুটে এসেছে এখানে? গতবারের মতো?

সকালবেলা টমাসকে আমি হাউসবোটে দেখিনি। হয়তো কোথাও বেরিয়েছিল। কিন্তু ও কবে এসে উঠেছে জেসমিনের বোটে? এর মধ্যে কি জাটিঙ্গার সমস্ত ঘটনা ও জেসমিনকে বলেনি? জেসমিন এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছে আমিই জাটিঙ্গায় ওর খোঁজখবর করে বেড়িয়েছি। হয়তো ভাবছে, আমি পুলিশের লোক। কিংবা কোনও বেসরকারি গোয়েন্দা, তিরিশ বছর আগে-কার একটা খুনের তদন্ত করে বেড়াচ্ছি। আমার আসল পরিচয়টা নিশ্চয়ই ও জানে না। কারণ টমাসও সেটা ঠিক বুঝতে পারেনি।

শ্রীনগরে এসে শরীরটা যত সুস্থ হয়ে উঠছে, মনটা যেন ততই অস্থির হয়ে পড়তে চাইছে। স্বপ্নের মিছিল এখন আর একেবারে নেই। মাথার ব্যথা যে কোনওদিন ছিল তা বিশ্বাসই হতে চায় না। ঘুম বেশ গভীর হচ্ছিল ক'দিন ধরে। কিন্তু আজ সকাল থেকেই সব এলোমেলো হয়ে গিয়ে দুশ্চিন্তার জটিল জাল ভর করেছে মাথায়। এখন আমি কী করব? পালিয়ে যাব কাশ্মীর ছেড়ে? ভুলে যাব জেসমিনের কথা, টমাসের কথা, তিরিশ বছর আগেকার কথা? ভুলে যাব নিকির কথা? তা হলেই কি বাকি জীবনটা নিশ্চিন্তে বাঁচতে পারব আমি? কে দেবে এমন প্রতি-শ্রুতি?

এমনসময় দরজায় কেউ নক করল। হাতের ফটোটা রেখে দিলাম বিছানার ওপরে।

সূর্য অস্ত গিয়ে আকাশ আঁধারি হয়েছে। জানলার কাচের গায়ে হিম জমছিল। ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম।

জেসমিন!

ঢোলা পোশাকের ওপরে একটা কালো শাল জড়িয়ে এসেছে ও।

BanglaBook.org

শালের ঘোমটা থেকে ওর ফরসা মুখটুকু শুধু উঁকি মারছে। সে-মুখে হত্যাকারীর ছাপ নেই, বরং দেখা যাচ্ছে বিপর্যস্ত-বিহ্বল এক মা-কে।

জেসমিন দ্রুত আমাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে। দরজা ভেজিয়ে আমি ঘুরে তাকালাম। জেসমিন তখন বিছানায় রাখা ফটোটা দেখছে। দু'চোখে শঙ্কার গভীর ছাপ।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, টমাস ওকে জাটিঙ্গার সব ঘটনাই খুলে বলেছে।

আমি এক পা এগিয়ে যেতেই জেসমিন ঘুরে তাকাল আমার দিকে ঃ 'তুমি কে ? কী চাও আমার কাছে ?'

আমি হাসলাম ঃ 'আমি কে সে তো জানেন। আর, কী চাই ? ···সে কি আমি নিজেই ঠিক মতো জানি !'

একটা চেয়ার দেখিয়ে ওকে বললাম, 'বসুন। বলুন কী দরকারে এসেছেন আমার কাছে ?'

জেসমিন চেয়ারে বসল। মাথা নিচু করে শালের প্রান্ত খুঁটতে লাগল। সময় নিচ্ছে ও। হিসেব কষছে মনে-মনে।

অনেকক্ষণ পরে ও বলল, 'শক্তি সরকার তোমার কে হয় ?'

আমি কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেলাম। কী জবাব দেব এ-প্রশ্নের !

লক্ষ করলাম, জেসমিন আমার দিকে তাকিয়ে উত্তরের অপেক্ষা করছে।

কিছুক্ষণ পরে ও আবার প্রশ্ন করল, 'তুমি জাটিঙ্গায় গিয়েছিলে কেন ? কেন খোঁজ করছিলে আমার, শক্তির ?'

'আপনার গল্পটা আমার জানতে ইচ্ছে করছিল।'

জেসমিন সন্দেহ-কুটিল চোখে আমাকে দেখতে লাগল।

আমি ঠিক করলাম, আর নয়। জেসমিনকে সরাসরি কিছু বলা দরকার। কাশ্মীরে আসার আগে আমি শুধু জেসমিন, শক্তি ও টমাসের গল্পটাই জানতে চেয়েছি, খুঁজেছি। জেসমিনকে খুঁজে পেলে কী বলব কী করব, তাও মোটামুটি একরকম ঠিক

BanglaBook.org

করে রেখেছিলাম। কিন্তু নিকিতা—নিকি, আমার সব হিসেব ওলট-পালট করে দিয়েছে। ওর কথা জাটিঙ্গাতেও কেউ বলেনি। হয়তো জেসমিন ও টমাস বরাবরই এই মেয়েটির কথা সকলের কাছে গোপন করে এসেছে।

জেসমিন বলল, 'সকালে চলে আসার আগে তুমি ওই কথাটা বললে কেন? শক্তির বিষয়ে তুমি কতটুকু জানো?'

আমাকে শক্তি সরকার পাওনি, আমাকে শেষ করা অত সহজ হবে না।

জেসমিন কথাটা ভুলতে পারেনি।

সুতরাং ওকে বললাম, 'শক্তি সরকার কন্ট্রাক্টরির কাজে জাটিঙ্গা গিয়েছিল। তোমাকে ভালোবেসে ও বিয়ে করে। অবশ্য টাকার লোভেও হতে পারে কারণ, তখন ওর ব্যবসায় টাকার টান পড়েছিল। ফাদার ওবেস্টিন তোমাদের বিয়ে দেন জাটিঙ্গার গির্জায়। তারপর তোমরা হানিমুন কাটাতে চলে আস এখানে, শ্রীনগরে। শক্তির স্বভাব খারাপ ছিল। নেশা করত, জুয়া খেলত, অন্য মেয়েদের দিকে নজর দিত, তোমাকে মারধোরও করত হয়তো। খুব কুৎসিত ছিল ওর মুখের ভাষা, তোমাকে কম খারাপ কথা ও বলেনি। টমাস তোমাকে হয়তো ভালবাসতো—জানি না। ও জাটিঙ্গা থেকে ছুটে এসেছিল তোমার দুঃখের খবর পেয়ে। তোমার চিঠি ওকে শ্রীনগরে টেনে এনেছিল। তারপর—'

'তারপর?' জেসমিনের মুখে লালচে আভা ফুটে বেরোচ্ছে। ও আঙুল তুলে বাঁ চোখের নিচটা বার কয়েক চুলকে নিল।

আমি লম্বা শ্বাস নিলাম। বললাম, 'তারপর একদিন সন্ধ্যায়, অথবা রাতে, শক্তি সরকার মারা গেল।'

জেসমিন উঠে দাঁড়াল। সাপের চকিত ছোবলের মতো ছিটকে এল আমার কাছে। তীব্র স্বরে বলল, 'মিথ্যে কথা!'

আমার মাথার মধ্যে আগুনের শিখাটা ফুঁসে উঠছিল। হঠাৎই সেটা তিন-চার হাত লাফিয়ে উঠল দপ করে।

বললাম, 'হ্যাঁ, মিথ্যে কথা তো বটেই! এও মিথ্যে কথা যে,

BanglaBook.org

তুমি আর টমাস মিলে ওকে লাঠির বাড়ি মেরে, বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে খুন করেছ! এও মিথ্যে কথা যে, ওর বুকে বর্শার শেষ আঘাতটা তুমিই দিয়েছিলে!' আমি জেসমিনের দু'কাঁধ খামচে ধরলাম, 'আর এও মিথ্যে কথা যে, তোমার ডান উরুর কোলে একটা বাদামী তিল আছে?'

জেসমিন আমার দু'হাতের মধ্যে কাঁপতে লাগল। কোনও-রকমে বলল, 'তুমি, তুমি এসব কী করে জানলে?'

আমার চোখ জ্বালা করছিল। পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলাম আমি, 'সত্যিই তো, কী করে জানব, আমি তো সেদিন মরে গেছি! লেকের জল আমার নাকে-মুখে ঢুকে পড়েছিল। ঝাঁজি জড়িয়ে গেছিল হাত-পায়ে—'

জেসমিনের চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। ও একটা আর্তচিৎকার করে উঠল। ওর শরীর অবশ হয়ে গেল আচমকা। আমি দু'হাতে ওর ওজন সামলাতে পারছিলাম না। ও হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ঘরের মেঝেতে।

আর ঠিক তখনই দরজাটা খুলে গেল শব্দ করে।

টমাস দাঁড়িয়ে আছে চৌকাঠে। বাঁ হাতে একটা বর্শা অথবা বল্লম। সেটা লাঠির মতো ভর দিয়ে রেখেছে মেঝেতে। ওর চোয়ালে কালসিটের দাগ এখনও রয়েছে। জাটিঙ্গার স্মৃতি। অবশ্য আমার গায়ের দাগগুলোও এখনও মেলায়নি।

জেসমিন অসহায়ভাবে আমাকে দেখছিল। ওর বয়েস যেন একশো পেরিয়ে গেছে। টমাসকে হাজির হতে দেখেই বোধহয় কিছুটা আশ্বস্ত হল ও। উঠে দাঁড়াল ধীরে-ধীরে।

টমাস দাঁতে দাঁত চেপে কী একটা বলল। তারপর ক্ষিপ্র পায়ে একটু ঢুকে এল ঘরের ভেতরে। বল্লমটা উঁচিয়ে ধরে বলল, 'তিরিশ বছর আগে একটা বাঙালি খুন হয়েছিল এখানে। আজও একটা খতম হবে।'

সামনের দিকে চোখ রেখেই পা দিয়ে লাথি মেরে দরজাটা বন্ধ করে দিল টমাস। আরও কয়েক পা এগিয়ে এল।

জেসমিন একবার আমাকে দেখছে, আর একবার দেখছে

BanglaBook.org

টমাসকে। কী করবে বা বলবে ঠিক যেন ভেবে উঠতে পারছে না টমাস আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই জেসমিন চাপা আর্তনাদ করে উঠল। বল্লমের ফলা আমার বাঁ হাতে গেঁথে গেল। আমি ডান হাতে লাঠিটা চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলাম। টমাস টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে এল সামনে। আমি গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে এক প্রচণ্ড লাথি কষিয়ে দিলাম ওর দু'পায়ের ফাঁকে।

জেসমিন জানলার দিকে সরে গেল ভয়ে। কান্না মেশানো গলায় কী যেন বলল টমাসকে। অনুনয়ের সুর স্পষ্ট ধরা পড়ল সেই কথায়। কিন্তু টমাসের তখন জবাব দেওয়ার মতো অবস্থা নেই। বল্লম খসে পড়েছে হাত থেকে। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে চেপে ধরেছে দু'পায়ের সন্ধিস্থল।

আমার হাত কেটে দরদর করে রক্ত পড়ছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। ঘরটা যেন দুলছে চোখের সামনে। দৃষ্টিও কি ঝাপসা হয়ে আসছে?

দেখলাম, টমাস বল্লমটা আবার তুলে নিল। প্রচণ্ড চেষ্টায় সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে। ওর ঠোঁটের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে লালা।

জেসমিন আবার চিৎকার করে উঠল আতঙ্কে। দু'হাত তুলে ইশারায় মানা করল বারবার। তারপর ছুটে গেল টমাসের কাছে। টমাস বাঁ হাতের ঝটকায় ওকে ছিটকে ফেলে দিল। তারপর ইংরেজিতে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'জেসমিন, শক্তির মতো এই লোকটাও তোমাকে বিপদে ফেলতে চায়। নইলে তোমার কষ্টের দিনে এ ছিল কোথায়! যখন তুমি সর্বস্ব দিয়ে নাকিতাকে মানুষ করছিলে তখন এই লোকটা আসেনি কেন? না, ওকে আজ ছাড়ছি না!'

জেসমিনের নিষেধ, কান্না, সবই অগ্রাহ্য করে মারমুখী টমাস আরও এগিয়ে এল। আমার মাথার ভেতরে অসংখ্য হাউই আগুনের লেজ নেড়ে একসঙ্গে উঠে গেল আকাশে। তারপর শুরু হল বিস্ফোরণ—একের পর এক।

BanglaBook.org

টমাস যখন আমার বুক লক্ষ করে বল্লম চালাল তখন দু'হাতে চকিতে চেপে ধরলাম বল্লমের লাঠিটা। টাল সামলাতে না পেরে চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম মেঝেতে। টমাস লাঠির পিছনে শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে ঝুঁকে পড়ল।

আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। এই কি শেষ? গত জন্মের মতো এ-জন্মেও কি আমার অপমৃত্যু হবে? মা, মিতা, নিকি, ওদের ছেড়ে চলে যেতে হবে?

শরীরের শেষ শক্তি দিয়ে এক ঝটকা দিলাম। বল্লমটা ঘুরিয়ে দিলাম মেঝের দিকে। টমাসের কাঁধে পা দিয়ে সজোরে ধাক্কা দিলাম। ওর দেহটা লাট্টুর মতো চারপাক ঘুরে ছিটকে পড়ল হাত কয়েক দূরে। বল্লম ঠিকরে গেল ওর হাত থেকে।

আমি ক্ষ্যাপা নেকড়ের মতো লাফিয়ে উঠে ঝটিতি তুলে নিলাম বল্লমটা বুকের ভেতরে শক্তি সরকার জেগে উঠল। টমাস তখনও নিজেকে সামলে উঠতে পারেনি। বল্লমটা দু'হাতে উঁচিয়ে ধরে চিৎকার করে বললাম, 'মরতে আমি ভয় পাই না, জেসমিন। কারণ, মরলেও আবার আমি ফিরে আসব। তোমরা আমাকে জন্মের মতো শেষ করতে পারবে না! আবার আমি আসব! অন্য নাম নিয়ে অন্য মুখ নিয়ে আবার আমি ফিরে আসব!'

জেসমিন কাঁদতে-কাঁদতে খাসিয়া ভাষায় কী যেন বলল টমাসকে। সঙ্গে-সঙ্গে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল টমাস ওর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। তাজ্জব চোখে দেখতে লাগল আমাকে। মেঝে থেকে ওঠার চেষ্টাও করল না এতটুকু। ও বোধহয় এই মুহূর্তে জানল আমার দু'জন্মের কথা।

আমি ওর দিকে এক পা এগোতেই দরজায় শব্দ হল। উদ্‌-ভ্রান্তের মতো ঘরে ঢুকে পড়ল নিকিতা। ওর পিছনে হোটেলের দু-তিনজন লোক দাঁড়িয়ে।

ঘরের দৃশ্য দেখে নিকি চিৎকার করে উঠল।

রক্তে আমার জামাকাপড় মাখামাখি। টমাস মেঝেতে শুয়ে। আর জেসমিন হাতে মুখ ঢেকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে।

জেসমিন নিকির নাম ধরে ডাকল। ও ফিরে তাকাল না।

BanglaBook.org

শুধু আমাকেই দেখছিল। আমি বড়-বড় শ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছিলাম। বল্লমটা ফেলে দিলাম মেঝেতে। আর নিকি ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার বুকে।

আমি ওকে জাপটে ধরলাম। অস্ফুট যন্ত্রণা মেশানো এক টুকরো কান্না বেরিয়ে এল আমার ঠোঁট চিরে। নিকি আমার মাথায় তখন হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

একটু পরে নিকিকে ছেড়ে আমি সবাইকে দেখলাম। আশ্চর্য! নিকির উপস্থিতি মানুষগুলোকে যেন আমূল পালটে দিয়েছে। টমাস উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে জেসমিনের পাশে। দুজনেই চুপ। আর অপরিচিত অথচ মুখ-চেনা তিনজন মানুষ দরজায় দাঁড়িয়ে হতভম্ব।

আমি নিকিকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসালাম, নিজেও বসলাম। আজ পর্যন্ত ওকে আসল কথাগুলো বলা হয়নি, বলিনি। এখন সব বললাম সংক্ষেপে। শেষে বললাম, 'আমি এখনও তোমাকে ভালোবাসি।'

ও গলার স্কার্ফ খুলে আমার আহত হাতটা বেঁধে দিল। বলল, 'আমিও।'

নিকি শান্তভাবে সব শোনার পর উঠে গিয়ে হোটেলের লোকদের কী সব বলল। তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চলে গেল। তখন নিকি তাকাল টমাসের দিকে। আদেশের সুরে কী যেন বলল। টমাস চোখ নামিয়ে বল্লমটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। নিকি ওর পিছন-পিছন গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল তারপর জেসমিনকে বলল, 'মা, রণবীরকে তোমরা আর যন্ত্রণা দিয়ো না। গত জন্মে ও অনেক কষ্ট পেয়েছে। এ-জন্মে আমরা সুখী হতে চাই।'

জেসমিন এখন কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। ও অবাক স্বরে বলল, 'কী বলছিস তুই! গত জন্মে ও কে ছিল জানিস?'

নিকি হাসল। বলল, 'জানতে চাই না। ও-নিয়ে তুমি মাথা ঘামাও। আমি শুধু এ-জন্মের কথা ভাবতে চাই।'

আমি বললাম, 'জেসমিন, তোমরা যদি আমাকে রেহাই দাও

BanglaBook.org

তা হলে গত জন্মের খুনের কথা আমি ভুলে যাব। তা ছাড়া, শক্তি সরকার মানুষটা সত্যিই অমানুষ ছিল। সেই সময়ে তোমার অবস্থাটার কথা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিছু-কিছু কথা আমার এখনও মনে আছে—।'

জেসমিনকে আমি আর কী শাস্তি দেব! এক জন্মেই ও অনেক কষ্ট পেয়েছে।

জেসমিন নিকিকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। নিকি মাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল পিঠে হাত বুলিয়ে।

জেসমিন শান্ত হলে নিকি বলল, 'তোমার সঙ্গে কিছুদিন আমার দেখা হবে না, মা। রণবীরের সঙ্গে আমি চলে যাব—।'

জেসমিন আবার কেঁদে উঠল। বিহ্বল চোখে আমাকে দেখতে লাগল। হয়তো আমার মধ্যে গত জন্মের শক্তির মুখটা ও খুঁজে পেতে চাইছিল প্রাণপণে।

নিকি বলল, 'টমাসকে বলো, আজকের ঘটনা যাতে বেশি দূর না গড়ায় সে-ব্যবস্থা করতে। নইলে তোমাদেরই অসুবিধে হবে—।'

জেসমিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিকিকে চুমু খেল। তারপর দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছিল, আমি ওকে ডাকলাম। বিছানা থেকে মলিন ফটোটা তুলে নিয়ে দিলাম ওর হাতে। ও ডুকরে উঠে বুকে চেপে ধরল ফটোটা। তারপর আঙুল বাড়িয়ে আমার গাল, ঠোঁট, চিবুক স্পর্শ করল। গভীর চোখে অনেকক্ষণ ধরে দেখল আমাকে। আমিও তাকিয়ে রইলাম এই অসহায় মহিলার দিকে। সারাটা জীবন কী কষ্টই না ওকে করতে হয়েছে!

অস্ফুট গলায় জেসমিন বলল, 'গুড বাই, শক্তি—।'

তারপর সর্বহারা পায়ে বেরিয়ে গেল ঘরের দরজা খুলে। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকল।

দরজাটা বন্ধ করে নিকি আবার আমার কাছে এল। বলল, 'চলো, তোমাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাব।'

আমি বললাম, 'তেমন দরকার নেই। কাল গেলেও হবে।'

ও বলল, 'না, এখনই। কারণ, কাল থেকে আবার আমরা

BanglaBook.org

কাশ্মীর দেখতে বেরোব।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন? একবার তো দেখেছি—।'

ও বলল, 'সে-দেখাকে দেখা বলে না। তখন তোমার মধ্যে দু'জন্মের দুটো মানুষ ছিল। এখন শুধু তুমি, রণবীর চৌধুরী।'

আমি ওকে কাছে টেনে নিলাম। পূর্ণগ্রাস গ্রহণের পর আবার যেন ঝিলমিলে চাঁদ ধীরে-ধীরে ফুটে উঠছে। আমার মনটা ক্রমশ হালকা হয়ে যাচ্ছিল। নাম-না-জানা কোন সৌরভ ছুঁয়ে যাচ্ছিল আমার নাক। নিকির কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, 'কাল থেকে কি আমাদের হানিমুন শুরু হবে?'

ও ফিসফিস করে বলল, 'হ্যাঁ। তারপর তোমার সঙ্গে সোজা কলকাতা।'

আমি বললাম, 'এম. এস-সি. ফাইনালের তা হলে কী হবে?'

'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি এর মধ্যেই উঠে গেছে?' নিকি বলল।

আমি হাসলাম: 'হ্যাঁ, প্রায় সেইরকমই অবস্থা। কারণ সেখানকার মাস্টারমশাই এখন কাশ্মীরে হানিমুনের পরিকল্পনা ভাঁজছে।'

নিকি আমার চুল ধরে টেনে দিল।

আমি ওর কাঁধে মুখ ঘষতে-ঘষতে বললাম, 'এ-জন্মে আমি আর মরতে চাই না।'

ও নরম গলায় বলল, 'আমিও।'

———

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG